শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস
বিরচিত

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দী গাদীশ্বর—শ্রীশ্রীরসিকানন্দ বংশাবতংস
শ্রীশ্রীমহান্ত গোপাল গোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামী সম্পাদিত

প্রভুশ্যামানন্দ পত্রিকা সম্পাদিকা
শ্রীমতীদক্ষজা সুন্দরী দেবী মহান্ত গোস্বামিনী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস
বিরচিত

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দী গাদীশ্বর—শ্রীশ্রীরসিকানন্দ বংশাবতংস
শ্রীশ্রীমহান্ত গোপাল গোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামী সম্পাদিত

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর
প্রথম সংস্করণ
শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯২, শ্রীরসিকাব্দ—৩৮৬

[ভিক্ষা-১৫ টাকা]

প্রভুশ্যামানন্দ পত্রিকা সম্পাদিকা—
শ্রীমতীদক্ষজা সুন্দরী দেবী মহান্ত গোস্বামিনী কর্ত্তৃক প্রকাশিত :—

বিশ্বস্তে নৈব লোকে কতি কতি ন পুরাণেতিহাসাহিতেষু
ন কিঞ্চিৎ ক্বাপি কৃষ্ণঃ স্বয়মলিখদৃতে গীতগোবিন্দ তোহংসৌ।
ভক্তেষ্বেবং ন কুত্রাপি নিজকরকৃতং লিখাতে বিন্দুরূপং
শ্রীশ্যামানন্দ এব স্বয়মকৃত মুদা শ্রীমতীরাধিকৈব॥

—শ্রীশ্রীরসিক মঙ্গল

শ্রীশ্যামসুন্দর সেন কর্ত্তৃক নিরাপদ প্রেস,
বক্সিবাজার,-মেদিনীপুর হইতে মুদ্রিত।

।। নিবেদন ।।

শ্রীমদদ্বৈতাবতার শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীঅনিরুদ্ধাবতার রসিকানন্দ প্রভুর লীলাস্থলী দর্শন, বিভিন্ন গ্রন্থ প্রভুদ্বয়ের চরিতামৃত পাঠ, বৈষ্ণব সম্প্রদায় চতুষ্টয় মধ্যে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর চতুর্থ অধস্তন গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশে "গোবিন্দ ভাষ্যম্" প্রণয়ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" বাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন ও স্বীকৃতি দ্বারা জয়পুরে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর নিত্য সেবাধিকার গ্রহণ এবং শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুদ্বয়ের শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপ যোগপীঠে নিত্যলীলা স্থলীতে মঞ্জরীস্বরূপ প্রকাশ ও শ্যামানন্দী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য শ্রীদেবালয় সম্মুখে সংকীর্তন সময়ে বামাবর্ত্ত পরিবর্ত্তে দক্ষিণাবর্ত্ত প্রদক্ষিণ প্রভৃতি নবধাভক্তির ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান পালন বিশ্ববাসী কার্ষ্ণজনের আচার ও প্রচার মাধ্যমের আদরের বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ষোড়শ দশা বা অধ্যায় বিশিষ্ট চরিত গ্রন্থ ইতিপূর্বে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল হইতে একনিষ্ঠ শ্যামানন্দী হরিভজনপরায়ণ কর্তৃক প্রথম চারিটি দশা ও পরে ১৩৩৫ সালে ২৫শে চৈত্র তারিখে ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটীস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির হইতে ভক্ত প্রবর শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট দ্বারা উক্ত শ্রীগ্রন্থের প্রথম চারিটি দশা প্রকাশিত হইয়াছেন। আজ কার্ত্তিক মাসে কাত্যায়নী ব্রত মধ্যে উত্থান একাদশী তিথির শুভক্ষণে নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কার্ষ্ণজনের আনন্দবর্দ্ধন জন্য নিত্য-প্রিয়-সহচরী-কনক মঞ্জরী স্বরূপা শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ষোড়শ দশা বিশিষ্ট "শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ" গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া রসিকানন্দ প্রভুবংশের অযোগ্যা কুলবধু হইলেও হরিভক্ত সজ্জনতোষনে যে কেলালব সংগ্রহ করিয়াছি তাহার দ্বারা পঙ্গু হইয়াও গিরিলঙ্ঘনের সাহস পাইয়া নিজ দেহ মন প্রাণকে সার্থক মনে করিতেছি। আমার পুত্র কন্যাগণের আবাল্য সঞ্চিত অর্থানুকূল্যে এই দুর্লভ ও অপ্রকাশিত শ্রীগ্রন্থ লোক চক্ষুর গোচরীভূত হইতেছেন। তজ্জন্য তাহাদের প্রতি ভজন-সজ্জন পাঠকবর্গের চির কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাদের পরমার্থ সন্ধানের পথ সুগম করিবার আহ্বান জানাইতেছি।

মুদ্রণকার্য্যে মেদিনীপুরের নিরাপদ প্রেসের ম্যানেজার শ্রীশ্যামসুন্দর সেন মহাশয়ের নিরলশ চেষ্টা ও সূচীপত্র ও শুদ্ধিপত্র নির্ণয়ে মদীয় সন্তানপ্রতীম শ্রীমান অনন্ত চরণ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্য ব্যাকরণ তীর্থের অকুণ্ঠ [illegible]হানুভূতি এবং প্রকাশন কার্য্যে বিলম্বহেতু শ্যামানন্দী গোষ্ঠীর আচার্য্য শিরোমণি পরমপূজ্য শ্রীশ্রীমহান্ত গোপাল [illegible]বিন্দানন্দ দেব গোস্বামী প্রভুপাদের ভর্ৎসনা আমার ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য ধারণের উপাদান সংগ্রহে বিশেষ সহায়ক [illegible] য়াছে।

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বাঞ্ছা চতুষ্টয় অপূরণ যথা—

নিশ্চয় যাইব আমি কৃষ্ণ সন্নিধানে।
একমাত্র সংশয় রহিল মোর মনে ॥ ৪৩ ॥
শ্যামানন্দ রসার্ণব সপ্তম তরঙ্গে।
নিষ্টান্ন ভোজন মাস মহোৎসব রঙ্গে ।। ৪৪ ।।

আরবার বৃন্দাবন ধাম দরশন
গঙ্গাতীরে দেবালয়ে বৈষ্ণব ভোজন ॥ ৪৫ ।।
এই অভিলাশ মোর না হইল সাঙ্গ
আজ্ঞা হইল যাইবার কে করিবে ভঙ্গ ।। ৪৬ ।।

—রসিক মঙ্গল, উত্তর বিভাগ, পঞ্চদশ লহরী

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে সুরক্ষিত গ্রন্থরাজির মধ্যে "শ্যামানন্দী প্রকাশ" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণ চরণ দাসের রচিত "শ্যামানন্দ রসার্ণব" গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হইতেছে। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত অদ্যাবধি ৩৭টি গ্রন্থ মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থই ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন হরিভজন পরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র সহযোগে প্রকাশিত হইয়াছেন ; একত্রে গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশের জন্য সজ্জন গুণী ভক্তমণ্ডলীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতি সাপেক্ষ্য ; বিশেষতঃ শ্যামানন্দী গোষ্ঠী অগ্রণী হইলে বিশ্ব বৈষ্ণব সভা ও সম্মিলনীর এবং সাধন ভজনের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য ও পৌত্র এবং পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধে রাজপুতনা জয়পুরে গলতা গাদীর মহান্ত ও শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের শ্যামানন্দী গাদীর তৃতীয় মহান্ত শ্রীশ্রীনয়নানন্দ দেব গোস্বামী প্রভুর শিষ্যবর্গেয় অন্যতম রাধা দামোদর দাসের শিষ্য "বলদেব বিদ্যাভূষণ" ও রাধামাধব বা রাধারমন দাসের শিষ্য "কৃষ্ণচরণ দাস" হইতেছেন। শ্রীগ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি জন্য পাঁচটি আলেখ্য সংযোজিত হইল। মুদ্রণ প্রমাদ দোষ নিরশনার্থ "সজ্জনা গুণ মিচ্ছন্তি" মহাজনোক্তির সার্থকতা রক্ষার্থে পাঠকবর্গ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত শুদ্ধিপত্র পাঠে অশুদ্ধ অংশ শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

গুপ্ত বৃন্দাবন—গোপীবল্লভপুর
উত্থান একাদশী, ১৩৮৪ সাল

বৈষ্ণব পদ রজঃ ভিখারিণী
প্রকাশিকা

মুখবন্ধ

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ।।

জয় প্রভু শ্যামানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ ।
শ্রীগোপীবল্লভপুর, শ্রীরাধাগোবিন্দ ।।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা—
তে চোন্মীলিত মালতিসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলা বিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ।।

মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীশ্যামানন্দ পরিবারে আসমুদ্র হিমাচলে বহুদিনের আকাঙ্খিত "শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ" গ্রন্থখানির অভাব বর্তমান গাদীর মহান্ত মহারাজের ঐকান্তিক আগ্রহে দূরীভূত হইল। তাঁহার সহধর্মিনী গ্রন্থখানি প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

আরো আনন্দের, গ্রন্থখানি মহান্ত-জননী, আমাদের পরমগুরু-স্বরূপিণী, নিত্য লক্ষমন্ত্র উচ্চারণ মুখে-নিত্যলীলা প্রবিষ্টা শ্রীশ্রীঠাকুমা গোস্বামিনীর শ্রীকরকমলে নিবেদিত হইয়াছে।

মাদৃশ হীন-অভাজন, কেলাসব আহারী, কলিতাপতপ্ত তুচ্ছবগ্রন্থের প্রতি মুখবন্ধ রচনার আদেশ হইয়াছে এবং প্রভু শ্যামানন্দের সন্তানদিগের মধ্য হইতেই, সংযোজনের বাসনা জানিয়া, সাহসী হইলাম। প্রায় চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে প্রভু শ্যামানন্দ দেব আমারই পূর্ব্বপুরুষের আয়োজনে তৎকালীন রামগড়ের রাজধানী, বড় বলরামপুরে রাসযাত্রা মহা-মহোৎসবে শ্রীপট্ট গোপীবল্লভপুর হইতে প্রিয়তম শ্রেষ্ঠ শিষ্য, অনিরুদ্ধাবতার শ্রীল রসিকানন্দ দেবকে 'পত্রপাঠমাত্র' আসিতে লিখেন।

প্রভু রসিকানন্দ দিবাশেষে সকলকে প্রসাদ বিতরণের পর স্বয়ং 'প্রথম প্রসাদ গ্রাস' পাইতে বসিয়া শ্রীগুরু-দেবের কৃপাপত্রী পাঠে, তাহা ত্যাগ করিয়া, তদ্দণ্ডে যাত্রাকরতঃ শ্রীসুবর্ণরেখায় আচমন করেন। সেই রাত্রির অন্ধকারে শ্রীগুরু আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক গভীর অরণ্য এবং হিংস্রজন্তুকে উপেক্ষা করিয়া, প্রভু শ্যামানন্দ সমীপে উপস্থিত হন।

এই লীলা স্মরণ করিয়া, সমগ্র বৈষ্ণবজগতে রামগড় রাজপরিবারের সঙ্গে শ্রীগুরুর আদেশ পালনের আদর্শ সকলেই আজিও গর্ব্বের সহিত স্মরণ করেন। কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাই কালাচাঁদ মন্দির গাত্রে টেরাকোটা কাজে, শ্রীল শ্যামানন্দ দেব সান্নিধ্যে শ্রীল রসিকানন্দদেবের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সেখানে রামগড় ও লালগড়ের প্রতিষ্ঠাতা আদি পুরুষ ভ্রাতৃযুগল রাও শ্রীরামলাল দেবশর্ম্মা এবং রাও শ্রীলক্ষ্মণ লাল দেবশর্ম্মার একটি আলোকচি এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছেন।

অপ্রাসঙ্গিক নয় ভাবিয়া, গুজরাটী সাত্বতঃ রাজপরিবারে শ্রীল শ্যামানন্দ-কৃপাদর্শে, সাধনসিদ্ধ-সিদ্ধাগণের নাম অতিশয় ভক্তিসহকারে স্মরণ করি। আমার খুল্লতাত ৺কুমার অমিয় কিশোর, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ রাজা ৺বাহাদুর সিংহ, দশম পুরুষ রাজা ৺দীনবন্ধু সিংহ সাহসরায় এবং প্রপিতামহী রাজমাতা ৺মোক্ষদাসুন্দরী এবং সতীরাণী ৺সিদ্ধেশ্বরী (দীনবন্ধু সহমৃতা)।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে আমার একটি দৃশ্য সহসা জাগরিত হইতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনকালে, তদীয় মুখনিশৃত উল্লেখিত শ্লোক। শুনিতে কিছু অশালীন মনে ধারণা হইলেও, শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত (কাব্য প্রকাশে, সাহিত্য দর্পণে—পদ্যাবল্যাং ৬৮৬।৬৮৭) শ্লোকে তার সার্থক রূপ দর্শনে বিশ্বাসে কৃতকৃতার্থ হই।

মহাপ্রভু বলিতেছেন—'যে আমার কৌমার্য্য হরণ করিয়াছে— তুমি সেই আমার বর। সেই রাত্রিই তো মধুর। সেই ধুলিকদম্ব কাননের সমীরণ আরো মধুরতর হয়ে লেগেছে আমার বিকাশোন্মুখ সদ্য প্রস্ফুটিত, যৌবন মালতি পুষ্পের সৌরভে। আমি তো সেই-ই তবু, সেদিনের রেবানদীর তীরে, বেতসতরুমূলের মিলন মাধুরী আজ স্বতঃই কেন আকুল করিতেছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিলেন তালপত্রে লিখিয়া—

সখিরে—কুরুক্ষেত্র মিলনে যাঁর দর্শন পেলাম। তিনি আমার সেই দয়িত কৃষ্ণ। আর আমিও তাঁর সেই রাধা। আমাদের মিলন সুখও সেই। কিন্তু সেদিনের যমুনাপুলিনে বৃন্দাবনের বাঁশরীর পঞ্চমতরঙ্গে সুরের লহরী বাজিয়া হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হইত, আজ তারই জন্য মন-প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।

আজ সমগ্র শ্রীশ্যামানন্দ পরিবারবর্গের সঙ্গে এক সুরে শ্রীল শ্যামানন্দ বিধুহরির চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম টুকু পৌঁছে দিবার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দ বিহ্বল। সকলের সঙ্গে তাই একই সুরে বলি--

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি-র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি-র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমা-নন্দপূর্ণামৃতাব্ধে -
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো-র্দাসদাসানুদাসঃ ।।

জগৎ আজ কপটতায় ভরা। অবিশ্বাসী মন কিছুই বিশ্বাস করিতে রাজী নয়। চঞ্চল, অবিশ্বাসী, কৃষ্ণ-বহির্মুখ, অশান্ত—বেকার, মানবনিবহ শ্রীরূপ সনাতনের কৃপানুগত্যে কলিযুগ পাবনাবতারী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুশীতল চরণ-ছায়ায় আসিয়া, কবে আবার শান্তিরাজ্যে নিত্যসেবানন্দে মাতিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাস্য যুগলের স্মরণ-মনন-চিন্তনে কৃতকৃতার্থ হইবে - আপন মনে নাচিয়া!

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত—
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলমধুর মুরলী – পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি।।

* কৈবল্যধাম *
ক্ষুদিরাম নগর
শহর মেদিনীপুর
১৩৮৩।২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার

সেবকাধম
দাসাভাষ
রণজিৎ কিশোর
মার্গশীর্ষ, প্রতিপত্তিথি

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

ভূমিকা

সর্ব্বাবতারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দ্দশমনুর সপ্তম ও অন্যতম বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ মহাযুগান্তর্গত কলির ৪৫৮৬ সংবৎসর গত হইলে ৪৯১ বৎসর পূর্বে সর্বোত্তম লীলাতনু প্রকট করিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য অভিন্ন শ্রীমন্নবদ্বীপ ধামে সুরধনী গঙ্গাকূলে রাধাভাব-দ্যুতি সুবলিত তনু অঙ্গীকার করিয়া তিন বাঞ্ছা পূরণের মানসে শুভ-ফাল্গুনী-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় শচীসুত মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আবির্ভূত বা উদিত হইলেন।

গোলক বৈভব ত্যজি কীর্ত্তনে পশরা সাজি
অবনীতে কৃরল বিহার।
আপনার গুণে নাচে প্রেমের ভাণ্ডার যাচে
জগজ্জীবে করিতে উদ্ধার ॥
—শ্যামানন্দ প্রভু

নিত্যলীলা সহচর ও প্রিয়নর্ম্মসখা শ্রীসুবলাবতার গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের নিজগৃহে ভক্তবশ শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ নিত্যসেবা অঙ্গীকার করতঃ বিরাজমান করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাসিক্ত অষ্টগোস্বামীগণ শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জ কাননে শ্রীরাধামাধবলীলা আস্বাদন, শুদ্ধাভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন, চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও রাগানুগা-প্রেমের আচার ও প্রচারে নিবিষ্ট থাকাকালে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ (দুঃখীকৃষ্ণ দাস) ব্রজধামে উপনীত হইয়া শ্রীগোস্বামীবর্গের চরণে আশ্রয়লাভ করিলেন। তৎকালীন সার্ব্বভৌম আচার্য্য প্রবর শ্রীজীব গোস্বামীপাদের নির্দেশ ও উপদেশে শ্রীরাধা গোবিন্দের নিত্যসেবাকার্য্য ও নিগমসিদ্ধান্ত শ্রৌতশাস্ত্রাদি অধ্যয়নে ব্যাপৃত রহিলেন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমসহ একাত্মভাবে থাকিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীগুরুকৃপালাভের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণের নুপূর নিকুঞ্জবনের মধ্যে নিত্য রাসস্থলীতে প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

নিকুঞ্জবনে দ্বাদশবর্ষ ঝাড়ু সেবা করিয়া আচার্য্যগণের কৃপাসিক্ত হইয়া আচার্য্য ঠাকুর ও প্রভুত্রয় শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের জন্য গৌড়োৎকল প্রভৃতি দেশে আগমন করিয়া পাষণ্ডজীবের উদ্ধারে ব্রতী হইলেন। বিষ্ণুপুর রাজ বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক গ্রন্থ চুরির সংবাদে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোস্বামী ও আচার্য্যবর্গ মর্ম্মাহত ও শোকে নিমজ্জিত হইলেন। পরে বিষ্ণুপুরে গ্রন্থোদ্ধার সমাপন হইলে পূর্ব্বে ব্রজমণ্ডলে সংবাদ গেলেও শ্যামানন্দ প্রভু দ্বিতীয়বার ব্রজভূমি গমন করিলে তাঁহার প্রমুখাৎ সবিস্তার সংবাদ পাইয়া সকলে শান্তি পাইয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এই দ্বিতীয়বারই শ্রীর সিকানন্দকে সঙ্গীকরতঃ উৎকলভূমি উদ্ধার ও পাষণ্ডদলন এবং প্রেমভক্তির দ্বারা নিজসিদ্ধান্ত স্থাপন জন্য প্রথমতঃ শ্রীশ্রীমদনগোপালের আদেশ পাইয়াছিলেন। বিলম্ব ঘটিলে শ্রীজীব গোস্বামীর দ্বারা উক্ত আজ্ঞার পুনরাদেশ জ্ঞাপন করিলে শ্যামানন্দ প্রভু এতদ্দেশে শুদ্ধাভক্তি ধর্ম্মপ্রচারের সূচনা করিয়া রসিক মুরারীকে দীক্ষিত করেন ও শ্রীমদনগোপালের আদেশ পালনে ব্রতী হইয়া কলিহত জীবজগতের চির কল্যাণের পাথেয় সন্ধানের উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যের সাক্ষাৎ বিগ্রহ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গোপনের পরেই গৌড় ও উৎকলের সঙ্গমস্থল ঝাড়খণ্ড সন্নিহিত গড় মান্দারণ এলাকায় কংসাবতী নদীর অববাহিকায় থালসিউলি নামক খর্ব্বা নদীর কূলে ও হীরা সাগরের উত্তর তীরে বাহাদুরপুর পরগণার ধারেন্দানগরে বর্ত্তমান খড়্গপুরের ৩ মাইল দূরে ও কলাইকুণ্ডা সামরিক বিমান ঘাটির উত্তরে অনতিদূরে অবস্থিত) সদ্গোপ কুলভূষণ শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের ঔরসে দুরিকা দেবীর গর্ভে শুভ চৈত্র মধু পূর্ণিমা তিথিতে আবির্ভূত হন। শশীকলার ন্যায় বাল্য শৈশব ও কিশোর অবস্থায় পিতৃগৃহ ধারেন্দায় শ্রীকৃষ্ণ

স্মরণে ও কাঙ্ক্জন আলাপনে অতিবাহিত করিয়া যৌবনে পদার্পণকালে গৃহ সংসার বৈরাগ্য দর্শনে মাতাপিতার মন আকুল হইয়া উঠিলে সর্ব্বসুলক্ষণা গৌরাঙ্গদাসীর সহিত পরিণত সূত্রে আবদ্ধ হন। শুভক্ষণ জানিয়া পিতামাতার আদেশ লইয়া গৃহবৈভব স্ত্রীপরিবার ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় মানসে অনুরাগে দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া প্রাণের আবেগে দ্রুতগতিতে সেই রাত্রেই বহুপথ অতিক্রম করিলেন। নদনদী পল্লীপ্রান্তর দুর্গম বনভূমি সহায়হীন অবস্থায় শ্রীগুরুচরণই একমাত্র ভরষা ও শ্রীকৃষ্ণ নামই একমাত্র সম্বল ও পাথেয় জানিয়া শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ গুণগান গাইতে গাইতে বামদিকের গঙ্গাকূলে যাইবার পথ ছাড়িয়া পূর্ব্ব উত্তর অভিমুখে নাড়াজোল, নেড়াদেউল ও চেতুয়া নগর পার হইয়া শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ দর্শন করিয়া নেত্র-মন সফল করিলেন। পরে সুধামাখা কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে চিরবাঞ্ছিত অম্বিকা কালনার পথে দুরিকানন্দন দুঃখীকৃষ্ণ দাস গৌরী দাসের প্রাণধন নিতাই গৌর মন্দিরে এক মহানিশায় উপস্থিত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি ও মৃত্তিকা চুম্বনকালে তন্দ্রাদেবী দুঃখীকে আকর্ষণ করিলেন।

ব্রাহ্ম মূহূর্ত্তে অরুণ প্রভাতে শ্রীগুরু পাদপদ্মধ্যান ও মুখে রাধাগোবিন্দ নাম করিতে করিতে সাত্ত্বিকভাবে শ্রীরাস মণ্ডলে ঝাড়ুসেবা করিতেছেন। এমন সময় শ্রীহৃদয় চৈতন্য ঠাকুর নবকিশোর রূপ দুঃখীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিলেন এবং প্রীত হইয়া নিজ পাশে ডাকিয়া পরিচয় জানিয়া অবস্থান করিতে ও কিছু দিনান্তরে দুঃখীর ভক্তি নিষ্ঠা ও শুদ্ধাচরণে তুষ্ট হইয়া গৌর নিতাই এর পূজারীর সেবায় নিয়োগ করিলেন। দিনান্তরে দুঃখীর মনোভাব বুঝিয়া কাহার সেবক জানিতে চাহিলে "আপনার শ্রীচরণ কমলই আমার একমাত্র গতি ও এই দাস শ্রীচরণে আশ্রয়প্রার্থী" জানাইলেন।

কেহ নাহি সংসারে প্রভু মুঞি অতি দীন।
কহিবার যোগ্য নহে তাহে ভক্তি হীন॥
তোমা বিনা পতিত পাবন কেবা হয়।
কৃপা করি দেহ অভয় চরণ আশ্রয়॥

—প্রেমবিলাস

রাণীহাটি পরগণায় অবস্থিত অম্বিকায় (কালনায়) শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের প্রাণসর্ব্বস্ব নিতাই গৌরের সেবাধিকারী শ্রীহৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দিক্ষীত ও শরণাগত হইলে দুঃখী কৃষ্ণদাস নাম প্রকাশ করতঃ হরি গুরু বৈষ্ণব কৃপালাভে আশীর্ব্বাদপুষ্ট হইয়া পরে গুরুগৃহে নিত্যসেবার প্রাক্কালে নিত্যসিদ্ধ দুঃখী কৃষ্ণদাসের নিত্য চিন্ময়ীভূমি শ্রীবৃন্দাবন দর্শন মানসপটে উদিত হইলে শ্রীগুরু আজ্ঞায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর চরণে আশ্রয়লাভের আকাঙ্খায় বহির্গত হইয়া নিত্য মাধুর্য্য লীলা আস্বাদনের উৎকণ্ঠা প্রবল বলবতী হইলে কিছু দিনান্তরে শ্রীব্রজ মণ্ডলের গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দর্শনান্তর শ্রীরাধা কুণ্ডতীরে বিরক্ত বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীচরণে প্রণত হইলে শ্রীজীব গোস্বামীর চরণাশ্রয় করিবার কৃপা ও ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে নিধুবনে অবস্থান ও নিকুঞ্জ কাননে শ্রীরাস মণ্ডল মার্জ্জন সেবা প্রাপ্ত হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুষ্প্রাপ্য, দেবতাগণের অগোচর এবং শিব ব্রহ্মাদির আরাধ্য বস্ত শ্রীগোবিন্দের হ্লাদিনী স্বরূপিনী শ্রীরাধা রাণীর রাতুল চরণের নূপুর প্রাপ্তির একমাত্র সৌভাগ্য দুঃখী কৃষ্ণদাসই পাইয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামসুন্দরের মাধুর্য্য লীলার একমাত্র সহায় সঙ্গিনী শ্রীমতি রাধারাণী, দুঃখীকৃষ্ণদাসের ললাটে স্বহস্তে বিন্দুপ্রদান করিয়া নূপুরাকৃতি তিলক ও শ্যামানন্দ নামের সার্থকতা সুবলাবতার গৌরীদাস পণ্ডিত দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এ জগতে আর কেহই এই দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন নাই।

শ্রীবৃন্দাবনের মদন গোপালের আদেশে ও শ্যামানন্দ প্রভুর কৃপাশক্তি লাভে শ্রেষ্ঠ, প্রেষ্ঠ ও নিত্য সঙ্গী দ্বাদশ শাখার অন্যতম অনিরুদ্ধাবতার শ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামী নিজ আচরণ ও ভজন পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া জীব জগতের আদর্শ হইবার ও কলিহত জীবের উদ্ধারের যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা ও কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না।

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর চতুর্থ অধস্তন গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীমান্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ বিগলিত "বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত"

ও মাধব গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ মতস্থাপন জন্য "গোবিন্দ ভাষ্যম" প্রণয়ন করিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজকে রক্ষা করিয়া বিশ্ববাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে প্রচলিত কীর্ত্তন ধারার মনোহর সাহী, গরাণহাটী রাণীহাটী (রেনেটি) ও মান্দারনী নামক শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ দুইটি শ্রেণী যথাক্রমে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু প্রবর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন ও ভজনশীল কাঙ্খজনের মানসপটে বিরাজ করিতেছেন। রাণীহাটী কীর্ত্তনে বিদগ্ধ কীর্ত্তন গায়কগণ যে অক্ষর সংযোজন করেন না তাহা সর্বজন বিদিত ও তাহার প্রমাণযোগ্য অবদান রহিয়াছে। শ্যামানন্দ প্রভু তদীয় অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য রসিকানন্দ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া প্রেমধর্ম প্রচার দ্বারা পাষণ্ড দলন ও জীবোদ্ধার করিয়া যে বিরাট শ্যামানন্দী পরিবার রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ উৎকল, বঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের ২০টি জেলায় অবস্থান করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এতৎ প্রসঙ্গে বর্ণিত গ্রন্থগুচ্ছ মধ্যে ভগবদ লীলা, সাত্বততত্বসহ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুদ্বয়ের লীলা বৈচিত্রপাঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় গর্ব্ববোধ করিয়া থাকেন।

১। শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর 'শ্যামানন্দ শতকম্, শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণের কৃত টীকা ও শ্রীল ত্রিবিক্রমানন্দ দেব গোস্বামীর উৎকল ভাষায় পদ্যছন্দে অনুবাদ।

২। শ্রীশ্রীরসিক মঙ্গল, ৩। বিন্দু প্রকাশঃ ৪। শ্রীশ্রী শ্যামানন্দ প্রকাশ ৫। শ্যামানন্দ রসার্ণব ৬। রসিকানন্দ প্রকাশ (হিন্দী ভাষায় বারাণসী হইতে প্রকাশিত) ৭। প্রভু শ্যামানন্দ ৮। প্রভু রসিকানন্দ (উৎকল ভাষায় উক্ত গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত) ৯। শ্যামানন্দ চরিত ১০। শ্যামানন্দ চরিতামৃত ১১। রসিকানন্দ চরিত ১২। শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর অবদান ১৩। শ্যামানন্দ নাটক ১৪। শ্রীপাট গোপীবল্লভ পুরের গোস্বামী পদাবলী (শ্যামানন্দ প্রভুর ৩৮ ও রসিকানন্দ প্রভুর ৬৫ সংখ্যক বাংলা, উড়িয়া, মৈথিলী—ব্রজবুলি পদ সম্বলিত ও পরিশিষ্টে গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে ৬০টি পর্ব্ব ও উৎসবে কোটি সম্প্রদায় কর্তৃক গীত রেনেটী ধারায় কিঞ্চিদধিক ৩০০ শত কীর্ত্তনের পদ বিশিষ্ট) ১৫। শ্যামানন্দ চরিত কথা। ১৬। প্রভু শ্যামানন্দ পত্রিকা (সাময়িকী)। ১৭। শ্যামানন্দাষ্টক, রসিকানন্দাষ্টক ও ভাগবতাষ্টক। ১৮। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর (গুপ্ত বৃন্দাবন) মহাত্ম্য। ১৯। শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষন বিরচিত ৩৮ সংখ্যক শ্রীগ্রন্থ রহিয়াছে। তাহাতে আত্ম পরিচয় ও নিজগুরু প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থগুচ্ছ ব্যতিরেকে ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, নরোত্তম প্রকাশ ভক্তমাল (হিন্দী ও বাংলা) গ্রন্থে ও লীলা আস্বাদন করিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন উড়িষ্যা ও বিহারে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার শীর্ষক পুস্তিকা, Report of the "MOGHUL EMPIRE" in the Boroda historical conferance of India, read by Padmashree Paramananda Acharya, the then archological Director of Orissa Government and Archological Survey of Mayurbhanj, written by the famous Archologist of India Ramaprasad Chanda. পরম ভাগবত রাধাগোবিন্দ নাথের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে, পরম ভাগবত হরিদাস দাসের গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে প্রভুপাদ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামীর আস্তিক্য দর্শন ও হরিভক্তি সর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থে সন ১৩১৮ সালে ও ভক্তি প্রভা ও বৈষ্ণব সঙ্গিনী পত্রিকার সম্পাদক পরম শ্রদ্ধেয় হুগলী জেলার এলাটী পশ্চিমপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমধুসূদন অধিকারী তত্ত্ব বাচস্পতি শ্যামানন্দ চরিত গ্রন্থ রচনাকালে পরম ভাগবত শিশির কুমার ঘোষ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য রসিক মোহন বিদ্যাভূষন, বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত অমূল্য চরন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি গণের নিকট হইতে শ্যামানন্দ প্রভু ও রসিকানন্দ প্রভু সম্বন্ধে বহুপারমার্থিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তদীয় অভীষ্টদেব ও মদীয় অভীষ্ট ও পিতৃদেবের শ্রীকর কমলে উৎসর্গ করিয়া পরে অন্যান্য গ্রন্থরচনার প্রেরণা ও বৃন্দাবনের সার্বভৌম মধুসূদন গোস্বামী, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীরাধারমন চরণ দাস বাবাজী ও শ্রীকেদার নাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাহচর্য্য লাভ

করিবার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

ইতিপূর্বে "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দ বাজার পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীমৎ রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ ও "বাণী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ ও "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায় "বৈষ্ণবমত বিবেক" প্রবন্ধে "শ্যামানন্দ", "যুগান্তর" পত্রিকায় পরম ভাগবত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিত "শ্যামানন্দ" ও শ্রীমতী পুষ্পরাণী ভক্তি ভারতী সম্পাদিত "মাধুকরী" (সাময়িকী) কীর্ত্তন চূড়ামণি বৈষ্ণবাচার্য্য রামদাস বাবাজী মহারাজের "নিতাই সুন্দর" পত্রিকায় ও বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত "গৌড়ীয়" পত্রিকা প্রভৃতিতে ও বিভিন্ন ইতিহাস ও পাঠ্যপুস্তকে বিশিষ্ট মনিষীগণ কর্তৃক অনুশীলনীতে ও বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ, থিসিস্ লিখিয়া উৎকল, কলিকাতা ও বৃন্দাবন বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমে Doctorate উপাধি লাভ করিতেছেন। যাহার ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বিশেষতঃ শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের আচরণ, মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব নব্য ও প্রাচীন সাধু বৈষ্ণব সমাজের আনন্দবর্দ্ধন হইতেছে জানা যায়।

পারমার্থিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ পূর্বোক্ত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ছাড়া শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও রসিকানন্দ প্রভু পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও গীতগোবিন্দ এবং ব্যবহৃত কন্থা, আসন, চাদর, নামমালা, খড়ম ও লক্ষবৈষ্ণব চরণামৃত সেবন ও মহাত্মা গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে আদরের ও গৌরবের বস্তু ও ধন হইয়া গৌরববর্দ্ধন করিতেছে। ইহা ছাড়া তাম্রপত্র, তুলট কাগজ ও তালপত্রে লিখিত পাণ্ডুলিপি ও মৎস্য, সর্প ও মন্দিরাকৃতি গ্রন্থাদি ও নবাব বাদশা, রাজা-মহারাজাগণ কর্তৃক প্রদত্ত পারমার্থিক সনন্দাদি দেশ-বিদেশের মনীষীগণের অনুসন্ধিৎসার গৌরবময় সাক্ষ্য প্রমাণ দিতেছে।

নিখিল ভারত শ্যামানন্দী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০০০ তিন সহস্রাধিক মঠ, মন্দির, আশ্রম ভজনস্থলী ও সমাধি মন্দির দর্শনে ভক্তগণের আত্মশুদ্ধির পথ সুগম হয়।

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ আবির্ভাব তিথি
শ্রীরসিকাব্দ ৩৮৬

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দী গাদীশ্বর
মহান্ত গোপাল গোবিন্দানন্দ দেব গোস্বামী

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দঃ

উৎসর্গ-পত্র

"গুরুর্ন স স্যাৎ * * * * পিতা নসস্যাৎ ন মোচয়েদ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্"
"শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী সার্থক করিয়া বৈষ্ণব গোস্বামী বর্ণ-ত্রি-অধিকার লাভ করত: মাদৃষ অকিঞ্চন ও অভাজন কে গৃহ, সংসার বৈভবরূপমায়াগ্রস্ত ভবকূপ হইতে উদ্ধার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এখন যিনি নিত্য সিদ্ধ মঞ্জরী বিগ্রহে নিকুঞ্জ কাননে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্য সেবানন্দ লাভ করিতেছেন ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীমহান্ত নন্দ নন্দনা নন্দ দেব গোস্বামীর সহধর্ম্মিণী অন্তরঙ্গা সেবা পরায়ণা মদীয় সেই অভীষ্ট দেবী "শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী-মা-গোস্বামিনীর" শ্রীভগবৎ-সেবা-নিরত শ্রীকরকমলে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে এই "শ্যামানন্দ প্রকাশ" শ্রীগ্রন্থ সমর্পিত হইল।

নিত্য প্রণতা

শ্রীমতী দক্ষজাসুন্দরী দেবী মহান্ত গোস্বামিনী

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জয়তঃ

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ

সূ-চী-প-ত্র

প্রথম দশা

দ্বিতীয় দশা

তৃতীয় দশা

চতুর্থ দশা

পঞ্চম দশা

ষষ্ঠ দশা

সপ্তম দশা

অষ্টম দশা

নবম দশা

দশম দশা

একাদশ দশা

দ্বাদশ দশা

ত্রয়োদশ দশা

চতুদর্শ দশা

পঞ্চদশ দশা

ষোড়শ দশা

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

শুদ্ধিপত্র

শ্রীগ্রন্থ নির্দ্দোষভাবে মুদ্রাঙ্কিত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও মুদ্রাযন্ত্র হইতে বহুদূরে অবস্থিতিহেতু স্বয়ং অক্ষরযোজন পরীক্ষা করিতে না পাওয়ায় যে সমস্ত মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। অনুগ্রাহক পাঠকবর্গ অগ্রে ঐগুলি সংশোধন করিয়া পরে পাঠ করিবেন,—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

বিনীত নিবেদক—

প্রকাশক।

প্রথম দশা

পৃষ্ঠাসংখ্যা	পয়ার সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১, ২	৯, ১২, ২৫, ২৬, ২৭	চরন	চরণ
১	১২	শরন	শরণ
২	২৩	তবাস	তরাস
,,	২৬	কুপ	কুপা
,,	৩৩	রাগাত্মিক	রাগাত্মিকা
,,	৩৭	রাসাকৃষ্ণ	রাধাকৃষ্ণ
,,	৩৭	নিরস্তরে	নিরন্তরে
,,	৩৮	দেকে	দেখে
২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭	৩৯, ৪০, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫৩ হইতে ৫৬, ৫৯ ৬০, ৬১, ৬৪ হইতে ৭০, ৭২, ৭৪ ১০২-১০৫, ১১১ ১১৮, ১২০, ১২১ ১২২, ১২৫, ১২৭ ১২৮, ১২৯, ১৪৮	নুপুর	নূপুর
২	৪১	কারনে	কারণে
৩	৫৫	ললতারে	ললিতারে
,,	৫৬	সুন্দরি	সুন্দরী
,,	৫৭	দেখিয়া	দেখিলা
	৬৪	ছাপ্যঞ্জ্যা	ছাপাঞ্জ্যা
	৬৫	সমুদ্রে	সমুদ্রে

বিঃ দ্রঃ পৃষ্ঠা ৩ পয়ার সংখ্যা ৬৫ ও ৬৬ দুইবার হইয়াছে

পৃষ্ঠাসংখ্যা	পয়ার সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	৬৮	কহিব	কহিবে
৪	৭৬	দরশনর	দরশন
,,	৮৯	তুষ্ঠ	তুষ্ট
,,	৯৪, ১১০,	রূপমঞ্জুরী	রূপমঞ্জরী
৫, ,, ৭	১১৪, ১১৫		
৪	১০০	মস্ত্র	মন্ত্র
৫	১০৫	সাক্ষতে	সাক্ষাতে
,,	১০৪ (২য়)	সাটাঙ্গ	সাষ্টাঙ্গ

পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫

১০৪ ও ১০৫ পয়ার ক্রমিক দুইবার হইয়াছে।

পৃষ্ঠাসংখ্যা	পয়ার সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১১২	রা কুণ্ড	রাধাকুণ্ড
,,	১২১	গয়	গিয়া
৬	১৩৪	কন মঞ্জুরী	কনকমঞ্জরী
,,	১৩৫	ললতার	ললিতার
,,	১৩৫, ১৪০	পদদ্বন্দ	পদদ্বন্দ্ব
,,	১৩৬	শ্রীশ্যমা	শ্রীশ্যামা
,,	১৩৬	১৩৫	১৩৬
,,	১৪০	নিম	নিল
,,	১৪২	অন্তধান	অন্তর্ধান
,,	১৪৫	পড়লা	পড়িলা
,,	১৫২	নিশ্চল	নিশ্চয়
,,	১৫৪	অ.মার	আমার

বিঃ দ্রঃ ৭ পৃষ্ঠা মোট পয়ার সংখ্যা ১৭৫ স্থলে ১৭৭ হইবে।

দ্বিতীয় দশা

৮	২৭	মহাপ্রভূ	মহাপ্রভু
১০	৫৫	সেকব	সেবক
,,	৮১	দূর্লভ	দুর্লভ
১১	৮৮	কবিয়া	করিয়া

তৃতীয় দশা

১২	১০	ত্রিভূবন	ত্রিভুবন
১৫	৮০	কন্দিতে	কান্দিতে
,,	৯১	তাম্বূল	তাম্বুল
১৮	৯৩, ১৮৭	সাষ্ঠাঙ্গ	সাষ্টাঙ্গ
১৫	৯৮	আশ্বাসি	আশ্বাসি
,,	১০১	পাদপদ্মা	পাদপদ্মে
১৬	১১৩-১১৭	নুপূর	নূপুর
১৭	১৫৩	ৈলেলে	হৈলে
,,	১৫৮	বুঝিয়	বুঝিয়া
,,	১৬১	মুঢ়	মূঢ়
	২২৪	উচ্চস্বরে	উচ্চৈঃস্বরে
২০	২৩৬, ২৪১	অষ্ঠাঙ্গ	অষ্টাঙ্গ
,,	২৪৪	কনকমঞ্জুরী	কনকমঞ্জরী
,,	২৪৭	শ্রীরূপমঞ্জুরী	শ্রীরূপমঞ্জরী

চতুর্থ দশা

২১, ২৫	৮, ১২৫	মূচ্ছিত	মূর্চ্ছিত
২২	৩১	ভুমে	ভূমে
,,	৩২	বালতে	বলিতে
২২, ২৩, ২৪	৩৭, ৭৭, ৮৯, ৯০	অষ্ঠাঙ্গ	অষ্টাঙ্গ
২২	৩৯	নষ্ঠ	নষ্ট
২৩	৭১	প্রভূপদে	প্রভুপদে
	৮১	সত	সত্য
		[illegible]	সবাকারে
		[illegible]	তৃতীয়াতে
[illegible]	১২৮	অছিল	আছিল
[illegible]	১৫৪	স্বত্বরে	সত্বরে
		দবসব্যাাণী	দিবসব্যাপী ইতিতে

পঞ্চম দশা

	৩৬	পদদ্বন্দ	পদদ্বন্দ্ব
,,	৪৫	বহে	কহে

ষষ্ঠ দশা

৩১	১৪	অচ্যাতনন্দন	অচ্যুতনন্দন
,,	২১	যুধিষ্ঠীর	যুধিষ্ঠির
৩২	২৮	বৃত্তন্ত	বৃত্তান্ত
,,	৩৩	কেলে	কোলে

সপ্তম দশা

৩৫	৩১	গোটে	গোঠে
৩৭	৮০	প্রাহি	ত্রাহি

অষ্টম দশা

৩৮	১০	সেক্ষানে	সেখানে
৩৯	২৯	নুতন	নূতন
,,	৩১	বসোদিলা	বাসাদিলা
,,	৪৪	বিনতী	বিনতি
,,	৫০	সহোদধিতে	মহোদধিতে
৪০	৫৪	আদ্যাপিহ	অদ্যাপিহ
,,	৭৪	টকা	টাকা
,,	৭৭	শুনবে	শুনিবে
৪২	১১৫	নারয়ণ	নারায়ণ
,,	১২১	সুধুড়ি	গুধুড়ি
,,	১৩০	শ্যামনন্দ	শ্যামানন্দ

নবম দশা

৪৩	১৩	মূচ্ছিত	মূর্চ্ছিত
,,	১৭	আর্তি	অতি
,,	১৯	বটমুলে	বটমূলে

দশম দশা

৪৬	৩৫	ক্ষেত্রপরী	ক্ষেত্রপুরী
,,	৪৭	শুনে	শুন
৪৮	৯৬	কহিরে	কহিয়ে

একাদশ দশা

৫১	৮৭	হইয়াছে তিনন্দন	হএ্যাছে তিননন্দন
,,	৮৯	দুই	আর
,,	৮৯	এইমত	রাধাকৃষ্ণ
,,	৮৯	হইছেন সেই	হএ্যাছে কুমার
৫২	৯২	নিজবে	জানিবে
	১১২	কষ্ঠ	কুষ্ঠ

দ্বাদশ দশা

৫৩	১	মোর্র	মোরে
,,	১২	আসিল	ভাসিল
,,	১৩	পতি	মতি
,,	৩০	ভক্তগণ	দেহমন
৫৪	৩৫	পথর	পাথর
,,	৪০	মস্তক	মস্তক
,,	৪৫	গোফা	গোঁফা
৫৬	১০৩	লইয়া	হইয়া
,,	১১৩	ভুবন	ভুবন
,,	১২৫	পরদ্বন্দ	পদদ্বন্দ্ব
,,	১২৯	কহিবে	কহিয়ে

ত্রয়োদশ দশা

৫৭	৩	আজ্ঞ	আজ্ঞা
,,	২০	সন্ধা	সন্ধ্যা
,,	২৩	রাসিকানন্দ	রসিকানন্দ
৫৮	৩১	বৈষ্ণব	বৈষ্ণব

চতুর্দ্দশ দশা

৬০	২	শ্যামালন্দ	শ্যামানন্দ
,,	২৪	যয়	যায়

পঞ্চদশ দশা

৬৩	৬৪	রড	বড়
৬৪	৮৭	কষ্ণে	কৃষ্ণে
৬৫	,১৩	উগ্রচণ্ডরূপ	উগ্রচণ্ডারূপ

ষোড়শ দশা

৬৭	৩৮	বানা	বাসা
৬৮	৭৬	ভাযবত	ভাগবত
৭০	১২৭	হেতে	হতে
,,	১৩৮	মধো	মধ্যে
,,	১৪০, ১৪২, ১৪৪		
	১৪৫, ১৪৬	বাঘ্র	ব্যাঘ্র
,,	১৫৫	দিনজন	দীনজন

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ

প্রথম দশা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
বন্দে পরমগুর্ব্বাদি শ্রীচৈতন্য পদান্তিকং।
যো নাম স্মরণ মাত্রেন সর্ব্ব-বিঘ্নং বিনাশয়েৎ ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব সনাতনং সরূপকঃ।
গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহিমাং ॥
শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে নিত্যানন্দং ততঃ পরং।
ততঃ শ্রীলাদ্বৈতং চাপি সপার্ষদা প্রভৃতিভিঃ ॥

জয় জয় গুরু কৃষ্ণ করুনা সাগর।
অগতি জনের গতি প্রেম কলেবর। ১
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া বন্দো প্রভুর পদদ্বন্দ্ব ॥ ২
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র আদি সর্ব্ব ভক্তগণ।
দণ্ডবৎ হইঞা বন্দো সবার চরণ ॥ ৩
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ ৪
এই ছয় গোসঞির বন্দো চরণ কমল।
ভুবন পবিত্র করে যার পদ জল ॥ ৫
শ্রীশ্রীরাধামনোহর ঠাকুর আমারি।
তাঁর দুই পাদপদ্ম মস্তকেতে ধরি ॥ ৬
বন্দিব শ্রীনয়নানন্দ দেবের চরণ।
পরম যে গুরু তেঁহ জন্মে জন্মে হন ॥ ৭
শ্রীরসিকানন্দ পদ বন্দো সাবধানে।
পরমেষ্ঠ গুরু তেঁহ হন জন্মে জন্মে ॥ ৮
বন্দিব শ্রীশ্যামানন্দ দেবের চরণ।
পরমেষ্ঠ পরম গুরু ভুবন পাবন ॥ ৯
বন্দিব শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবের চরণ।
পরমেষ্ঠ পরাৎ পর গুরু তেঁহ হন ॥ ১০
বন্দিব শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিত ঠাকুর।
জন্মে জন্মে হউ তাঁর উচ্ছিষ্টের কুকুর ॥ ১১
বন্দিব শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের চরণ।
বাঞ্ছা পূর্ণ কর প্রভু লইনু শরণ ॥ ১২
সকল বৈষ্ণব পাদপদ্মে নমস্করি।
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ কথা কহিব বিবরি ॥ ১৩
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর কৃপা হৈতে।
শ্রীশ্যামানন্দেরে কৃপা হৈল ব্রজেতে ॥ ১৪
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির বৈরাগ্য উপজিলা।
ব্রজেবাস আশা গুরুপাদে নিবেদিলা ॥ ১৫
হৃদয়ানন্দ গোস্বামীর কৃপা আজ্ঞা হৈলা।
তবে শ্রীশ্যামানন্দ যাই ব্রজে বাস কৈলা ॥ ১৬

শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গে সতত রহিলা।
শ্রীজীব বাৎসল্য স্নেহ বহুত করিলা॥ ১৭
রাধাকৃষ্ণ রসলীলা শুনে রাত্রদিনে।
সেই সে মধুর রস করে আস্বাদনে॥ ১৯
মধুরে বাড়িল লোভ অন্য চেষ্টা নাহি।
কুঞ্জ সেবা করি রহে শ্যামানন্দ গোসাঞি॥ ১৯
বৃন্দাবনে কুঞ্জ মধ্যে রাসস্থলী স্থানে।
নিত্য ঝাড়ু সেবা তেঁহ করেন বিহানে॥ ২০
শ্রীজীব চরণ পদ্ম করেন সেবন।
রাধাকৃষ্ণ রসলীলা শুনে অনুক্ষন॥ ২১
শুনিতে শুনিতে চিত্তে রাগাশ্রয় হৈলা।
অচেতন হঞা কুঞ্জে পড়িয়া রহিলা॥ ২২
দেহে প্রান নাহি কিছু নাহি বহে শ্বাস।
দেখিয়া শ্রীজীব চাঁদের লাগিল তরাস॥ ২৩
শ্যামানন্দ রাগ দেখি শ্রীজীব আপনে।
কোলে করি লঞা গেল তার নিজস্থানে॥ ২৪
তৃতীয় প্রহর দিনে চেতন হইলা।
দেখিয়া শ্রীজীব চাঁদের চরণে পড়িলা॥ ২৫
শ্রীজীব চরন ধূলি মস্তকেতে দিলা।
বহু কৃপ করিয়া প্রসাদ খাওয়াইলা॥ ২৬
তবে শ্রীগোসাঞি জীউ শ্রীজীব চরণে।
প্রাপ্তি আশা মনে করি করে নিবেদনে॥ ২৭
কহে মোরে কর কৃপা রাধাকৃষ্ণ পাই।
এই বাঞ্ছা পূর্ণ মোর করহ গোসাঞি॥ ২৮
সদয় হইল তবে শ্রীজীব গোসাঞি।
যত কৃপা করিলেন তার অন্ত নাই॥ ২৯
কৃপা করি সব কথা শ্রীজীব কহিলা।
শুনিয়া পরম সুখ শ্যামানন্দ পাইলা॥ ৩০
নিজ অনুগতে দিল ভজন সাধন।
রাগানুগা সাধনের যত ক্রম হন॥ ৩১
শ্রীরূপ চরনাশ্রয় শ্রীজীব কৃপাতে।
রাধাকৃষ্ণ ভজন করেন অবিরতে॥ ৩২
দিনে দিনে ভক্তি প্রেম রাগ উদ্দীপন।
রাগাত্মিক দশা শ্যামানন্দেরে মিলন॥ ৩৩
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা কায়মনো-বাক্যে।
সদা লীলা দরশন চিত্ত করি ঐক্যে॥ ৩৪
শ্রীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে চলেন সানন্দে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম সেবা করেন আনন্দে॥৩৫
এইরূপ সাধনেতে কথো দিন যায়।
সাধন পক্কতা তবে হৈল হিয়ায়॥৩৬
বৃন্দাবন কল্পকুঞ্জ কুটীর ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণ রসলীলা করে নিরন্তরে॥৩৭
নিষ্কামিক ভক্ত আর অহেতুক জনে।
দরশন করে মায়া না দেকে কখনে॥৩৮
একদিন রাধাকৃষ্ণ মন্দির যাইতে।
শ্রীরাধার নূপুর খসি পড়িল কুঞ্জেতে॥৩৯
ককৃখটি শব্দ শুনি শঙ্কাযুক্ত হৈলা।
তরস্থে গেল নুপুর কুঞ্জেতে রহিলা॥৪০
শ্যামানন্দ গোসাঞিরে কৃপার কারণে।
এই ভঙ্গি শ্রীরাধার হৈলা নিজ মনে॥৪১
শ্যামানন্দ রূপে তিহোঁ হঞাছে প্রকাশ।
কে জানে তাহার মনে কিবা অভিলাষ॥৪২
প্রাতঃকাল হৈল দিন দিল দরশন।
শ্যামানন্দ গোসাঞি করেন শ্রীকুঞ্জ সেবন॥৪৩
শ্রীকুঞ্জ দর্শন করি প্রণাম করিলা।
সংস্কার লাগিয়া কল্পতরু মূলে গেলা॥৪৪
তরুমূলে দেখিলেন কনকবঙ্করাজে।
সূর্য্য যেন হঞাছে উদয় কুঞ্জ মাঝে॥৪৫
কনক দর্পন প্রায় নুপূরের জ্যোতি।
শ্যামানন্দ গোসাঞি হৈলা মূর্চ্ছিতি॥৪৬

তবে কতক্ষণে গোসাঞিঁর চেতন হৈলা।
নূপুর করিয়া হস্তে মস্তকে ধরিলা ॥৪৭
নূপুর পরশে অঙ্গে পুলকাশ্রু হৈলা।
অষ্ট সাত্বিক ভাব দেহে উপজিলা ॥৪৮
গদ্‌গদ্ স্বেদ হৈল আনন্দে বিহ্বল।
নূপুরের চুম্ব খান আর দেন কোল ॥৪৯
অচেতন হৈয়া পুনঃ কুঞ্জেতে পড়িলা।
তবে কতক্ষণে গোসাঞিঁ চেতনা পাইলা ॥৫০
সচেতন হইয়া রাধাকৃষ্ণ বলি ডাকে।
চতুর্দ্দিকে চাহে রাধাকৃষ্ণ নাহি দেখে। ৫১
প্রেমেতে আকুল হৈঞা করয়ে রোদন।
কবে মোরে রাধাকৃষ্ণ দিবে দরশন ॥৫২
তবে কতক্ষণে গোসাঞিঁ ধৈর্য্য হইলা।
নূপুর বাঁধিয়া কণ্ঠে কুঞ্জে ঝাঁটি দিলা। ৫৩
হেথা রাই নিজপুরে প্রবেশ হইলা।
নূপুর না দেখি পায় চমকি উঠিলা। ৫৪
নূপুর রহিল কুঞ্জে মনে স্মৃতি হৈলা।
নূপুর খুঁজিতে ললিতারে পাঠাইলা ॥৫৫
বৃদ্ধ ব্রাহ্মনী হঞা ললিতা সুন্দরি।
নূপুর খুঁজিতে কুঞ্জে গেল শীঘ্র করি ॥৫৬
শ্যামানন্দ গোসাঞিঁরে ললিতা দেখিয়া।
যতন করিয়া তার নাম জিজ্ঞাসিলা ॥৫৭
পূর্ব্ব নাম কৈল দুখিনী কৃষ্ণ দাস।
শুনিয়া ললিতা তারে করিল আশ্বাস ॥৫৮
নিকটে ডাকিয়া তবে জিজ্ঞাসেন বাণী।
বধুর নূপুর মোর পাঞাছ আপনি ॥৫৯
যমুনার জলে বধূ যাইতে আছিলা।
সম্ভ্রমে নূপুর কুঞ্জে খসিয়া পড়িলা ॥৬০
সুবর্ণ নূপুর সেই বহু মূল্য হয়।
নূপুর পাইলে তোমা তুষিব নিশ্চয় ॥৬১
তবে পুছেন গোসাঞিঁ তোমার কোথা ঘর।
কি নাম তোমার কহ জানিব তৎপর ॥৬২
ললিতা কহেন মোর নাম রাধাদাসী।
কনৌজ ব্রাহ্মনী মুঞি হউঁ ব্রজবাসী ৬৩
নিজ নাম ছাপাইয়া কহেন ললিতা।
গোসাঞিঁ ছাপাঞা কহেন নূপুরের কথা ॥৬৪
নূপুর পাঞাছি আমি ইন্দ্রনীলমনি।
তোমার নূপুর নহে শুন ঠাকুরানী ॥৬৫
শ্রীরাধা-নূপুর এই নিশ্চয় জানিল।
নূপুর পরশে মোর প্রেম উপজিল ॥৬৬
নূপুর দেখিয়া মুঞি মুর্চ্ছিত হইনু।
নূপুর ছুঁইতে প্রেম-সমুদ্রে ডুবিনু ॥৬৫
মনুষ্যের রত্ন ছুঁইলে প্রেম নাহি হয়।
শ্রীরাধার নূপুর এহি জানিলুঁ নিশ্চয় ॥৬৭
তোমার নূপুর এই সত্য যদি হয়।
তবেত তোমারে আমি দিব সুনিশ্চয় ॥৬৭
তোমার গ্রামেতে সর্ব্ব লোকে দেখাইব।
তোমার নূপুর বলি যে লোক কহিব ॥৬৮
দশ পাঁচজনা সাক্ষী রাখিব সে স্থানে।
তোমার নূপুর আমি দিব ততক্ষণে ॥৬৯
নহিলে নূপুর আমি তোমায় কেন দিব।
যে পদের নূপুর সে পদে পরাইব ॥৭০
এ বাক্য শুনিয়া তবে ললিতা বলিলা।
বঞ্চনা করিয়া আমি তোমারে কহিলা ॥৭১
শ্রীরাধার নূপুর সত্য তোমার বচন।
এখন তোমারে আমি হইনু প্রসন্ন ॥৭২
কি বর মাগিবে মাগ তোমারে সে দিব।
বাঞ্ছা সিদ্ধ করিয়া নূপুর লঞা যাব ॥৭৩
তোমারে প্রসন্ন জানি বৃষভানু সুতা।
নূপুর পাইলে যাতে বুঝিয়ে সর্ব্বথা ॥৭৪

তবে গোসাঞি কহেন শুন ঠাকুরাণী।
কে তুমি তোমার রূপ দেখিব যে আমি ॥ ৭৫
কৃপাযুক্তা হঞা মোরে দরশন দিবা।
তবে যে মনের বাঞ্ছা তোমারে কহিবা ॥ ৭৬
গোসাঞি লইয়া তিঁহো গুপ্তস্থানে আসি।
কহিল ললিতা নাম শ্রীরাধার দাসী ॥ ৭৭
ললিতা কহেন শুন দুখিনী কৃষ্ণদাস।
দেখিতে আমার রূপ মনে কর আশ। ৭৮
দেখিলে আমার রূপ ধৈর্য্য না রহিবে।
অচেতন হৈলে রূপ কেমনে দেখিবে ॥ ৭৯
তবে কহে গোসাঞি শুনহ ঠাকুরাণী।
তোমার কৃপাতে ধৈর্য্য হইব যে আমি ॥ ৮০
ললিতা কহেন চক্ষু মুদ কৃষ্ণদাস।
তবে আমি নিজ রূপ করিব প্রকাশ ॥ ৮১
শুনিয়া গোসাঞি দুই নয়ন মুদিলা।
ললিতা সুন্দরী নিজ রূপ প্রকাশিলা ॥ ৮২

তথাহি রূপঃ –

"শুদ্ধ কাঞ্চন গুঞ্জাভা শুভ্রবস্ত্রা সুলোচনা।
কোটী কন্দর্প লাবণ্যা কোটীন্দু ললিতা সখী ॥"

আজ্ঞা দিল কৃষ্ণদাস কর দরশন।
শুনিয়া গোসাঞি চক্ষু মেলিল তখন ॥ ৮৩
ললিতার রূপ নেত্রে নিরীক্ষন কৈলা।
মূর্চ্ছিত হইঞা গোসাঞি ভূমিতে পড়িলা ॥৮৪
শ্রীললিতা দেবী তাঁরে করাঞা চেতন।
প্রণাম করিয়া গোসাঞি অশ্রু লোচন ॥ ৮৫
ললিতা-চরণ ধরি আনি নিজ শিরে।
পদরেণু ভূষণ করিলা কলেবরে ॥ ৮৬
প্রেমে গদগদ হঞা বাক্য নাই স্ফুরে।
দেহে কম্প পুলক স্বেদ নেত্রে অশ্রু ঝরে। ৮৭

গোসাঞির ভাব দেখি ললিতা সুন্দরী।
গায়ে হস্ত দিয়া প্রেম সম্বরণ করি ॥ ৮৮
তারে ধৈর্য্য করি কুঞ্জে ভ্রমিয়া দেখিলা।
সেবা দেখি তুষ্ঠ হঞা সদয় হইলা ॥ ৮৯
ললিতা কহেন বর মাগ কৃষ্ণদাস।
কোন বর বাঞ্ছা তোমার মন প্রতি আশ ॥ ৯০
গোসাঞি কহেন আর কি বর মাগিব।
তব দাসী হঞা রাধাকৃষ্ণকে সেবিব। ৯১
সদয় হইয়া তারে এই বর দিলা।
রাধাকৃষ্ণ পাবার উপায় কহিতে লাগিলা ॥ ৯২
এ দেহে না পাবে রাধাকৃষ্ণের সেবন।
মানসিক সখীদেহে করিবে দর্শন ॥ ৯৩
শ্রীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে কুঞ্জেতে আসিবে।
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা দর্শন করিবে ॥ ৯৪
সাক্ষাতে সেরূপ তুমি দেখিবে নয়নে।
তবে তুমি কহিও ললিতা বলি নামে ॥ ৯৬
এ দেহের ভোগাভোগ থাকে যতদিন।
জীবের সঙ্গেতে তুমি থাক ততদিন ॥ ৯৭
অবশ্য পাইবে রাধাকৃষ্ণের চরণ।
এই নিজ মন্ত্র তুমি করহ গ্রহণ। ৯৭
স্মরণ করিলে পাবে রাধিকা দর্শন।
অল্প দিনে পাইবে শ্রীরাধিকা চরণ ॥ ৯৮
কৃপা করি নিজ মন্ত্র গোসাঞিরে দিলা।
শ্রীগোসাঞি কুঞ্জে মন্ত্র গ্রহণ করিলা। ৯৯
মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই তেঁহো প্রেম উপজিলা।
প্রেমাবিষ্ট হইঞা তাঁর চরণে পড়িলা ॥ ১০০
গোসাঞি মস্তকে তেঁহো পদ তুলি দিলা।
কোলে করি তারে বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা ॥ ১০১
নুপূর আনিতে তবে গেলেন গোসাঞি।
বস্ত্র ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে এক ঠাঞি ॥ ১০২

কুঞ্জে ঘাস চাঁছা এক খুরূপা সহিতে।
নুপূর রাখিয়াছিলা করিয়া গুপতে॥ ১০৩
নুপূর সঙ্গেতে সেই খুরূপা আছিলা।
পরশে নুপূর সঙ্গে সুবর্ণ হইলা॥ ১০৪
দেখিয়া গোসাঞি মহা আনন্দ হইলা।
নুপূর মস্তকে করি সাক্ষতে আইলা॥ ১০৫
ললিতার সম্মুখেতে নুপূর রাখিয়া।
প্রণাম করেন গোসাঞি সাষ্ঠাঙ্গ হইয়া॥ ১০৪
নুপূর করিয়া হাতে ললিতা সুন্দরী।
গোসাঞির মস্তকে ছুঁয়াইল শীঘ্র করি॥ ১০৫
মোর বাঞ্ছা এই রাইর চরণ দেখিতে।
কোন উপায়ে দর্শন করাহ ত্বরিতে॥ ১০৬
তবে শ্রীললিতা দেবী চিন্তিত অন্তরে।
মনে ধ্যান করি তথি কহে রাধিকারে॥ ১০৭
মোরে অনুগ্রহ কর রাই হইয়া সদয়।
কৃষ্ণদাসে কোনরূপে দেহ পরিচয়॥ ১০৮
এই চিন্তা করেন ললিতা ঠাকুরাণী।
রত্ন পালঙ্কে বসি রাই জানিলা আপনি॥ ১০৯
রূপ মঞ্জরীকে ডাকি বলিল বচন।
নিকুঞ্জ ভবনে তুমি যাইবে এখন॥ ১১০
ললিতারে কহ গিয়া আমার বচন।
নুপূর পাঞ্যাছে কৃষ্ণদাস অকিঞ্চন॥ ১১১
তারে লৈয়া রাধাকুণ্ডে স্নান করাইবে।
স্নান মাত্রে সখীরূপ তখনি হইবে॥ ১১২
তারে লৈয়া ললিতা আসিবেন এখানে
তুমি শীঘ্র গিয়া কহ আমার বচনে॥ ১১৩
শ্রীরূপমঞ্জরী গেলা নিভৃত নিকুঞ্জে।
দেখেন ললিতা দেবী করিয়াছে বিজে॥ ১১৪
পাদে পড়ি রাই আজ্ঞা করিলা প্রকাশ।
শুনিয়া ললিতা দেবী অন্তরে উল্লাস। ১১৫

কৃষ্ণদাসে লৈয়া গেল রাধাকুণ্ড তীরে।
তারে কহে যেই মন্ত্র দিয়াছি তোমারে॥ ১১৬
সেই মন্ত্র জপি তুমি কুণ্ডে কর স্নান।
অবশ্য পাইবে রাইর চরণ সন্নিধান॥ ১১৭
তবে নুপূর গোসাঞি কুণ্ড তটেতে রাখিয়া।
মন্ত্র জপি স্নান করে রাই সুমঙরিয়া। ১১৮
স্নান মাত্রে সখীদেহ হইল তাহার।
দেখিয়া ললিতা চিত্তে আনন্দ অপার। ১১৯
কনকমঞ্জরী নাম দিল ততক্ষনে।
আজ্ঞা দিল নুপূর লৈয়া আইস আমা সনে॥ ১২৯
তবে নুপূর মাথে করি চলে ধীরে ধীর।
প্রবেশ হইল গিয়া রাইর মন্দিরে॥ ১২১
দেখিয়া রাইর রূপ হৈল অচেতন।
চরণ নিকটে নুপূর রাখিল ততক্ষণ॥ ১২২
রাই আজ্ঞা কৈল উঠ কনকমঞ্জরী।
তুমি হও নর্ম্ম-সখী প্রিয় সহচরী॥ ১২৩
ললিতা যুথেতে তুমি থাক সর্ব্ব কালে।
কুঞ্জ সেবা অধিকার তোমার গোচরে॥ ১২৪
তবে ললিতারে আজ্ঞা করেন ঠাকুরাণী।
ইহাঁরে নুপূর চিহ্ন দিয়ত আপনি॥ ১২৫
তবে ললিতা তাঁর কপালে নুপূর ছোঁয়াইল।
পরশ মাত্রে কপালে তিলক হইল॥ ১২৬
তবে শ্রীচরণ তলে পড়েন শুইয়া।
নুপূর চরণে দিল সমর্পন করিয়া॥ ১২৭
তবে রাই নুপূর চূড়ার বিন্দু উঠাইয়া।
শ্রীহস্তে তিলক মধ্যে দিল বসাইয়া॥ ১২৮
ললাটে নুপূর স্পর্শে তিলক হৈলা।
নুপূরের চুড়া লাগি মাঝে বিন্দু হৈলা॥ ১২৯
দেখিয়া তিলক জ্যোতি পাইল আনন্দ।
আজ্ঞা দিল তোমার নাম হউ শ্যামানন্দ॥ ১৩০

আমার পদচিহ্ন থাকু তোমার কপালে
আমার চরণে মতি রহু সর্ব্বকালে ॥ ১৩১
তবে শ্রীগোসাঞি তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল।
শ্রীললিতা কহেন শ্যামা আনন্দ হৈল॥ ১৩২
ললিতারে কহেন রাই লইয়া যাইতে।
তোমা সখী লৈয়া কুঞ্জে চলহ ত্বরিতে॥ ১৩২
আজ্ঞা পাইয়া ললিতা চলেন ততক্ষণে।
কনকমঞ্জরী পড়ে রাইর চরণে ॥ ১৩৪
তবে ললিতার সঙ্গে করিল গমন।
নিভৃত নিকুঞ্জে প্রবেশিলা ততক্ষন ॥ ১৩৫
ললিতা কহেন তুমি শুন শ্যামানন্দ।
ধন্য তুমি পাইলে শ্রীশ্যামা পদদ্বন্দ ॥ ১৩৫
জীব বিনা এই কথা কারে না কহিবে।
অন্যত্রে কহিলে তুমি পরাণ হারাবে ॥ ১৩৭
আমার শপথ রাইর চরণ না পাবে।
নিজ রূপ তোমার প্রকাশ নাহি হবে ॥ ১৩৮
ললিতা কহেন তুমি যাও নিজ স্থানে।
শুনিয়া গোসাঞি হৈলা সজল নয়নে ॥ ১৩৯
ললিতারে প্রদক্ষিণ করি শ্যামানন্দ।
দণ্ডবৎ হৈয়া মাথে নিল পদদ্বন্দ ॥ ১৪০
প্রেমেতে আকুল হঞা কান্দিতে লাগিলা।
ললিতা প্রবোধি তারে বিদায় করিলা ॥ ১৪১
পদদুই চারি গোসাঞি করিতে প্রয়াণ।
দেখিলা ললিতা কুঞ্জে হৈলা অন্তর্ধান ॥ ১৪২
প্রেমেতে আকুল চিত্ত কুঞ্জে কুঞ্জে ধায়।
কোথায় ললিতা বলি কাঁন্দে উচ্চরায় ॥ ১৪৩
তবে সখীরূপ তার গেল ততক্ষণ।
শ্যামানন্দ নিজ কুঞ্জে করিলা গমন ॥ ১৪৪
প্রেমাবিষ্ট হঞা গোসাঞি নিজ কুঞ্জে আইলা।
শ্রীজীব গোসাঞিরে দেখি চরণে পড়িলা ॥ ১৪৫

ললিতার পরশে শ্রীশ্যামানন্দ দেহী।
কাঞ্চন বরণ হৈলা রূপে জগমোহী ॥ ১৪৬
শ্রীজীব কহেন কৃষ্ণদাস কোথা ছিলা।
কাঞ্চন বরণ তোমার কেমনে হইলা ॥ ১৪৭
মস্তকে তিলক দেখি পরম সুন্দর।
নুপুর আকৃতি মধ্যে বিন্দু মনোহর ॥ ১৪৮
কেমন হইল রূপ তিলক কে দিল।
কাঞ্চন স্বরূপ তোমার কেমনে হইল ॥ ১৪৯
কে দিল তিলক তোমায় কি নাম তাহার।
প্রেমেতে পুলক অঙ্গ নেত্রে জলধার ॥ ১৫০
হরি মন্দির তিলক তোমার সর্ব্বকালে।
এবে এ কোন তিলক তোমার কপালে ॥ ১৫১
রাধাকৃষ্ণ কৃপা হৈল নিশ্চয় তোমারে।
বঞ্চনা না করি সত্য কহত আমারে ॥ ১৫২
কৃষ্ণ কিবা রাধা কৃপা কহত বিবরি।
রাধা পদচিহ্ন প্রায় ললাটে নিহারি ॥ ১৫৩
শ্রীগোসাঞি কহেন তোমার কৃপা হৈতে।
শ্রীপাদপদ্ম তিলক আমায় মস্তকেতে ॥ ১৫৪
তব কৃপা হৈতে মোর এইসব চিহ্ন।
করুণা করহ মুঞি তোমার অধীন ॥ ১৫৫
সুবর্ণ খুরূপা গোসাঞি বস্ত্রে ঢাকাইয়া।
কাখেতে করিয়া আছে গুপত করিয়া ॥ ১৫৬
শ্রীজীব কহেন বস্ত্রে কোন দ্রব্য হয়। ;
দেখাও আমারে তুমি জানিব নিশ্চয় ১৫৭
তবে তারে গোসাঞি খুরূপা দেখাইল।
সুবর্ণ খুরূপা দেখি বিস্ময় হইল ॥ ১৫৮
শ্রীজীব কহেন লৌহ খুরূপা আছিল
কিরূপে খুরূপা এই সুবর্ণ হইল ॥ ১৫৯
গোসাঞি কহেন আমি গুপতে কহিব।
আর কেহ না শুনিবে আপনি শুনিব ॥ ১৬০

এত বাক্য শুনি জীব চলিল একান্তে।
গুপ্তে তারে পুছিলেন সকল বৃত্তান্তে ॥ ১৬১
গুপতে কহিলা গোসাঞি সব বিবরণ।
শুনিয়া শ্রীজীব চাঁদের আনন্দিত মন ॥ ১৬২
শ্যামানন্দে কোলে করি প্রেমে হত জ্ঞান।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণদাস তোমার পরাণ । ১৬৩
আমার কত ভাগ্য তোমারে পরশিলা।
এতদিনে আমার দেহ পবিত্র হইলা ॥ ১৬৪
তোমাতে করুনাপূর্ণ বৃষভানু সুতা।
তাঁহার প্রকাশ তুমি জানিলুঁ সকথা ॥১৬৫
তবে শ্যামানন্দ পড়ে গোসাঞি চরণে।
শ্রীজীব সদয় হৈয়া কৈল প্রেমদানে । ১৬৬
শুন বাছা শ্যামানন্দ আমার বচন।
কারে না কহিবে এই সব বিবরণ ॥ ১৬৭
শ্রীজীব গোসাঞি মনে বিচার করিলা।
শ্যামানন্দে যত কৃপা গোপন করিলা ॥ ১৬৮

এ কথা প্রকট করি কারে না কহিবে।
যে শুনিবে 'গুরুকৃপা' বলিয়া বলিবে ॥১৬৯
শ্রীকিশোরী কৃপা যেই ললিতার স্নেহ।
কারে না কহিও বাছা গুপত করহ ॥ ১৭০
শ্রীজীব ললিতা কৃপা গুপত করিলা।
গুরু কৃপা শ্যামানন্দ নাম প্রকাশিলা ॥ ১৭১
তিলকের নাম রাখিলেন শ্যামানন্দী।
জগৎ তোমার প্রেমে হইবেক বন্দী ॥১৭২
এইত কহিল নুপূর প্রাপ্তির কারণ।
ইষ্ট মন্ত্র লাভ শ্রীললিতা দরশন ॥ ১৭৩

শ্রীজীব শ্রীশ্যামানন্দ চরণ কমল।
স্মরণ করিবো সদা এইমাত্র বল ॥১৭৪

শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এক দশার আখ্যান ॥১৭৫

ইতি শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশে নুপূর প্রাপ্তি ও শ্যামানন্দ নাম করণ প্রথম দশা সম্পুর্ণা।

দ্বিতীয় দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন। ১
হেনরূপে শ্যামানন্দ রহে বৃন্দাবনে।
নিত্য ঝাটি সেবা রাধাকৃষ্ণ দরশনে। ২
গোসাঞ্রির অঙ্গ দেখি কাঞ্চন বরণ।
কপালে তিলক শোভে ভুবন মোহন। ৩
লোকে কহে জীব কৃপা শ্যামানন্দ নাম।
প্রকট হইল সব বৃন্দাবন ধাম।। ৫
শ্রীহৃদয়ানন্দের সেবক এই হয়।
তাহারে ছাড়িয়া কৈল জীব পদাশ্রয়। ৫
সেই কথা কহে সবে ব্রজবাসীগণ।
সকল বৈষ্ণবগণ শুনিল বচন।। ৬
শুনিয়া বৈষ্ণব সবে বিচার করিলা।
শ্রীজীব এমন কার্য্য কি বুঝি করিলা।। ৭
কোন কোন শাস্ত্রে কিছু আছয়ে বিধান।
ইহা নাহি দেখি শুনি গুরু হয়ে আন।। ৮
মহা সাধু সরস্বতী হইয়া ধীমান।
না বুঝিয়া জীবচাঁদ করিলা এমন। ৯
বুঝিয়া করিল কার্য্য কে তাহা জানিবে।
একথা বিদিত হৈলে অবশ্য শুনিবে।। ১০
কেহ কহে শ্রীজীবের কার্য্য এহি নহে।
আর কোন গূঢ় তত্ত্ব ইহাতে আছয়ে। ১১
গোসাঞ্রিরে শুধাইতে ভরসা না হয়।
কোন মুখে শুনি কেহ বিচার করয়।। ১২
এমনি বৈষ্ণবে কানাকানি সবে হয়।
গোসাঞ্রিরে শুধাইতে ভয়ে নাহি কয়। ১৩
ব্রজ হৈতে শুনি কেহ বৈষ্ণব আইলা।
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞ্রিরে সকলি কহিলা।। ১৪
দুঃখিনী কৃষ্ণদাস তোমার ছাড়িল চরণ।
শ্রীজীব গোসাঞ্রি পদে লইল শরণ।। ১৫
নাম তার রাখিলেন শ্যামানন্দ দাস।
শ্যামানন্দী তিলক এক করিল প্রকাশ।। ১৬
সে বাক্য শুনি গোসাঞ্রি মহা ক্রোধ হৈলা।
আমার সেবক জীব কেমনে লইলা।। ১৭
মহাপ্রভু হেন কর্ম্ম কভু নাহি করে।
তাহা হৈতে বড় জীব হইলা সংসারে।। ১৮
এ কথা বুঝিব প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
ইহা বলি নিজ ভৃত্যে আনে ডাকাইয়া।। ১৯
দশ পাঁচ বৈরাগী শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন।
দুঃখী কৃষ্ণদাসে বান্ধি আন আমার সদন।। ২০
সত্য মিথ্যা জানিয়া করিবে এই কথা।
প্রমান হইলে বাঁধি আনিবে সর্ব্বথা।। ২১
তবে যদি জীব তারে রাখে ছাড়াইয়া।
তাহার হাওলা করি আসিবে চলিয়া।। ২২
আমার লিখন জীব গোসাঞ্রিরে দিবে।
দুখিনী কৃষ্ণদাসের বার্ত্তা লিখিয়া আনিবে।। ২৩
মূল গুরু ছাড়ি আর গুরু যে করিলা।
কৃষ্ণদাস যদি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পাইলা।। ২৪
আমরাও গুরু তবে করিব নিশ্চয়।
সবে গিয়া নিব জীব গোসাঞ্রির আশ্রয়।। ২৫
মহাপ্রভু সঙ্গেতে যত ভক্তগণ।
তার মধ্যে নাহি শুনি এই বিবরণ। ২৬
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু পুত্রে তোয়াগিলা।
মহাপ্রভু তারে নাহি গ্রহণ করিলা।। ২৭
গুরু কৃষ্ণ পদে যেঁই অপরাধী হয়।
শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ তারে কভু নাহি ছোঁয়।। ২৮

জীব চাঁদ করাইলা সুপক্ক ভোজন।
বিহানে বিদায় দিলা সব ভক্তগণ ॥১১৪॥
হৃদয়ানন্দের কাছে লিখন ভেজিলা।
শ্রীব্রজ মণ্ডলে সবে আনন্দিত হৈলা ॥১১৫॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহুঁ এই মাত্র বল ॥১১৬॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে দ্বিতীয় দশা করিল আখ্যান ॥১১৭॥

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীহৃদয়ানন্দ গোস্বামীর সেবক বৃন্দাবন আগমন ও শ্রীজীব গোস্বামীর প্রত্যাদেশ প্রদান নাম দ্বিতীয় দশা সম্পূর্ণ ॥

তৃতীয় দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন ॥১॥
তবে সেই ভক্তগণ পরিক্রমা কৈলা।
গোসাঞির পত্র লইয়া আনন্দে চলিলা ॥২॥
সেই ভক্তগণ কথো দিনেতে মিলিলা।
শ্রীজীবের পত্র লইয়া গোসাঞিরে দিলা ॥৩॥
পত্রপাঠ করি গোসাঞি বিচার করিলা।
শ্রীজীবের বাক্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥৪॥
বুঝিতে নারিল কিছু কথার নিশ্চয়।
বঞ্চনা করিয়া জীব এই সব কয় ॥৫॥
কবে তারে স্বপ্নে আমি দরশন দিলা।
আমি নাহি জানি সেহ প্রমাণ হইলা ॥৬॥
শ্যামানন্দ নাম আমি না দিয়ে তাহারে।
আমি নাহি জানি সেহ আচরণ করে ॥৭॥
গুরু কৃপা প্রাপ্ত নাম তিলক না মানে।
স্বপন দেখিয়া তেঁই করে আচরণে ॥৮॥
স্বপন হইল সত্য সাক্ষাৎ সে মিথ্যা।
এই সব বাক্য যত প্রবঞ্চনা কথা ॥৯॥
স্বপনের কথা এবে কহে ত্রিভুবনে।
স্বপনকে সত্য করি কেহ নাহি মানে ॥১০॥
নিশ্চয় লইয়া জীব মোর কৃষ্ণদাসে।
বঞ্চনা করিয়া মোরে লিখিল তরাসে ॥১১॥
সব ভক্তগণ লৈয়া বৃন্দাবন যাব।
সাধুর সমাজ করি পরীক্ষা করিব ॥১২॥
তবে মোর ঘুঁচে এই হৃদয়ের ব্যথা।
চল সবে বৃন্দাবনে যাইব সর্ব্বথা ॥১৩॥
এত বলি গৌড়েতে চলিল ক্রোধ ভরে।
সকল মহান্তগণ আনিবার তরে ॥১৪॥
গোসাঞি জিজ্ঞাসা কৈল নিজ ভক্তগণে।
কেমন তিলক তার দেখিল নয়নে ॥১৫॥
হরি পদাকৃতি মধ্যেতে বিন্দু হয়।
এমন স্বরূপ তার দেখিনু নিশ্চয় ॥১৬॥

নির্ম্মল হৃদয়ে করে প্রেম পরকাশ।
দ্বিগুণ বাড়ল তার গুরু পদে আশ ॥৫৪॥
কেবলে সেকব মোর হৈলা কৃষ্ণদাসে।
তাঁহারে ডাকিয়া তুমি আন মোর পাশে ॥৫৫॥
তবে কহে ভক্তগণ করি নিবেদন।
ব্রজ হৈতে গেলেন বৈরাগী দুইজন ॥৫৬॥
তিঁহ গিয়া গোসাঞির নিকটে কহিলা।
দুখিনী কৃষ্ণদাস তোমার চরণ ছাড়িলা ॥৫৭॥
শ্রীজীব গোসাঞির হৈল পদাশ্রয়
সব ব্রজবাসীগণে এই কথা কয় ॥৫৮॥
শ্যামানন্দী বলি এক তিলক রচিলা।
শ্যামানন্দ দাস নাম তাহার রাখিলা ॥৫৯॥
একথা শুনিয়া গোসাঞি বিস্মিত হইলা।
সত্য মিথ্যা জানিবারে তোমারে লিখিলা ॥৬০॥
এত শুনি শ্রীজীব কহেন তারে বাণী।
তোমার সাক্ষাতে সব ব্রজবাসী আনি ॥৬১॥
শুধাও তা সভারে এই সব কথা।
সত্য হৈলে অপরাধী হইমু সর্ব্বথা ॥৬২॥
এত শুনি ভক্তগণ করে নিবেদন।
সত্য করি জানি গোসাঞি তোমার বচন ॥৬৩॥
সত্য মিথ্যা এই সব শ্রীমুখে শুনিব।
তব আজ্ঞা লইয়া গোসাঞিরে জানাইব ॥৬৪॥
এত শুনি কহে জীব মধুর বচন।
তোমারে কহিব আমি সব বিবরণ ॥৬৫॥
শ্রীহৃদয়ানন্দের পাদপদ্ম কৃপা হৈতে।
শ্যামানন্দ দাস নাম পাইল ব্রজেতে ॥৬৬॥
তার পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক করয়ে।
আমি জিজ্ঞাসিলে আমায় এই কথা কহে ॥৬৭॥
একদিন আমিই তাহারে জিজ্ঞাসিলা।
শ্যামানন্দ এই নাম কে তোমারে দিলা ॥৬৮॥

এ বাণী শুনিয়া মোরে কহে বিবরণ।
তার বাক্য কহি আমি শুন সাধুজন ॥৬৯॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা ভাগবত শ্রবণ।
লক্ষ নাম রাত্রি দিনে করয়ে সাধন ॥৭০॥
গোবিন্দ দর্শন আর সাধুর দর্শন।
সদা সাধুসেবা করে প্রসাদ ভক্ষণ ॥৭১॥
রাধাকৃষ্ণ নামগুণ করেন কীর্ত্তন।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করেন স্মরণ ॥৭২॥
একদিন কৃষ্ণদাস স্বপন দেখিলা।
স্বপন চেতিয়া মোরে সকল কহিলা ॥৭৩॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সদাই সে করে।
কুঞ্জে ঝাঁটি দিয়া রহে আমারি মন্দিরে ॥৭৪॥
একদিনে স্বপ্নে কুঞ্জে ঝাঁটি দিতে ছিলা।
এহার গোসাঞি আসি দরশন দিলা ॥৭৫॥
"তৃনাসন আনি তবে গোসাঞিরে দিলা।
তাহাতে বসিয়া তারে কিছু প্রশ্ন কৈলা ॥৭৬॥
"কি করহ কৃষ্ণদাস" গোসাঞি সুধায়।
তিঁহ নিবেদন কৈল গোসাঞির ঠাঁয় ॥৭৭॥
ব্রজে বাস করি তোমা আজ্ঞা শিরে লই।
কুঞ্জ সেবা করি তোমা পাদপদ্ম ধ্যায়ি ॥৭৮॥
এ বাক্য শুনি গোসাঞি আনন্দিত হৈলা।
কতদিন এ কুঞ্জ সেবা তোমারে মিলিলা ॥৭৯॥
ধন্য তুমি তোমার ভাগ্যের নাহি ওর।
তোমার সৌভাগ্যে সুখী হৈল চিত্ত মোর ॥৮০॥
রাধাকৃষ্ণ এই কুঞ্জে সদা রাস করে।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্ভ সেবা মিলিলা তোমারে ॥৮১॥
থাকি এই কুঞ্জে নিত্য করহ সেবন।
সেবিলে পাইবে রাধাকৃষ্ণ দরশন ॥৮২॥
সেবা দেখি শ্যামাশ্যাম আনন্দ হইবে।
সেই দিনে কৃপা করি দরশন দিবে ॥৮৩॥

আজ হৈতে তোমার নাম হউ শ্যামানন্দ।
তোমা নাম শুনি হবে শ্যামার আনন্দ ।৮৪॥
এই নাম কৃপা করি গোসাঞিঃ চলিলা।
আশীর্বাদ করি মাথে পদ তুলি দিলা।৮৫॥
পরিক্রমা লাগি কুঞ্জ ভিতরে পশিলা।
তার পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক হইলা ॥৮৬॥
এই কথা কৃষ্ণ দাস কহিল আমারে।
গোসাঞিঃর কৃপা শ্যামানন্দ নাম ধরে ॥৮৭॥
সেইদিন হৈতে শ্যামানন্দ বলি ডাকি।
গোসাঞিঃর আজ্ঞা ব্রহ্ম করিয়া যে লিখি ।৮৮॥
অনুভবে লোক কহে আমি দিনু নাম।
প্রকট হইল সব বৃন্দাবন ধাম ॥৮৯॥
এতশুনি ভক্তগণ আনন্দিত হৈলা।
এই বার্ত্তা জীব চাঁদ লিখনে লিখিলা ॥৯০॥
শ্রীজীব মুখেতে শুনি এসব বচন।
শ্যামানন্দ পাইল শিক্ষা আনন্দিত মন ॥৯১॥
কৃষ্ণদাসে শুধাও তোমরা ভক্তগণ।
ইহার মুখেতে সব শুনিবে কারণ ॥৯২
কৃষ্ণদাসে শুধাইল সব ভক্তগণ।
শ্যামানন্দ নাম তোমার হইল কেমন ॥৯৩॥
কে দিল তিলক তোমার মস্তক উপরে
ইহার কারণ সব কহ দেখি মোরে ।৯৪॥
কৃষ্ণদাস প্রণাম করিয়া ভক্তগণে।
কহে সব বিবরণ আনন্দিত মনে ॥৯৫॥
যে দিন স্বপনে আমি গোসাঞিঃ দেখিনু।
সেইদিন তারপদে নিবেদন কৈনু। ৯৬॥
গোসাঞিঃ কহেন এই স্বপন যে নহে।
সাক্ষাৎ এ গুরু আজ্ঞা ব্রহ্ম এই হয়ে।৯৭॥
একথা কহি গোসাঞিঃ বহুকৃপা কৈলা।
শ্যামানন্দ নাম ধরি আমারে ডাকিলা ।৯৮॥

শ্রীহৃদয়ানন্দের পাদপদ্ম মোর মাথে।
পরশে তিলক হৈলা দেখিনু সাক্ষাতে ॥৯৯॥
তিলক দেখি গোসাঞিঃ আমার মাথাতে।
মোরে আজ্ঞা দিল এই তিলক করিতে ॥১০০॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভু ঠাকুর আমারি।
তাঁর পাদপদ্ম তিলক মস্তকেতে ধরি ॥১০১॥
গুরু আজ্ঞা আছে সাধুসঙ্গ যে করিতে।
শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণের সঙ্গেতে রহিতে ॥১০২॥
ব্রজে আছি গোসাঞিঃর চরণ দর্শনে।
ভাগবত কৃষ্ণ কথা শুনি অনুক্ষণে ।১০৩॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ বিনে মোর অন্য নাই।
তাঁহার স্বরূপ করি জানিয়ে গোসাঞিঃ ॥১০৪॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা করেছি অভীষ্ট।
গোসাঞিঃ চরণ সেবা এই মোর ইষ্ট ॥১০৫॥
গোসাঞিঃ সেবা আর সাধুর সেবন।
এই মোর প্রাপ্তি তিন সাধু দরশন ॥১০৬॥
শ্রীব্রজ মণ্ডল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
ইহাতে ডুবিল মোর অঙ্গ প্রাণ মন। ১০৭॥
রাসস্থলী কালিন্দী কদম্ব দরশন।
যমুনা শীতল জল পাতক নাশন ॥১০৮
এইসব মহানন্দ শ্রীগুরু কৃপাতে।
হইলা আমারে লভ্য কহিলা সাক্ষাতে ॥১০৯॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভুর রাতুল চরণ।
নিত্য ধ্যান করি এই স্মরণ সাধন ॥১১০॥
গুরু কৃপা সাধু আজ্ঞা করিয়ে ধারণ।
এই যে কহিনু আমি সব বিবরণ ।১১১॥
অনুমানে লোক সব অন্য কথা কয়।
আমার সহজ কথা এই সুনিশ্চয় ॥১১২॥
শুনিয়া সকল ভক্ত আনন্দিত হৈলা।
শ্রীশ্যামানন্দে সবে আলিঙ্গন কৈলা ॥১১৩॥

তথাহি—

১) সাধুদ্রোহী গুরুদ্রোহী ভবেৎ যশ্চ নরাধমঃ ।
ভবার্ণবং ন তরতি কুম্ভীপাকং স গচ্ছতি ॥

২) অবৈষ্ণবঃ গুরুত্যক্ত বৈষ্ণবাশ্রয়ো যো ভবেৎ ।
বিষ্ণুভক্তঃ সবৈখ্যাতঃ ত্যজিতশ্চ কলিযুগে ॥

৩) পুনশ্চঃ বিধিনাসম্যক গ্রাহয়েৎ বৈষ্ণব গুরুঃ ॥

কৃষ্ণস্থানে অপরাধী যদি কেহ হয় ।
আর ভক্তগণ তারে কেহ না ছোঁয়য় ॥ ২৯ ॥
মহাপ্রভু ছোট হরিদাসে তোয়াগিলা ।
সাধু সঙ্গ না পাইয়া যমুনাতে ঝাঁপ দিলা ॥৩০॥
মহাপ্রভু ভক্তগণের হয় এই রীত ।
কখন না দেখি শুনি এ সব চরিত ॥৩১॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি এই বিবরণ ।
কৃষ্ণ বর্হিমুখ গুরু করিতে ত্যজন ॥৩২ ।
আমি যদি অবৈষ্ণব গুরু তার হৈল ।
ভাল হৈল কৃষ্ণদাস আমারে তোয়াগিল ॥৩৩॥
সব বৈষ্ণব লঞা বিচার করিব ।
অবৈষ্ণব হৈলে জীবের শরণ লইব ॥৩৪॥
তোমরা যে শীঘ্র চলি যাহ বৃন্দাবন ।
আমারে আনিয়া দিবে জীবের লিখন । ৩৫॥
সত্য মিথ্যা জানিব শ্রীজীব বাক্য শুনি ।
সত্য হইলে গৌড় দেশে ভ্রমিয়া আপনি ॥৩৬॥
সব ভক্তগণে তবে আনিব ডাকিয়া ।
বিচার করিব তবে বৃন্দাবনে গিয়া ॥৩৭॥
এত বলি ভক্তগণে বিদায় করিলা ।
দশপঞ্চ বৈরাগী তবে ব্রজেতে চলিলা ॥৩৮॥
কতদিনে ব্রজ তবে করিল দর্শন
শ্রীজীব নিকটে দিলা গোসাঞির লিখন ॥৩৯॥
লিখন সম্মুখে রাখি প্রণাম করিলা ।
শ্রীজীব বৈষ্ণবগণে আলিঙ্গন কৈলা ॥৪০॥
শ্রীজীব পুছেন এই কাহার লিখন ।
শুনিয়া কহেন তবে সব ভক্তগণ ॥৪১॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞির নিবেদন ।
অপরাধ ক্ষমি মোর করহ পঠন ॥৪২॥
গোসাঞি কহেন বৈস আসন উপরে ।
স্নান সারি রসুই করহ ততঃপরে ॥৪৩॥
ভক্তগণ কহে প্রভু করিয়াছি স্নান ।
রসুই করিয়াছি সব দেহ সমাধান ॥৪৪॥
হস্তপদ ধৌত ক'রি বৈসহ আসনে ।
মহাশয়ের লিখন করহ অবধানে ॥৪৫॥
গোসাঞির আজ্ঞা পাই সব ভক্তগণে ।
হস্ত পদ ধুইয়া সবে বসিল আসনে । ৪৬॥
লিখন করিল পাঠ শ্রীজীব গোসাঞি ।
মনে মনে পাঠ করি হাসিল তথাই । ৪৭ ।
শ্রীজীব কহেন শুন সর্ব্ব ভক্ত লোক ।
আমি তাঁর কৃষ্ণ দাসে না করি সেবক ॥৪৮॥
আমি তাঁর প্রধান সে ক তুল্য নহি ।
আমারে তাড়না করি এত কথা কহি ॥৪৯॥
শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিত ঠাকুর যে মোরে ।
পুত্র জ্ঞান করি তেঁই সদা স্নেহ করে ॥৫০॥
পণ্ডিত স্বরূপ আমি দেখি যে তাঁহারে ।
মোরে ক্রুদ্ধ হন প্রভু নাহিক নিস্তারে ॥৫১॥
তাঁর কৃপা হৈতে কৃষ্ণদাস ব্রজে আইলা ।
শ্রীভাগবত শুনিবারে মোর কাছে গেলা ॥৫২॥
তাঁহার সম্বন্ধে আমি নিকটে রাখিলা ।
কৃষ্ণ কথা শুনাইঞা নির্ম্মল করিলা ॥৫৩॥

আপনি তিলক জীব দিয়াছেন তাঁরে।
দোষ এড়াইবা তরে মাঝে বিন্দু ধরে ॥১৭॥
শ্রীরাধা বল্লভী সেই তিলকের নাম।
ইহাতে জানিল তার উপাসনা ধাম॥১৮॥
নিশ্চয় জানিল জীবের হৈল আশ্রয়।
এই কথা সত্য সর্ব্ব মিথ্যা কভু নয় ॥১৯॥
এই সব কথা হৈয়া চলেন গোসাঞি।
নিশ্চয়ই হইল এই আর কিছু নাই ॥২০॥
তবে গিয়া গৌড় দেশে প্রবেশ হইলা।
সকল মহান্তগণে বৃত্তান্ত কহিলা ॥২১॥
সবে মিলি কৃপা করি চল বৃন্দাবন।
কৃষ্ণদাস রাখিলেক আমার জীবন ॥২২॥
না গেলে সবার আগে পরাণ ত্যজিব।
এই কথা সত্য মোর নিশ্চয় জানিব ॥২৩॥
এত শুনিলেন যবে সকল মহান্ত।
শ্রীজীবের সনে হবে করিতে সিদ্ধান্ত ॥২৪॥
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
সবে মিলি একযুক্তে করিল বিচার ॥২৫॥
ব্রজে যাইবারে সবে সম্মত হইলা।
গোরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর কাছে আইলা ॥২৬॥
কেহবা মহান্ত তাঁর অধিকারী গেলা।
একযুক্ত হইয়া সবে ব্রজেতে চলিল ॥২৭॥
গোরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী আইলা।
শ্রীহৃদয়ানন্দ সবারে লইয়া চলিলা ॥২৮॥
কথোদিন পথমধ্যে করিল গমন।
সকল মহান্তগণ আইলা বৃন্দাবন ॥২৯॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
সবে মিলি আইলেন করিতে সিদ্ধান্ত ॥৩০॥
বৃন্দাবনে আইলা সবে যমুনার তীরে।
সবে মিলি উতরিলা শ্রীধীর সমীরে ॥৩১॥
যমুনাতে করি স্নান রসুই ভোজনে।
প্রেমে মত্ত হয়্যা করে নাম সংকীর্ত্তন ॥৩২॥
একভক্ত পাঠাইয়া সমাচার দিল।
শ্রীজীব আনিতে আর ভক্ত পাঠাইল ॥৩৩॥
আসিয়া শ্রীজীবচাঁদ সাষ্টাঙ্গ হইয়া।
সভারে প্রণাম করে আনন্দিত হৈয়া ॥৩৪॥
সকল মহান্ত উঠি আলিঙ্গন কৈল।
কেহ ভৃত্য জ্ঞানে তারে আশীর্ব্বাদ দিল ॥৩৫॥
কি ভাগ্য আমার আজ হৈল শুভদিন।
সাধু দরশন পাইলুঁ মুঞি দীন হীন ॥৩৬॥
আদর করিয়া তারে বসায়া আসনে।
শুভবার্ত্তা জিজ্ঞাসেন সব সাধুজনে ॥৩৭॥
শ্রীজীব কহেন সব আনন্দ লহরী।
ব্রজের যে শুভবার্ত্তা কি কহিতে পারি ॥৩৮॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাস কদম্ব রসধাম।
সর্ব্বানন্দময় সর্ব্ব ভক্তের বিশ্রাম ॥৩৯॥
মদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ।
গৌড়ীয়া উড়িয়া ভক্তের সেই প্রাণনাথ ॥৪০॥
শ্যামানন্দ গোসাঞি আইল সেই স্থানে।
গুরুকে প্রণাম করি সর্ব্ব সাধুজনে ॥৪১॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞি বলিছেন তাঁরে।
দুখিনী কৃষ্ণদাস দণ্ডবৎ কর কারে ॥৪২॥
কৃষ্ণদাস কহেন প্রভু তোমার চরণে।
আর যত বসিয়াছেন সব সাধুজনে ॥৪৩॥
তুমি আমার তিলক আছ ত্যাগ করি।
কি সম্বন্ধে দণ্ডবৎ সাধুজনে করি ॥৪৪॥
আমার তিলক নাম সম্বন্ধ যে মোর।
ত্যাগ করি সাধুজনে দণ্ডবৎ কর ॥৪৫॥
কৃষ্ণদাস কহে প্রভু তোমা কৃপাহৈতে।
শ্যামানন্দ নাম তিলক ধরিয়াছি মাথে ॥৪৬॥

গোসাঞি কহেন সত্য না হয় স্বপন।
আমি নাহি জানি তুমি কর আচরণ ॥৪৭॥
আর কোন স্থানে তুমি সেবক হইলা।
বঞ্চনা করিয়া মোরে লিখন লিখাইলা ॥৪৮॥
শ্যামানন্দ কহে প্রভু বঞ্চনা না হয়।
লিখনের কথা সেই সুসত্য নিশ্চয় ॥৪৯॥
গোসাঞি কহেন তোমার তিলক ধুইব।
ধুইলে তিলক যদি পুনর্ব্বার হব ॥৫০॥
শ্যামানন্দ নাম অঙ্গে লিখিয়া ধুইব।
সেইস্থানে নাম যদি পুনঃ বারাইব ॥৫১॥
তবেত তোমারে কৃপা নিশ্চয় জানিব।
নহিলে সভার মধ্যে বাহির করিব ॥৫২॥
এত শুনি শ্রীগোসাঞি আজ্ঞা মাগিনিল।
উঠিয়া শ্রীগুরু পদে প্রণাম করিল ॥৫৩॥
এনাম তিলক সাধু সমাজে দেখাব।
এসত্য নহিলে আমি অপরাধী হৈব ॥৫৪॥
একথা প্রমান করি শ্রীজীবে শুধাই।
এই কথা সত্য করি মানহ গোসাঞি ॥৫৫॥
শ্রীজীব কহেন এই সত্য সুনিশ্চয়।
উদ্ধার করহ এই জীব নষ্ট হয় ॥৫৬॥
শ্রীব্রজমণ্ডলে যত বৈষ্ণব আছিলা।
গোসাঞি সবারে আনি সমাজ করিলা ॥৫৭॥
বৃন্দাবন কল্পকুঞ্জ রাসস্থলী স্থানে।
সারি দিয়া বসিলেন মহান্তের সনে ॥৫৮॥
দুখিনী কৃষ্ণদাসে তথায় আনিলা।
ভূমিতে পড়িয়া তিঁহ দণ্ডবৎ কৈলা ॥৫৯॥
কৃষ্ণদাসে সকল মহান্ত জিজ্ঞাসিল।
কাহার সেবক তুমি নাম কোথা পাইল ॥৬০॥
এত শুনি কহেন দুখিনী কৃষ্ণ দাস।
শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভুর ভৃত্য নামাভাস ॥৬১॥

শুন কৃষ্ণদাস তুমি আমার বচন।
স্বপনের কথা সত্য না হয় কখন ॥৬২॥
অপরাধী হৈলে স্থান কোথাও না পাবে।
এই অপরাধে মুক্তি কভু নাহি হবে ॥৬৩॥
হরি রুষ্টে গুরুদেব করয়ে নিস্তার।
গুরু রুষ্ট হইলে কেহ নারে তারিবার ॥৬৪॥

তথাহি
হরি রুষ্টে গুরুত্রাতা গুরু রুষ্টে নকশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥

এখনও সত্য তুমি কহ সবাকারে।
সবে মিলিয়া নিস্তার করিব তোমারে ॥৬৫॥
এ সাধু সমাজে মিথ্যা কহিলে বচন।
নিশ্চয় করিবে তুমি নরকে গমন ॥৬৬॥
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য হইবে উদয়।
ততদিন নরকেতে থাকিবে নিশ্চয় ॥৬৭॥
ব্যাসের বচন তুমি শুনহ প্রমাণ।
এই ভাগবত কথা কভু নহে আন ॥৬৮॥
তথাহি—
সভায়াং ভাষতে মিথ্যাং লোভাৎ
ক্রোধভয়াতুষঃ
সবাংশো নরকং যাতি যাবৎ চন্দ্র দিবাকর ॥
কোন ঠাঁই সেবক হৈঞাছ যবে গুপ্তে।
ভয় ছাড়ি সেই কথা কহ সমাজেতে ॥৬৯॥
তুয়া অপরাধ যত করিব মোচন।
এই সত্য মান তুমি সাধুর বচন ॥৭০॥
স্বপনে কৃপা সত্য কভু নাহি হবে।
পরীক্ষা করিতে সাধু সমাজ নারিবে ॥৭১॥
গোসাঞির সাক্ষাতে তিলক কৃপা নাম।
ইহা না মানিলে হবে ভণ্ডের সমান ॥৭২॥

এত বাক্য শুনিয়া দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।
সকল মহান্তগণে করেন সম্ভাষ ।৭৩॥
গুরু কৃষ্ণ সত্য বস্তু শাস্ত্রে লোক কহে।
স্বপনের কৃপা সত্য হয়ে শুনিশ্চয়ে ॥৭৪॥
সংসারে স্বপন বিষ্ণু মায়ার প্রচার।
অমায়িক গুরুকৃপা সর্ব্ব-বেদ সার ॥ ৭৫ ॥
যদি কৃপা সত্য নহে অন্তরে জানিব।
দণ্ড তুই রহ আমি বুঝিয়া কহিব ॥ ৭৬ ॥
এত বাক্য কহিয়া গোসাঞি শ্যামানন্দ।
ধ্যানেতে বসিলা প্রভু হইয়া আনন্দ ॥ ৭৭ ॥
ললিতার কৃপা মন্ত্র হৃদয়ে জপিলা
শ্রীরাধা লক্ষণ তবে হৃদয়ে হইলা ॥ ৭৮ ॥
রাগাময় চিত্ত হৈয়া রাগাত্মিকা হইলা।
আত্মা প্রাণমন বুদ্ধি সিদ্ধে প্রবেশিলা ॥ ৭৯ ॥
শ্রীরাধামন্দিরে সিদ্ধ দেহে চলি গেলা।
বাহির দুয়ারে বসি কন্দিতে লাগিলা ॥ ৮০ ॥
শ্রীরাধা সখীগণ দেখিয়া তাহারে।
শুধাইলেন নাম গ্রাম কান্দ কেন দ্বারে ॥ ৮১ ॥
শুনিয়া গোসাঞি তা সবারে প্রণমিয়া।
আপনার নাম গ্রাম কহে বিবরিয়া ॥ ৮২ ॥
কনক মঞ্জরী নাম হউঁ ব্রজবাসী।
শ্রীললিতা পাদে মুই হইয়াছি দাসী ॥ ৮৩ ॥
রাত্রি দিন ঠাকুরানী সঙ্গেতে রাখিলা
ঘরেতে যাইতে স্বামী মারিতে ধাইলা ॥ ৮৪ ॥
পরাণ লইয়া মুইঁ আইনু পলাইয়া।
কহ গিয়া প্রাণ রাখু দরশন দিয়া ॥ ৮৫ ॥
এতবলি প্রণাম করিলা সখীগণে।
ব্যাকুল হইয়া কাঁদে সজল নয়ণে। ৮৬ ॥
সখীগণ কহিলেন ললিতার কাছে।
কাঁদিয়া ব্যাকুলে তোমার দাসী আসিয়াছে ॥ ৮৭॥

তোমার ঘরেতে নিরবধি সে রহিলা।
ঘর যাইতে স্বামী মারিতে ধাইলা ॥ ৮৮ ॥
ললিতা কহেন ডাকি আন সেই জন।
আমি হেতা করিতেছি তাম্বুল সেবন ॥ ৮৯ ॥
এক সখী গিয়া তবে ডাকিয়া আনিলা।
শ্রীরাধাচরণে আসি দরশন কৈলা ॥ ৯০ ॥
পালঙ্কে বসিয়া সই তাম্বুল খান রঙ্গে।
ললিতা তাম্বুল সেবা করে নানা রঙ্গে ॥ ৯১ ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী করেন চরণ সেবন।
চম্পক লতিকা সখী চামর ব্যজন ॥ ৯২ ॥
কনক মঞ্জরী দেখি প্রেমেতে ভাসিলা।
সষ্ঠাঙ্গ হইয়া পদতলেতে পড়িলা ॥ ৯৩ ॥
ঠাকুরানি আজ্ঞা দিলা তাহারে তুলিতে।
উঠিয়া ললিতা তারে করিলা কোলেতে ॥ ৯৪ ॥
ললিতার পদ ধরি কান্দিতে লাগিলা।
স্নেহকরি ঠাকুরানী নিকটে ডাকিলা ॥ ৯৫ ॥
নিজ পাদপদ্ম তুলি দিলা তার মাথে।
শ্রীরূপমঞ্জরী পদে পড়িলা মূর্চ্ছিতে ॥ ৯৬ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তারে কোলেতে করিয়া।
রাই পাদ পদ্ম তলে দিলেন ফেলিয়া ॥ ৯৭ ॥
কৃপা কর ঠাকুরানী হয় তোমার দাসী।
ও রাঙ্গা চরণ তলে রাখহ আশ্বাসি ॥ ৯৮ ॥
তবে রাই জিজ্ঞাসেন কাঁদ কি কারণ।
রোদন করহ কেন হইয়া অচেতন ॥ ৯৯ ॥
কীনাম তোমার কহ হও.কার দাসী।
কে তোমার মাতা পিতা কোন গ্রামবাসী ॥ ১০০
শুনিয়া কহেন নাম কনক মঞ্জরী।
তব পাদপদ্ম সেবা মনে আশা করি ॥ ১০১ ॥
তোমার দাসীর দাসী হউ ব্রজবাসী।
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্মে মুঁই দাসী ॥ ১০২ ॥

এহাঁর পালক দাসী এহোঁ মাতা পিতা।
এহোঁ মোর স্বামী হন প্রেম ভক্তি দাতা ॥ ১০৩ ॥
এহাঁর কৃপাতে পাই ললিতা দর্শন।
ললিতার কৃপায় পাইল তব শ্রীচরণ ॥ ১০৪ ॥
রোদনের হেতু মোর শুন প্রাণেশ্বরী।
তোমার চরণে সব নিবেদন করি ॥ ১০৫ ॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞির সঙ্গেতে রহিলা।
তার শিক্ষায় তার আজ্ঞায় ব্রজভূমে আইলা ॥১০৬
আসিয়া শ্রীজীব গোসাঞির নিকটে রহিলা।
শ্রীজীব গোসাঞি মোরে বহুকৃপা কৈলা ॥ ১০৭
ব্রজে তব দোঁহার লীলা সব শুনাইলা।
শুনিতে মোর চিত্তে আনন্দ বাড়িলা ॥ ১০৮ ॥
তোমার চরিত লীলা অমৃতের সিন্ধু।
তাঁহাতে ডুবিলা মন পাঞা একবিন্দু ॥ ১০৯ ॥
তৃষাতে আকুল প্রাণ ব্যাকুল হইলা।
শ্রীজীব সে ধারা মোরে পান করাইলা ॥ ১১০ ॥
তোমার চরণ প্রাপ্তি উপদেশ দিলা।
শ্রীরূপ মঞ্জরী পদে মোরে সমর্পিলা ॥ ১১১ ॥
তব পাদপদ্ম সেবা মকরন্দ আশে।
কুঞ্জ সেবা করি নাম দুখিনী কৃষ্ণদাসে ॥১১২॥
অধম পতিত মুঁই মোরে কৃপা কৈলা।
শ্রীচরণ নুপুর রাখিতে আজ্ঞা দিলা ॥১১৩॥
নুপুর আনিতে ললিতারে পাঠাইলা।
তেঁই কৃপা করি মোরে দরশন দিলা ॥১১৪॥
নুপুর পাইয়া মনে আনন্দিত হৈলা।
কৃপা করি নুপুর কপালে ছুঁয়াইলা ॥১১৫॥
শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন থাকু তোমার মাথে।
ইহা বলি নুপুর ছুঁয়াইয়া কপালেতে ॥১১৬॥
নুপুর পরশে মাথে তিলক হইলা।
শ্যামানন্দ নাম মোর তখনি রাখিলা। ১১৭॥
আমার শ্যামার আজি হইলা আনন্দ।
আজি হৈতে তোমার নাম হউ শ্যামানন্দ ॥১১৮॥
কহিলেন মাগ বর যে মাগিবে দিব।
এত শুনি কহিলাম বুঝিয়া মাগিব ॥১১৯॥
এত অভিলাষ মোর অন্তরে আছয়ে।
ইহা পূর্ণ কর যদি মোরে কৃপা হয়ে ॥১২০॥
তব দাসী হৈয়া রাধা কৃষ্ণকে সেবিবা।
এই বর মাগি ঠাকুরাণী মোরে দিবা ॥১২১॥
সদয় হইয়া মোরে এই বর দিলা।
কৃপা করি মোরে এই নিষেধ করিলা ॥১২২॥
জীব বিনা এই কথা কারে না কহিবে।
অন্যত্র কহিলে তুমি জীবন হারাবে ॥১২৩॥
এত জানি তব কৃপা কায়ে না কহিয়ে।
তব নাম পদচিহ্ন তিলক বহিয়ে ॥১২৪॥
তব নাম পদচিহ্ন গোসাঞি দেখিলা।
অবিশ্বাস কৈলা মনে আমারে ছাড়িলা ॥১২৫॥
একথা জানিতে মোরে প্রভু জিজ্ঞাসিলা।
কাহার সেবক নাম তিলক কে দিলা ॥১২৬॥
গোসাঞিরে কহিলাম সেবক তোমার।
তুমি দিলে এই নাম তিলক আমার ॥১২৭॥
ব্রজে বাসা করি কুঞ্জ সেবায় রহিলা।
স্বপ্নে আসি প্রভু মোরে দরশন দিলা ॥১২৮॥
গোসাঞি দেখিয়া আমি প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ করি মোরে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল ॥১২৯॥
কি কার্য্য করহ কিবা ভজন সাধন।
মোরে কেন নাহি যাহ করিতে দরশন ॥১৩০॥
এত শুনি কহিলাম প্রভুর চরণে।
কুঞ্জ সেবা করি থাকি এই বৃন্দাবনে ॥১৩১॥
তব পাদপদ্ম সেবা স্মরণ সাধন।
কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ করিয়ে গায়ন ॥১৩২॥

এবাক্য শুনিয়া প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কহেন এ কুঞ্জ সেবা তোমারে মিলিলা ॥১৩৩॥
থাক এই কুঞ্জে তুমি করহ সেবন।
সেবিলে পাইবে রাধা কৃষ্ণের চরণ ॥১৩৪॥
সেবা দেখি শ্যামাশ্যাম আনন্দ পাইবে।
সেই দিন কৃপা করি দরশন দিবে ॥১৩৫॥
আজি হৈতে তোমার নাম হউক শ্যামানন্দ।
তোমার নাম শুনি হবে সবার আনন্দ ॥১৩৬॥
এই নাম কৃপা করি গোসাঞি রাখিলা।
আশীর্ব্বাদ করি মাথে পদতুলি দিলা ॥১৩৭॥
তব পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক হইলা।
পরিক্রমা করিতে কুঞ্জ ভিতরে প্রবেশিলা ।১৩৮।
এই কথা আমি কহিলাম গোসাঞিরে।
সত্যনা মানেন তিঁহ ক্রোধ করেন মোরে। ১৩৯॥
কহেন সাক্ষাৎনাম তিলক না মানিলা।
স্বপন দেখিয়া তাহা আচরণ কৈলা ॥১৪০॥
স্বপন দেখিলে তুমি, আমি নাহি জানি।
স্বপ্নের কথা সত্য করিয়া না মানি ॥১৪১॥
আমার সেবক যদি ধর মোর চিহ্ন।
কৃষ্ণদাস নাম বিনে না কহিবে অন্য ।১৪২॥
এতশুনি কহিলাম গোঁসাইর পায়
তোমার তিলক বটে মুছে এই দায় ॥১৪৩॥
গোঁসাই কহেন তোমার তিলক ধুইব।
ধুইলে তিলক যদি পুনর্ব্বার হব ॥১৪৪॥
শ্যামানন্দ নাম অঙ্গে লিখিয়া মুছিব।
সেই স্থানে নাম যদি পুনর্ব্বার হব ॥১৪৫॥
তবে মোর কৃপা সত্য নিশ্চয় জানিব।
নহিলে সমাজ হৈতে বাহির করিব ॥১৪৬॥
এত শুনি গোঁসাঞির আজ্ঞা মাগি নিঁলু।
উঠিয়া শ্রীগুরুপদে প্রণাম করিলুঁ ॥১৪৭॥
এনাম তিলক সাধু সমাজে দেখাব।
এ সত্য নহিলে আমি পরাণ ত্যজিব ॥১৪৮॥
গৌড় দেশে ব্রজে যত মহান্ত আছিলা।
গোসাঞি সবারে আনি সমাজ করিলা ॥১৪৯॥
বৃন্দাবনে কল্পকুঞ্জ রাসস্থলী স্থানে।
সবাই বসিলা আসি মহান্তেরগণে ॥১৫০॥
আমারে আনিলা তাহা পরীক্ষা করিতে।
কহিতে লাগিল সব মহান্ত বর্গেতে ॥১৫১॥
শুন কৃষ্ণদাস তুমি সবার বচন।
স্বপনের কথা সত্য না হয় কখন ॥১৫২॥
অপরাধী হৈলে স্থান কোথাও না পাবে।
এই অপরাধে মুক্ত কভু না হইবে ॥১৫৩॥
এখনও সত্য তুমি কহ সবাকারে।
সবে মিলিয়া তোমা করিবে উদ্ধারে ॥১৫৪॥
এসাধু সমাজে মিথ্যা কহিলে বচন!
নিশ্চয় করিবে তুমি নরকে গমন ॥১৫৫॥
কৃপাসিদ্ধ হৈলে তুমি হইবে নিস্তার।
নহিলে তোমার গতি নাহি দেখি আর ॥১৫৬॥
এতশুনি কহিলাম সর্ব্ব সাধুজনে।
এই কৃপা সত্য প্রভু এনহে স্বপনে ॥১৫৭॥
যদি কৃপা সত্য নহে অন্তরে জানিব।
দণ্ড দুই বহ আমি বুঝিয় কহিব ॥১৫৮॥
এত বাক্য কহি তব পাদপদ্ম ধ্যানে।
মোর মন প্রাণ আইল তোমার চরণে ॥১৫৯॥
বহু জন্ম ভাগ্যে মোর সাধন আছিলা।
তব পাদপদ্ম আসি দরশন কৈলা ॥১৬০॥
মুঞি মূঢ় অধম পতিত দুরাচরী।
তোমার চরণ ধ্যানে আইলু অবতরি। ১৬১
কৃপাকর ঠাকুরাণী দেহ পদছায়া।
নিজ দাসী জানিয়া করহ মোরে দয়া। ১৬২

গুরুর চরণ পাই তোমার চরণ।
মহান্ত সমাজে মোরে কর উদ্ধারণ ॥১৬৩॥
রোদনের হেতু আর মনের বাঞ্ছিত।
দুই কথা তব পদে কৈলুঁ নিবেদিত ॥১৬৪॥
ললিতা কহেন কৃপা কর ঠাকুরাণী।
তোমার চরণে দাসী হউ আমি জানি ॥১৬৫॥
শ্রীরূপমঞ্জরী কহে তব পদে দাসী।
ওরাঙ্গা চরণ তলে রাখহ আশ্বাসি ॥১৬৬॥
কনকমঞ্জরী হাতে ললিতা ধরিয়া।
রাইর চরণ তলে দিলেন ফেলিয়া ॥১৬৭।
কনকমঞ্জরী তবে প্রণাম করিলা।
রাই কৃপা করি মাথে পদ তুলি দিলা ॥১৬৮॥
তবে রাই সুবল চাঁদে আনাইলা।
যে কিছু সকল কথা তাহারে কহিলা ॥১৬৯॥
তোমার দাসের দাস নাম কৃষ্ণদাস।
সে মোর চরণ প্রতি কৈল বড় আশ ॥১৭০॥
মোর কুঞ্জ সেবা করি রহে অনুক্ষণ।
আত্ম প্রাণ মন মোরে কৈল সমর্পণ ॥১৭১॥
জন্মে জন্মে দাসী মোর কনকমঞ্জরী
নিত্য কুঞ্জ সেবা তারে দিয়াছি কৃপা করি। ১৭২॥
তাহার লঞাছি আমি তব আজ্ঞা পাই।
সুবল বলেন মোর ভাগ্য হৈলা রাই ॥১৭৩॥
তব পদে দাসী হৈলা মোর ভৃত্যগণে।
মোর বাঞ্ছা দাসী হউ তোমার চরণে ॥১৭৪॥
এত বাক্য শুনি রাই আনন্দ হইলা।
সুবল চরণে শ্যামানন্দে ফেলাইলা ॥১৭৫॥
চরণে ধরিয়া শ্যামানন্দ প্রণমিলা।
শ্রীসুবল কোলে করি আশীর্ব্বাদ কৈলা ॥১৭৬॥
ভাগ্যবতী হও তুমি রাইর প্রিয় দাসী।
লভিলে দুর্লভ প্রেম সেবা অভিলাষী ॥১৭৭।

রাই কহেন সুবল তিলক তুমি দিবে।
মহান্ত সমাজে যেই পরীক্ষা করিবে ॥১৭৮॥
শ্যামানন্দ নাম ইহার বক্ষে লেখি দেহ।
মহান্ত সকলে তোমা কৃপা বলি কহ ॥১৭৯॥
আমার নিত্য প্রিয় এই শ্যামানন্দ দাস।
ইহারে না করে যেন লোকে উপহাস ॥১৮০॥
মোর পদচিহ্ন তিলক শ্যামানন্দ নাম।
ভুবনে প্রচার যেন হয় বিদ্যমান ॥১৮১॥
শুনিয়া সুবলচাঁদ আনন্দিত হইলা।
শ্যামানন্দ কপালেতে তিলক রচিলা ॥১৮২॥
শ্রীরাধা বল্লভী এই তিলক যে দিলা।
রাধা পদাকৃতি মাঝে বিন্দু প্রকাশিলা ॥১৮৩॥
শ্যামানন্দ নাম তার হৃদয়ে লিখিলা।
মোর কৃপা হয় এই বলিতে কহিলা ॥১৮৪॥
কহিবে আমার গুরুর স্বরূপ ধরিয়াঁ।
পণ্ডিত ঠাকুর মোর কৃপা কৈল আনিয়াঁ ॥১৮৫॥
মহান্ত সমাজে মোরে স্মরণ করিবে।
তবে যে তিলক নাম তেজোময় হবে ॥১৮৬॥
এত শুনি শ্যামানন্দ সাষ্ঠাঙ্গ হইলা।
শ্রীপদ পল্লভ তার মাথে তুলি দিলা ॥১৮৭॥
পুনঃ পুনঃ শ্রীরাধাচরণে শ্যামানন্দ।
দণ্ডবৎ হঞা মাথে নিল পদদ্বন্দ ॥১৮৮॥
তবে নিজ পদ দিয়া আশীর্ব্বাদ কৈলা।
সেই স্থান হৈতে দোঁহে বিদায় করিলা ॥১৮৯॥
পুনর্ব্বার প্রণাম করিলা শ্যামানন্দ।
পড়িলা রাধিকা পদে হইলা আনন্দ ॥১৯০॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণে।
প্রণাম করয়ে গিয়া সভার চরণে ॥১৯১॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী পদে দণ্ডবৎ কৈলা।
তাঁহার যতেক সখী তাঁরে প্রণমিলা ॥১৯২॥

সবারে প্রণাম করি রাই কাছে গেলা।
দুই কর জুড়ি তাঁর মুখ নিরখিলা ॥১৯৩॥
নিরীক্ষণ করিতে ভাসিলা প্রেমজলে।
ঝর ঝর বহে নীর নয়ন যুগলে ॥১৯৪॥
কনক মঞ্জরী কহে বিনয় বচন।
রাতুল চরণে রাখ তনু প্রাণ মন ॥১৯৫॥
এত শুনি প্রেমময়ী প্রবোধ করিলা।
পাইবে আমার পদ নিশ্চয় কহিলা ॥১৯৬॥
কিছুদিন উৎকলেতে জীব উদ্ধারিয়া।
পুনরপি আমার সেবায় রহিবে আসিয়া ॥১৯৭॥
প্রবোধ করিয়া তারে বিদায় করিলা।
এক সখী সঙ্গে আগে কথো দূরে গেলা ॥১৯৮॥
তারে পথ দেখাইয়া সখী ফিরি গেলা।
কনক মঞ্জরী তবে গমন করিলা ॥১৯৯॥
এথা বৃন্দাবনে সব মহান্তাদিগণ।
শ্যামানন্দ দেহ দেখি ছাড়িল জীবন ॥২০০॥
দেখিয়া মহান্তগণে বিস্মিত হইলা।
ব্রজেতে আসিয়া মোরা কি কার্য্য করিলা ॥২০১॥
হায় হায় করে সব মহান্তরগণ।
অপরাধ ভয়ে চিত্তে করেন রোদন ॥২০২॥
সকল মহান্তগণে ব্যাকুল হইলা।
আমরা থাকিতে বৈষ্ণব নষ্ট গেলা ॥২০৩।
শ্রীহৃদয়ানন্দ বড় কাতর হইলা।
গড়াগড়ি দিয়া কুঞ্জে পড়িয়া রহিলা ॥২০৪॥
শ্রীজীব দেখিয়া সবাকারে প্রবোধিলা।
বস্ত্র ঢাকাইয়া শ্যামানন্দেরে রাখিলা ॥২০৫॥
কহিলেন কর সবে নাম সংকীর্ত্তন।
এখনি আসিবে শ্যামানন্দের জীবন ॥২০৬॥
শ্রীজীব জানেন শ্যামানন্দের অন্তরে।
জানিয়া কহেন কথা মহান্ত সবারে ॥২০৭॥

তোমরা সবে কৃষ্ণনাম কর সংকীর্ত্তন।
শ্রীগোবিন্দ শ্যামসুন্দর কমললোচন ॥২০৮॥
কতক্ষণে শ্যামানন্দ দেহে প্রবেশিলা।
শ্রীহৃদয়ানন্দ বলি উঠিয়া বসিলা ॥২০৯॥
দেখিয়া মহান্তগণে হরিধ্বনি কৈলা।
হৃদয়ানন্দের চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥২১০॥
শ্যামানন্দে জিজ্ঞাসিল মহান্ত সকল।
শুনিব তোমার বাক্য কহহ বিরল ॥২১১॥
শ্যামানন্দ বলেন যে কহি সেই কথা।
পণ্ডিত ঠাকুর কৃপা করিয়াছেন সর্ব্বথা ॥২১২॥
গোঁসাই স্বরূপ হঞা দরশন দিলা।
শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিত মোরে কৃপা কৈলা ॥২১৩॥
যদি আমি তাঁহার চরণে ভৃত্য হব।
এ নাম তিলক তার প্রত্যক্ষে দেখাব ॥২১৪॥
এত বাক্য শুনি তবে মহান্ত সকল।
শ্যামানন্দ মাথে দিল তিলক নির্ম্মল ॥২১৫॥
হরি পদাকৃতি করি মাঝে বিন্দু দিলা।
শ্যামানন্দ নাম তার হৃদয়ে লিখিলা ॥২১৬॥
মহান্ত সমাজ আনি তাহে উভা কৈলা।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম সবে উচ্চারিলা ॥২১৭॥
সকল মহান্ত বর মাগে প্রভু স্থানে।
যদি তব কৃপা সত্য রাখ ভক্তজনে ॥২১৮॥
সকল মহান্তগণ কহেন গোসাঞিরে।
তিলক পুছহ তুমি ধৌত কর নীরে ॥২১৯॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞি চিন্তিত হইয়া।
তিলক ধুইতে যান হাতে ঝারি লৈয়া ॥২২০॥
শ্যামানন্দ ডাকেন তবে আতঙ্ক হইয়া।
শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিত ঠাকুর রাখহ আসিয়া ॥২২১॥
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ শ্যামানন্দের মাথে।
জল দিয়া তিলক ধুইল কপালেতে ॥২২২॥

হৃদয়ে ধুইল শ্যামানন্দ নামাক্ষর।
গোসাঞি বসিলা গিয়া মহান্ত ভিতর ॥২২৩॥
শ্যামানন্দ গোসাঞি ডাকেন উচ্চস্বরে।
পণ্ডিত ঠাকুর আসি রক্ষা কর মোরে ॥২২৪॥
এত বলি ডাকিলেন শ্যামানন্দ রায়।
তিলক হইল মাথে বিন্দু শোভা পায় ॥২২৫॥
শ্যামানন্দ নাম তার হৈল হৃদিমাঝে।
দেখিতে লাগিলা সব মহান্ত সমাজে ॥২২৬॥
যেমত তিলক ছিলা সেইমত হৈলা।
শ্যামানন্দ নামাক্ষর হৃদে প্রকাশিলা ॥২২৭॥
নিরীক্ষণ করি সব মহান্ত দেখিলা।
যে নাম তিলক বিন্দু উজ্জ্বল হইলা ॥২২৮॥
সুবলের কৃপা শ্রীমতীর আজ্ঞা হৈতে।
সে নাম তিলক সবা হৈল বিদিতে ॥২২৯॥
হৃদয়ানন্দ গোসাঞি তিলক নাম দেখি।
লজ্জাতে আকুল হৈয়া হৈল অধোমুখি ॥২৩০॥
সকল মহান্তগণ উঠি হরিধ্বনি করি।
আনন্দ হইল শ্যামানন্দে বুকে ধরি ॥২৩১॥
কেহ কেহ কোলে করি চুম্ব খান মুখে।
কেহ শ্যামানন্দ বলি ডাকে অতি সুখে ॥২৩২॥
কেহ বলে এই অতি অপুর্ব্ব দেখিলা।
স্বপনের কথা সাধু সাক্ষাৎ হইলা ॥২৩৩॥
কেহ বলে সুবল চাঁদের এই ভঙ্গী।
কৃপা করি শ্যামানন্দে কৈলা আত্মসঙ্গী ॥২৩৪॥
কেহ বলে শ্যামা পদচিহ্ন কপালেতে।
শ্যামার আনন্দে শ্যামানন্দ নাম তাতে ॥২৩৫॥
এতদেখি শ্রীগোসাঞি অষ্ঠাঙ্গ হইলা।
সর্ব্ব মহান্তেরগণে প্রনাম করিলা ॥২৩৬॥
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞির পাদে।
দণ্ডবৎ করে প্রেমে অশ্রু গদ গদে ॥২৩৭
গোসাঞি করিয়া কোলে গলায় বান্ধিয়া।
মুখেতে চুম্বন দিয়া কোলে বসাইয়া ॥২৩৮।
আশীর্ব্বাদ করি তারে বহু প্রশংসিল।
প্রাণাধিক করি গোসাঞি সঙ্গেতে রাখিল ॥২৩৯॥
সকল মহান্তগণে পুনঃ স্নান কৈলা।
রসুই করিয়া সবে ভোজন করিলা ॥২৪০॥
শ্রীজীব গোসাঞি কাছে শ্যামানন্দ গেল।
অষ্ঠাঙ্গ হইয়া বহু দণ্ডবৎ কৈল ॥২৪১॥
শ্রীজীব গোসাঞি কোলে করি চুম্ব দিলা।
কহে আমি প্রাণ দেহ তোমা সমর্পিলা ॥২৪২॥
তুমি ভক্ত নহ মোর হও প্রাণ সম।
তোমার প্রেমেতে বান্ধা হইল আমার জীবন ॥২৪৩॥
ধন্য ধন্য কনকমঞ্জুরী শ্যামানন্দ।
তোমার সেবাতে শ্যামার হইল আনন্দ ॥২৪৪॥
এত কহি পাঠাইল গোস্বামীর স্থানে।
তার কাছে থাক তুমি চরণ সেবনে ॥২৪৫॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঁইর চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহুঁ এই মাত্র বল ॥২৪৬॥
শ্রীরূপ মঞ্জুরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল তিন দশার আখ্যান ॥২৪৭॥

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীমন্মহাপ্রভু পার্ষদবর্গের ব্রজধামে গমন, বিচারসভা এবং হরিপাদাকৃতি মধ্যে বিন্দু তিলক ও শ্যামানন্দ নাম প্রকাশ তৃতীয় দশা সম্পূর্ণা ॥

—চতুর্থ দশা—

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন ॥১॥
তারপর দিন সব মহান্ত উঠিলা।
ব্রজ পরিক্রমা লাগি সবাই চলিলা ॥২॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞি সঙ্গে শ্যামানন্দ।
পরিক্রমায় চলিলেন হইয়া আনন্দ ॥৩॥
দ্বাদশ বন আর যত উপবন।
আর যত কুঞ্জ সব করিলা দরশন ॥৪॥
একদিন সঙ্কেত কুঞ্জে রাস হৈতে ছিলা।
দর্শন করিতে সব মহান্ত আসিলা ॥৫॥
রাধাকৃষ্ণ নৃত্য করেন সখীগণ লঞা।
মধুর গায়ন করেন প্রেমে মত্ত হঞা ॥৬॥
নানাবিধ নৃত্য করেন নানাবিধ গান।
নানাবিধ যন্ত্র বাজে অতি অনুপাম ॥৭॥
দেখিয়া মহান্তগণ আনন্দিত হৈলা।
শ্যামানন্দ গোসাঞি দেখি মূর্চ্ছিত হইলা ॥৮॥
রাধাকৃষ্ণ বলি কুঞ্জে গড়াগড়ি যান।
প্রেমেতে ভাসিল সব নয়ান বয়ান ॥৯॥
উঠিয়া গোপীর ভাব প্রকাশ করিলা।
মাথে বস্ত্র দিয়া তথা নাচিতে লাগিলা ॥১০॥
রাধাকৃষ্ণ নাম মুখে করেন গায়ন।
নাচিতে লাগিলা প্রেমে করিয়া রোদন ॥১১॥
হৃদয়ানন্দ গোসাঞি নিরখিয়া ভাব।
রাধিকার ভাব এই মোর নাই লাভ ॥১২॥
আমার কৃষ্ণের সঙ্গী নহে শ্যামানন্দ।
এতক্ষণে বুঝিলুঁ ইহার পরিবন্ধ ॥১৩॥
মোর নিজ ভাব ছাড়ি করে রাধাভাব।
রাধিকার সখী এই মোর নাই লাভ ॥১৪॥
এত বলি রাস ছাড়ি আইলা নিজস্থানে।
অন্তরে বাধিলা অভিমান হইল মনে ॥১৫॥
শ্যামানন্দ গোসাঞি রহিলা রাসস্থানে।
শ্রীহৃদয়ানন্দের বড় ক্রোধ হইলা মনে ॥১৬॥
রাস পূর্ণ হৈলা তবে আইলা শ্যামানন্দ।
সকল মহান্ত অছিলা হইয়া আনন্দ ॥১৭॥
শ্যামানন্দ শয়ন করিলা নিজ স্থানে।
প্রাতঃকালে গেল তবে গুরু দরশনে ॥১৮॥
দর্শন করিয়া বহু প্রণাম করিলা।
দেখিয়া হৃদয়ানন্দ বড় ক্রোধ হৈলা ॥১৯॥
ক্রোধ করিয়া গোসাঞি বলিতে লাগিলা।
আমার কৃষ্ণের ভাব কেন যে ছাড়িলা ॥২০॥
গোপীভাব হৈল তোর গোপীর লক্ষণ।
আর আমা সঙ্গে তব কিবা প্রয়োজন ॥২১॥
এত শুনি শ্যামানন্দ কহেন মধুর।
রাধিকার ভাবে ভজে পণ্ডিত ঠাকুর ॥২২॥
কৃষ্ণ সঙ্গে রহে রাধা ভাব অনুক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার করেন মিলন ॥২৩॥
রাধাকৃষ্ণ সঙ্গেতে থাকেন অনুক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণরাসলীলা করেন দর্শন ॥২৪॥
সেই সঙ্গে ভাব মোর হৈল উদ্দীপন।
কেমনে ছাড়িনু প্রভু তোমার চরণ ॥২৫॥
রাধা বেশ হন কুঞ্জে সুবল ঠাকুর।
তার ভাব আস্বাদন করিলা মধুর ॥২৬॥
এত শুনি গোসাঞি কহেন সব মিথ্যা।
পণ্ডিত ঠাকুর মুখে না শুনি একথা ॥২৭॥

সখা বিনু রাধাভাব কভু না করিবে।
মোর সখ্য ভাব যেই সেই আচরিবে ॥২৮।
এত শুনি শ্যামানন্দ বলেন বচন।
সখ্যভাব করিতে নারিব আচরণ ॥২৯॥
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ মহাক্রোধ হইলা।
উঠিয়া শ্যামানন্দে প্রহার করিলা ॥৩০॥
ছড়ি দুই তিন মারি হাতে পায়ে পিঠে
মাংস ফাটি রক্ত পড়ে গোসাঞি ভূমে লুটে ॥৩১॥
দেখিয়া মহান্তগণ ধাঁইয়া ধরিলা।
সবে ক্রোধ করি তারে বালতে লাগিলা ॥৩২॥
শুনহ হৃদয়ানন্দ কি তোমার চিত।
শ্যামানন্দে মার তুমি ভাল নহে রীত ॥৩৩॥
পূর্ব্বে শ্যামানন্দ মোরে বিরলে কহিলা।
এবে তুমি সাক্ষাৎ বধের ভাগী হৈলা ॥৩৪
মধুর ভাবাশ্রিতে সর্ব্বভাব মিলে।
কি বুঝিয়া শ্যামানন্দে তাড়না করিলে ॥৩৫॥
সকল মহান্ত শ্যামানন্দে আশ্বাসিল।
তবে শ্যামানন্দ কিছু প্রার্থনা করিল ।৩৬॥
মোর ভাগ্য হৈল প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।
মহা আনন্দিত হৈয়া অষ্টাঙ্গ হইলা ।৩৭।
এতদিনে প্রভু মোরে প্রসাদ করিলা।
অঙ্গ অপরাধ মোর সব দূর হৈলা ॥৩৮॥
মোর অপরাধ প্রভু ক্ষমহ অন্তরে।
প্রভু আজ্ঞা নষ্ট কৈনু মুই মূর্খ ছারে ।৩৯॥
পঞ্চপুত্র হৈল যেন এক হইল সুতা।
ইহা জানি প্রভু কিছু না করিহ চিন্তা ॥৪০।
এত বাক্য শুনি গোসাঞি কোলেতে করিলা।
দুঃখ না করিবে মনে আমি তোরে মাইলা। ৪১॥
এত শুনি গোসাঞিরে প্রণাম করিলা।
দুঃখ নহে প্রভু মোর আনন্দ বাড়িলা ॥৪২॥
প্রহার সে নহে মোর সুগন্ধি চন্দন।
শীতল হইল মোর তনু প্রাণ মন ॥৪৩॥
এতদিনে প্রভু মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
আপনা করিয়া মোরে প্রসাদ করিলা ॥৪৪॥
শ্রীশ্যামানন্দের শুনি এসব বচন।
ধন্য ধন্য করে যত মহান্তের গণ ॥৪৫।
তবে সব সাধুগণ স্নানেতে চলিলা।
সঙ্কেত কুণ্ডেতে গিয়া সবে স্নান কৈলা ॥৪৬॥
স্নান সারি করিলেন রসুই ভোজন।
সঙ্কেত দর্শন কৈলা যত কুঞ্জবন ॥৪৭॥
সেইদিন সেইস্থানে বিশ্রাম করিলা।
রাত্রে শ্রীহৃদয়ানন্দ স্বপন দেখিলা ॥৪৮॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দরশন দিল।
তারে দেখিয়া গোসাঞি প্রণাম করিল ॥৪৯॥
মহাপ্রভু অঙ্গে শুক্ল উড়ান আছিলা।
রক্তে ভিজিয়াছে কিছু দেখিতে পাইলা ॥৫০॥
হাতে পায়ে পৃষ্ঠে মাংস কাটিয়া গিয়াছে।
রক্তেতে উড়ানি ভিজি কামড়িয়া আছে ॥৫১॥
মহাপ্রভু দেখিয়া সে গোসাঞি শুধায়।
একি বিপরীত প্রভু শ্রীঅঙ্গে দেখায় ॥৫২॥
তব কৃপা হৈতে পারি এ রক্ত বসন।
শ্যামানন্দ মোর আত্মা করিলে ঘাতন ॥৫৩।
কনকমঞ্জরী রাইর নিজ সহচরী।
তারেহ পরীক্ষা কর কি সংশয় করি ॥৫৪॥
তাহারে মারিলে মোর অঙ্গেতে বাজিল।
রকতে জর্জ্জর তনু বসন ডুবিল ॥৫৫॥
এত শুনি গোসাঞি পড়িল শ্রীচরণে।
আর মোর নিস্তার নাহিক ত্রিভুবনে ॥৫৬।
শ্যামানন্দ তব দেহ আমি নাহি জানি।
এবার উদ্ধার মোরে কর পদ্মপাণি ॥৫৭॥

মোর অপরাধ হৈল তব শ্রীচরণে।
প্রভু না ক্ষমিলে আমি ত্যজিব পরাণে ।।৫৮।।
এত শুনি মহাপ্রভু করুণা করিলা।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহিতে লাগিলা ।।৫৯।।
হৃদয়ানন্দ আমার শুনহ বচন।
শ্রীরাধার নিজ প্রিয়ে করিলে দণ্ডন ।।৬০।।
ভক্ত ঠাঁই অপরাধ প্রভু নাহি সয়।
রাধাকৃষ্ণ অতি প্রিয় শ্যামানন্দ রায় ।।৬১।।
যে হইল অপরাধ শুন বলি আমি।
সাধু-অপরাধে সাধু সেবা কর তুমি ।।৬২।।
বৈষ্ণবের অপরাধ তুমিহ মানিবে।
দ্বাদশ মহোৎসব কর তবে ক্ষমা হবে ।।৬৩।।
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ মহোৎসব মানিলা।
মহাপ্রভু পদ তুলি তার মাথে দিলা ।।৬৪।।
আশীর্ব্বাদ দিয়া প্রভু অন্তর্ধান হৈল।
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ উঠিয়া বসিল ।।৬৫।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি স্মরণ করিলা।
প্রাতঃকাল হৈলে স্বপ্ন মনে স্মৃতি হৈলা ।।৬৬।।
প্রাতঃকালে মহান্তগণ দরশন কৈল।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব সকলে কহিল ।।৬৭।।
কালি আমি শেষ রাত্রে দেখিনু স্বপন।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিলেন দরশন ।।৬৮।।
শ্যামানন্দ অঙ্গে যত করিয়াছি ঘাত।
মহাপ্রভুর ঠাঁই হৈছে রক্তপাত ।।৬৯।।
হাতে পায়ে পৃষ্ঠে মাংস কাটিয়া গিয়াছে।
রক্তেতে উড়ানি সব ডুবিয়া রহিছে ।।৭০।।
শুধাইনু প্রভুপদে প্রণাম করিয়া।
প্রভু কহে তব কৃপা শ্যামানন্দ দিয়া ।।৭১।।
মোর আত্মা শ্যামানন্দ তাহারে মারিলা।
মোর অঙ্গে বাজি রক্তে বসন ভিজিলা ।।৭২।।
এত শুনি প্রভু পদে পড়িনু কাতরে।
একবার উদ্ধার করহ প্রভু মোরে ।।৭৩।।
শ্যামানন্দ দেহ তোমার আমিনা জানিল।
সেই অঙ্গে ঘাত করি অপরাধী হৈল ।।৭৪।।
শ্রীঅঙ্গে করিনু ঘাত নাহিক নিস্তার
তোমার চরণ বিনু গতি নাহি আর ।।৭৫।।
এত শুনি মহাপ্রভু করুণা করিল।
দ্বাদশ মহোৎসব মোরে আজ্ঞা দিল ।।৭৬।।
তাঁর বাক্য শুনি আমি অঙ্গীকার কৈলা।
অষ্টাঙ্গ হইয়া তবে প্রণাম করিলা ।।৭৭।।
মহাপ্রভু পদতুলি মোর মাথে দিলা।
কৃষ্ণে ভক্তিরস্তু বলি অন্তর্দ্ধান হৈলা ।।৭৮।।
সাধুস্থানে অপরাধী হৈনু প্রভুস্থানে।
এবার উদ্ধার কর মোরে সাধুগণে ।।৭৯।।
শুনিয়া মহান্ত সব কহিতে লাগিলা।
এই কথা সত্য সবে নিশ্চয় জানিলা ।।৮০।।
শ্যামানন্দে স্বপ্নে কৃপা তুমি না মানিলা।
সেই সত্য হয় যদি এই সত হৈলা ।।৮১।।
সকল মহান্ত স্থানে গোসাঞি কহিলা।
মহোৎসব মানি সব সত্য জানাইলা ।।৮২।।
এত শুনি শ্যামানন্দ কহেন গোসাঞি।
মোর এক ভিক্ষা সব সাধুজন ঠাঁঞি ।।৮৩।।
প্রভু সঙ্গে কৈনু বাদ মোর অপরাধ।
সকল মহান্ত মোরে করহ প্রসাদ ।৮৪।।
দ্বাদশ মহোৎসব মোরে এই ভিক্ষা দেহ।
সবে কৃপা করিয়া আপনা করি লহ। ৮৫।।
সকল মহান্তগণে আনন্দ হইলা।
দ্বাদশ মহোৎসব আমরা তোমারে যে দিলা ।।৮৬।।
সবে কহে ধন্য শ্যামানন্দ নাম তোমার।
আপনি উদ্ধারি কৈলে গুরুকে উদ্ধার ।।৮৭।।

তুমি রক্ত নহ হও সবাকার প্রাণ
এত বলি দিল তারে আলিঙ্গন দান ॥৮৮॥
তবে শ্যামানন্দ উঠি প্রণাম করিলা।
গোসাঞির পায়ে পড়ি সাষ্ঠাঙ্গ হইলা ॥৮৯॥
গোসাঞি করিয়া কোলে আশীর্ব্বাদ কৈলা।
সকল মহান্তপাদে সাষ্ঠাঙ্গে নমিলা ॥৯০॥
সবে মিলি পুনঃ তবে বিচার করিল।
শ্যামানন্দে আগে বৃন্দাবনে পাঠাইল ॥৯১
মহোৎসবের সামগ্রী কর তুমি গিয়া।
আমরা মিলিব পাছে পরিক্রমা দিয়া ॥৯২॥
শুনি শ্যামানন্দ বড় আনন্দ হইলা।
সকল মহান্ত পাদে প্রণাম করিলা ॥৯৩॥
বিদায় হইয়া তবে গেল বৃন্দাবন।
পরিক্রমা করিতে গেলেন সাধুগণ ॥৯৪॥
শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে প্রবেশ হইলা।
শ্রীজীব গোসাঞির পায় দণ্ডবৎ হৈলা ॥৯৫॥
শ্রীজীবে কহিল তবে সব বিবরণ
শুনিয়া হইল সেহ আনন্দিত মন ॥৯৬॥
শ্যামানন্দ গোসাঞিরে কোলেতে করিলা।
ধন্য শ্যামানন্দ তুমি সবায় উদ্ধারিলা ॥৯৭
শ্রীজীব গোসাঞি তবে ভাণ্ডার হইতে।
মহোৎসব সামগ্রী সব লাগিলা করিতে ॥৯৮॥
শ্রীজীব ডাকিয়া সব ব্রজবাসীগণে।
মহোৎসব তরে ভিক্ষা কৈল সবাস্থানে ॥৯৯॥
শ্যামানন্দ গোস্বামীর মহোৎসব শুনি।
ভাণ্ডার খুলিয়া দিল ব্রজবাসী আনি ॥১০০॥
তবে শ্যামানন্দ শ্রীমথুরা ভিক্ষা কৈলা।
মহোৎসব সামগ্রী সেও স্থানে হইলা ॥১০১॥
মথুরা হইতে বৃন্দাবনেতে আইলা।
মহোৎসবের সামগ্রী প্রস্তুত করিলা ॥১০২॥

পরিক্রমা করি সব মহান্ত আইলা।
সবে আমি বৃন্দাবনে প্রবেশ হইলা ॥১০৩॥
শ্যামানন্দ নিবেদিল শ্রীজীব চরণে।
আমি কিছু নাহি জানি জানহ আপনে ॥১০৪॥
যে আজ্ঞা করিবে মোয়ে সে কার্য্য করিব
মহোৎসব অধিকারী আপনি হইব ॥১০৫॥
শ্রীজীব গোসাঞি আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে।
আমন্ত্রণ কর ব্রজে যত সাধুজনে ॥১০৬॥
সকল মহান্ত আর ব্রজবাসীগণে।
সভাকারে আমন্ত্রণ কর ব্রজ স্থানে ॥১০৭॥
আজ্ঞা পাঞা ভৃত্যগণে আমন্ত্রণ কৈলা
জ্যৈষ্ঠ শুক্লা পঞ্চমীতে মহোৎসব আরম্ভিলা ॥১০৮॥
লুচি পুরী মিঠাই ক্ষীর শর্কর দধি।
ঘর ভরা দ্রব্য সব নাহিক অবধি ॥১০৯॥
নানা উপহার তার কে করিবে লেখা।
সকল পক্কান্ন দ্রব্য অমৃত অধিকা ॥১১০॥
এ সকল দ্রব্য কৈল পর্ব্বত প্রমাণে।
পাকা মহোৎসব দিল সব সাধুগণে ॥১১১॥
সব ব্রজবাসী গিয়া করিল ভোজন।
বোঝা বাঁধি কত দ্রব্য নিল কতজন ॥১১২॥
এই মতে এক মহা-মহোৎসব হৈলা।
দ্বাদশ দিবস অন্ন মহোৎসব কৈলা ॥১১৩।
পূর্ণিমাতে রাধাকৃষ্ণ রাস দরশন
যাত্রা দেখি সব লোকে আনন্দিত মন ॥১১৪॥
এই মতে দ্বাদশ দিবস পূর্ণ হৈলা।
পূজা করি সাধুজনে বিদায় করিলা ॥১১৫॥
তবে শ্যামানন্দ শ্রীহৃদয়ানন্দ স্থানে।
প্রণাম করিয়া তাঁরে করে নিবেদনে ॥১১৬॥
মোর কিছু নাই প্রভু সকল তোমার।
যে কৃপা করিবে প্রভু সেই যে আমার ॥১১৭॥

(ক্রমশঃ)

এত বলি পাঁচটি মোহর হাতে লইয়া।
অষ্টাঙ্গ হইলা তবে প্রভু পদে দিয়া ॥১১৮॥
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ কোলেতে করিলা।
মাথে পদ দিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি বর দিলা ॥১১৯॥
নাম মন্ত্র দিয়া জীবে করিবে উদ্ধার।
শ্যামানন্দ কহে প্রভু যে আজ্ঞা তোমার ॥১২০॥
তবে সব সাধুগণে বিদায় করিলা।
হৃদয়ানন্দ গোসাঞি আগমন কৈলা ॥১২১॥
শ্রীজীব গোসাঞি সব মহান্ত মিলিয়া।
যথাযোগ্য সারে তারে বিনতি হইয়া ॥১২২॥
শ্যামানন্দ গোসাঞিরে কোলেতে করিল।
শ্রীজীব গোসাঞি কাছে সমর্পিয়া দিল ॥১২৩॥
সকল মহান্তগণে গমন করিলা।
শ্যামানন্দ অনুব্রজি কতদূরে গেলা ॥১২৪॥
সকল মহান্ত তারে বিদায় করিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া তেঁহ পড়িয়া ভূমিতে ॥১২৫॥
সকল মহান্ত তারে প্রবোধ করিয়া।
কোলাগ্রত করি কহে সদয় হইয়া ॥১২৬॥
গোসাঞি সবার মান্য দণ্ডবৎ করে।
একে একে প্রণাম করি শ্রীচরণ ধরে ॥১২৭॥
সকল মহান্তগণে করিলা গমন।
শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে অছিল ততক্ষণ ॥১২৮॥
শ্রীজীব সঙ্গেতে বাস করিয়া রহিলা।
এইরূপে কথোদিন বৃন্দাবনে গেলা ॥১২৯॥
নিত্যকুঞ্জ সেবন শ্রীভাগবত শ্রবণ।
লক্ষ হরিনাম নিত্য করেন ভজন ॥১৩০॥

এই মত থাকে সদা শ্যামানন্দ রায়।
ব্রজভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র নাহি যায় ॥১৩১॥
একদিন রাত্রে করে নাম সংকীর্ত্তন।
তার মধ্যে তন্দ্রা আসি গ্রাসিল নয়ন ॥১৩২॥
রাধাকৃষ্ণ দুইজনে রত্ন সিংহাসনে।
সর্ব্ব সখীগণ সঙ্গে করেন সেবনে ॥১৩৩॥
নিরখিয়া শ্যামানন্দ দণ্ডবৎ কৈল।
ললিতারে উঠাইতে রাই আজ্ঞা দিল ॥১৩৪॥
সকল বৃত্তান্ত তারে জিজ্ঞাসা করিল।
শ্রীচরণে শ্যামানন্দ সব জানাইল ॥১৩৫॥
শুনি রাধাকৃষ্ণ হৈল পরম আনন্দ।
আজ্ঞা করে বাক্য আমার শুন শ্যামানন্দ ॥১৩৬॥
উৎকলের লোক সব হৈল পাপাচার।
উপদেশ দিয়া তারে করহ নিস্তার ॥১৩৭॥
মোর ব্রজবাসী সব গতায়াত করে।
পথেতে যাইতে তা' সবারে নাহি পারে ॥১৩৮॥
দুষ্ট লোক সব তুমি করিবে নিস্তার।
মোর প্রেম-ভক্তি দিয়া কর প্রতিকার ॥১৩৯॥
মোর নিত্য প্রিয় হয় রসিক মুরারী।
তারে লৈয়া তুমি গিয়া কর সবে পারি ॥১৪০॥
এইমতে রাধাকৃষ্ণ দুইজনা কয়।
হেনকালে শ্যামানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হয় ॥১৪১॥
নেত্র মেলাইয়া দেখে শ্যামানন্দ রায়।
কোথা গেল রাধাকৃষ্ণ দেখিতে না পায় ॥১৪২॥
ক্ষণেক রোদন করি সুস্থির হইল।
জাগ্রতে স্বপন বলি কারে না কহিল ॥১৪৩॥

এইমত কথোদিন গেল সেই স্থানে।
একদিন জীব চাঁদে দেখেন স্বপনে ।।১৪৪।।
রাধাকৃষ্ণ দরশন একদিন হৈল।
তারে দেখি শ্রীরাধিকা কহিতে লাগিল ॥১৪৫॥
শুন শুন ওহে জীব আমার বচন।
শ্যামানন্দে কহ করু উৎকলে গমন ।।১৪৬।।
রসিকমুরারী মোর অতি প্রিয় হয়।
তারে লইয়া মোর ভক্তের সেবা আচরয় ॥১৪৭॥
মোর ভক্তজনে পথে সেবন করিবে।
উৎকলের দুষ্ট লোকে প্রবোধন দিবে ॥১৪৮॥
আমি কহিয়াছি সে না যায় কি কারণে।
তুমি তারে থাকিতে না দিবে বৃন্দাবনে ॥১৪৯॥
এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইল।
শ্রীজীব স্বপন দেখি উঠিয়া বসিল ।।১৫০।।
প্রাতঃকালে জীব শ্যামানন্দেরে ডাকিলা।
স্বপ্নের সকল কথা তাহারে কহিলা ।।১৫১।।
রাধাকৃষ্ণ আজ্ঞা তোমা উড়িষ্যা যাইতে।
আজ্ঞা না মানিয়া রহ কি ভাবিয়া চিতে ॥১৫২॥
শ্রীজীব করিলা আজ্ঞা যাইতে উড়িষ্যায়।
সে দেশে পতিত তারি আসিবে এথায় ॥১৫৩॥
শ্রীমতীর এই আজ্ঞা হঞাছে তোমারে।
আজ্ঞার পালন করি আসিবে স্বত্বরে ॥১৫৪॥
রসিকমুরারী তথা আছেন অবতরি।
তাঁহারে কহিবে যত বৃত্তান্ত বিবরি ।।১৫৫।।
আমার বচনে তুমি চলিবে এখন।
রসিক মুরারি লৈয়া তারহ ভুবন ।।১৫৬।।
শ্রীজীবের আজ্ঞা পাঞা দণ্ডবৎ করি।
প্রস্থান করিল রাধাকৃষ্ণ হৃদে স্মরি ।।১৫৭।।
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এইমাত্র বল ।।১৫৮।।
শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে চারি দশার আখ্যান ॥১৫৯॥

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীহৃদয়ানন্দের শ্যামানন্দ প্রভুকে প্রহার, দ্বাদশ দিবসব্যাপী দণ্ডমহোৎসব, শ্যামানন্দ প্রভুপ্রতি উৎকলে রসিকমুরারী সহ প্রেম ধর্ম্ম প্রচার ও জীবোদ্ধারণে শ্রীরাধারাণীর আজ্ঞা নাম চতুর্থ দশা সম্পূর্ণ ॥

পঞ্চম দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন ॥১॥
হেনরূপে বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ রায়।
রাধাকৃষ্ণ আজ্ঞা পাঞা উৎকলেতে যায় ॥২॥
বৃন্দাবন ত্যজিব বলি মনোদুঃখ কৈলা।
শ্রীজীবে প্রণাম করি গমন করিলা ॥৩॥
নিকুঞ্জ ভবনে গিয়া গড়াগড়ি দিল।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমোল্লাস হৃদেতে বাড়িল ॥৪॥
সদা বৃন্দাবন লীলা স্মরণ অন্তরে।
মনোদুঃখে বাহিরিল উৎকল নগরে ॥৫॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাই যেই পথে যায়।
প্রেমে মত্ত হঞা লোক হরি বলি ধায় ॥৬॥
প্রেম দেখি সঙ্গ লইলা বৈষ্ণবগণ।
শ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ ঠাকুর সেবন ॥৭॥
এইমত কত দিন পথেতে চলিলা।
উৎকলের ধলভূমে গিয়া প্রবেশিলা ॥৮॥
এথা রাজা নাম ধল নবীন কিশোর।
বড় দুষ্ট দুরাচার নষ্টমাতে ঘোর ॥৯॥
তার ইষ্ট দেবী নাম মুণ্ডুলিয়া রঙ্কিনী।
মহাপ্রতাপিনী তিনি কি কহিব আমি ॥১০॥
তীর্থবাসী বৈষ্ণব, পরদেশী যে আইসে।
বাসা লঞা দেন সবে তাঁহার আবাসে ॥১১॥
চতুর্দিক রুদ্ধমাত্র দ্বার আছে যানে।
বাসা দিয়া কপাট নাড়েন দুষ্টগণে ॥১২॥
রাত্রে দেবী সে সবারে সংহার করয়ে।
রাজাকে আশিষ দিয়া শোণী মাংস খায়ে ॥১৩॥
শ্রীগোসাঞি সেইখানে প্রবেশ হইল।
রাজার সেবক লৈঞা দেবী গৃহে গেল ॥১৪॥
বাহিরে কপাট দিয়া চলিয়া আইলা।
ভক্ষন করহ মাতঙ্গিনী বলিয়া কহিলা ॥১৫॥
গোসাঞি বলেন রাজা ভাল বাসা দিল।
নির্মল নির্জন স্থান মনস্থির হইল ॥১৬॥
গোসাঞি কহেন সব বৈষ্ণবের গণে।
রাধাকৃষ্ণ স্মরণ করহ সর্ব্বজনে ॥১৭॥
হেনমতে নিশা অর্দ্ধ প্রবেশ হইলা।
শ্রীশ্যামানন্দ দর্শনে রঙ্কিনী আইলা ॥১৮॥
শ্রীগোস্বামীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গী হইল।
চরণেতে পড়ি বহু স্তুতি আরম্ভিল ॥১৯॥
কহেন গোস্বামী দেবী উঠহ সত্বর।
দেবী কহেন দোষ ক্ষম দয়ার সাগর ॥২০॥
এত কহি রাজা কাছে গমন করিল।
শয়ন স্থানেতে গিয়া প্রবেশ হইল ॥২১॥
হাতে কাতি খর্পর লইয়া ক্রোধভরে।
বলে রাজা সবংশে মারিব আমি তোরে ॥২২॥

মোর ইষ্টদেব প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
তারে মোর গৃহে ভরি কপাট লাগায় ॥২৩॥
যার তেজে ছাতি মোর চড়চড় করে।
ভয়েতে চরণে আমি পড়িনু কাতরে ॥২৪॥
বড় কৃপাময় প্রভু দয়ার সাগর।
আস্ত ব্যস্ত দেখি প্রাণ রাখিল মাত্তর ॥২৫॥
সবংশ লইয়া রাজা পদে পড় গিয়া।
না গেলে মরিবে সবে গেনু আমি ক'এ্যা ॥২৬॥
এতশুনি রাজা হৃদে বড় দুঃখ কৈলা।
দেবীর চরণে রাজা পড়িয়া রহিলা ॥২৭॥
কি বুদ্ধি করিব আমি আজ্ঞা দেহ মোরে।
দেবী কহে সবে গিয়া সেব গোস্বামীরে ॥২৮॥
এত বলিয়া রঙ্কিনী অন্তর্ধান হৈলা।
শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী কাছে প্রবেশিলা ॥২৯॥
দেখিলেন শ্রীগোস্বামী পহুড়িয়া আছে।
রঙ্কিনী গিয়া বসিলেন শ্রীচরণ কাছে ॥৩০॥
নিজ হস্ত দিয়া প্রভুর চরণ সঞ্চালে।
মহোল্লাস হইয়া দেবী ভাসে প্রেম জলে ॥৩১॥
এত রাজা চিত্তে ভাবি মহাভয় কৈলা।
সবংশে লইয়া দেবী ভবনে চলিলা ॥৩২॥
রাজা পাটরাণী চলে অর্ঘ্যস্থালী লইয়া।
আর কেহ কেহ যায় দিহুড়ী জ্বালিয়া ॥৩৩॥
দেবীর ভবনে গিয়া প্রবেশ হইলা।
কপাট মেলিয়া তারে সাষ্টাঙ্গী হইলা ॥৩৪॥
গলেতে বসন-দিয়া উচ্চারয় তুণ্ডে।
রাখ প্রভু শ্যামানন্দ এত বলি কান্দে ॥৩৫॥
আমি পাপী দুরাচার বিষয়েতে অন্ধ।
বহু অপরাধ কৈলুঁ প্রভু পদদ্বন্দ ॥৩৬॥
অভয় চরণে মুঁই শরণ লইনু।
প্রভু না ক্ষমিলে আমি সমুদ্রে ভাসিমু ॥৩৭॥
এত শুনিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বলে।
ভক্তদ্রোহী মুখ নাহি চাহি কোন কালে ॥৩৮॥
এতবলি সব সাধুগণে আজ্ঞা দিলা।
কপাট পাড়হ দ্বারে বলিয়া বলিলা ॥৩৯॥
প্রভু আজ্ঞা পাইয়া সব বৈষ্ণবগণ।
দ্বারেতে কপাট দিলা আনন্দিত মন ॥৪০॥
কিছুক্ষণে বিভাবরী পোহান্তি হইলা।
কুক্কুট বায়স আদি কোলাহল কৈলা ॥৪১॥
রাজাপাত্রমন্ত্রী রাজ সেবাতে আইল।
না দেখিয়া রাজা সবে মনোদুঃখ কৈল ॥৪২॥
কেহ এই বিবরণ সকল কহিলা।
শুনিয়া আশ্চর্য্য হৈয়া রাজা কাছে গেলা ॥৪৩॥
শ্রীগোস্বামী নিদ্রা ত্যজি উঠিয়া বসিল।
প্রাতঃ স্মরণ সারি মুখ পাখালিল ॥৪৪॥
শ্যামানন্দ প্রভু বহে শুন ভক্তগণ।
অন্য স্থানে যাব আমি করহ গমন ॥৪৫॥
টেরাবাড় দেহ রাজার মুখ না চাহিব।
সাধু অপরাধী রাজা দেশে না থাকিব ॥৪৬॥
এতশুনি ভক্তগণ টেরাবাড় দিল।
তবে শ্যামানন্দ প্রভু বাহার হইল ॥৪৭॥
পথেতে গমন করে হরিধ্বনি দিয়া।
রঙ্কিনী চলেন পাছে সুবেশ হইএ্যা ॥৪৮॥
দেখি রাজা রাণী সব মন দুঃখ কৈলা।
সমদল লইয়া সবে পাছে গুড়াইলা ॥৪৯॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা হৃদে সুমরিয়া।
পথেতে চলেন প্রভু সাধুগণ লইয়া ॥৫০॥

এইমত শ্রীগোস্বামী ষড় ক্রোশ গেলা।
সুবর্ণরেখা নদীতীরে গিয়া প্রবেশিলা ॥৫১॥
দুই তটে বন দেখে যেন বৃন্দাবন।
মধ্যেতে যমুনা বহে অতি সুশোভন ॥৫২॥
শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন আছে এই কাছে।
এইখানে রাধাকৃষ্ণ বিহার করিছে ॥৫৩॥
এই কৃষ্ণ লীলা ভাবি প্রেমোল্লাস হৈলা।
ভক্তগণে শ্রীগোস্বামী চাহিঁয়া আজ্ঞা দিলা ॥৫৪॥
এই আম্র বাগিচাতে উত্তরহ গিয়া।
স্নানার্চ্চন সকলি সারিব আমি ইহা ॥৫৫॥
এতশুনি ভক্তগণ আনন্দ হইলা।
আম্র বাগিচাতে গিয়া সভে উত্তরিলা ॥৫৬॥
শ্যামানন্দ প্রভু তবে স্নানেতে রহিল।
সেইক্ষণে রাজা গিয়া চরনে পড়িল ॥৫৭॥
বলে ত্রাহি মহা প্রভু পতিত পাবন।
আমি তুচ্ছ হীনাচার রাখহ জীবন ॥৫৮॥
শরন লইনু প্রভু কর তব দাস।
শুনি প্রভু কৃপা করি করিল আশ্বাস ॥৫৯॥
স্নান সারিয়া গোসাঞি বাসাতে আইলা।
নিত্য কর্ম্ম পূজা বিধি সকলি সারিলা ॥৬০॥
তবে রাজা লৈয়া দেবী রঙ্কিনী চলিলা।
গোস্বামী চরণ তলে গিয়া প্রণমিলা ॥৬১॥
বহু কৃপা করি তবে প্রভু শ্যামানন্দ।
হরিনাম দিল তারে হইয়া আনন্দ ॥৬২॥
রাজার সবংশ প্রভু স্থানে শিষ্য হৈলা।
তবে প্রভু কৃপা করি তাহারে বলিলা ॥৬৩॥
শুনহ নবীন কিশোর আমার বচন।
পাপ ত্যাগ করি ধর্ম্ম কর আচরন ॥৬৪॥

কৃষ্ণ নাম শরণ করহ রাত্র দিবা।
অনুক্ষনে বিপ্র বৈষ্ণবে করহ সেবা ॥৬৫॥
সাধু দর্শনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে।
অভিষ্ট কহিয়া তার চরণামৃত পাবে ॥৬৬॥
জীবেতে হিংসন কভু না করিহ তুমি।
আপনা জীবন যেন তারা জীব জানি ॥৬৭॥
এত শুনি রাজা শ্রীচরণেতে পড়িলা।
যে আজ্ঞা তোমার প্রভু বলিয়া বলিলা ॥৬৮॥
রাজা কহে অপরাধ ক্ষমহ আমারে।
কিছু সামগ্রী আনিব আজ্ঞা দেহ মোরে ॥৬৯॥
এতশুনি শ্রীগোস্বামী অঙ্গীকার কৈলা।
ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কিছু করহ বলিলা ॥৭০॥
শুনি রাজা পাত্র মন্ত্রীদিগে আজ্ঞা দিল।
সকল সামগ্রী হেথা ভেজহ বলিল ॥৭১॥
রাজ আজ্ঞা পাঞা সভে চলিল সত্বর।
প্রবেশ হইল গিয়া রাজার নগর ॥৭২॥
সেথা সকল সামগ্রী ভিয়ান করিল।
শত শত ভার বোঝা দিয়া চালাইল ॥৭৩॥
আপন সীমাতে যত বৈষ্ণব ছিলা।
ব্রাহ্মণ সমেতে সভে আমন্ত্রণ কৈলা ॥৭৪॥
যে জন শুনিল শ্যামানন্দের চরিত।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হৈল কৃতকৃত্য ॥৭৫॥
যারা যে ব্যবসায়ী ছিলা সব ত্যাগ কৈলা।
উৎকণ্ঠ হইয়া প্রভু দরশনে গেলা ॥৭৬॥
তবে রাজ ভৃত্য সব সামগ্রী লইয়া।
প্রবেশ হইল আম্র বাগানেতে গিয়া ॥৭৭॥
সামগ্রী দেখিয়া প্রভু আনন্দ হইলা।
পক্ক কর সাধুগন বলি আজ্ঞা কৈলা ॥৭৮॥

শুনিয়া বৈষ্ণব সভে উঠিল সত্বর।
রসুই আরম্ভ কৈল তোটার ভিতর ॥৭৯॥
একক্ষণ মাত্রে পক্ক সকলি করিলা।
বিগ্রহ শ্রীশ্যাম রায় ভোগ লাগাইয়া ॥৮০॥
শ্যামানন্দ প্রভু সব বৈষ্ণব লইয়া।
সুপক্ক ভোজন করে আনন্দিত হৈয়া ॥৮১॥
আর যত লোক ছিল সভে দিয়াইল।
ভোজন সম্পূর্ণে প্রভু আচমন কৈল ॥৮২॥
তবে রাজা আপনার সবংশ লইয়া।
অধরামৃত পায় সভে আনন্দিত হইয়া ॥৮৩॥
ভোজন সারিয়া রাজা প্রভু স্থানে গেলা।
একশ মোহর দিয়া প্রণাম করিলা ॥৮৪॥
সব বৈষ্ণবে বস্ত্র পরিধান কৈলা।
রাজ ভক্তি দেখি প্রভু আনন্দ হইলা ॥৮৫॥
যেইখানে আছে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
নাম হৈল শ্যামসুন্দরপুর পরে তার ॥৮৬॥

তবে রাজা গোস্বামীর চরণ তলে গিয়া।
অসংখ্য প্রণাম করে বিনতি করিয়া ॥৮৭॥
মোরে কৃপা করি এই গ্রামেতে থাকিবে।
সুদয়া করিয়া সদা দরশন দিবে ॥৮৮॥
শুনি শ্যামানন্দ রায় আনন্দ হইল।
তবে রাজা দিব্য গৃহ বানাইয়া দিল ॥৮৯॥
দশ পঞ্চ গ্রাম রাজা দিলেক সুচিত্তে।
সাধুগণ লৈয়া প্রভু রহে আনন্দেতে ॥৯০॥
দ্বাদশ মহোৎসব তবে নিকট হইলা।
গোস্বামী আজ্ঞাতে রাজা বহু দ্রব্য কৈলা ॥৯১॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল ॥৯২॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদ পদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে পঞ্চম দশার আখ্যান ॥৯৩॥

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে ব্রজভূমি হইতে উৎকল ভূবনে বিজয়, ধলভূমগড়ে রাজা নবীন কিশোর উদ্ধার নাম পঞ্চম দশা সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ দশা।

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন ॥১॥
এইমতে ধলভূমে মহোৎসব হৈল।
নানামত উপহার বহুদ্রব্য কৈল ॥২॥
রাজা প্রজা অনেক সামগ্রী সবে দিলা।
কত শত সম্প্রদায় প্রবেশ হইলা ॥৩॥
কেহ নাচে গায় কেহ করে সংকীর্ত্তন।
রাজা প্রজা দরশনে প্রেমে মত্ত মন ॥৪॥
কেহ কেহ নানা দ্রব্য লৈয়া ভেটী করে।
গড়াগড়ি দিয়া সবে বলে "হরে হরে" ॥৫॥
যেইদিকে দেখে হরিধ্বনি আছে পুরি।
উঠিল মঙ্গল নাদ চৌদিকেতে ভরি ॥৬॥
দাম মিশ্র সামবেদী ব্রাহ্মণ্য প্রধান।
সর্ব্বকার্য্য ভাণ্ডারেতে করে সমাধান ॥৭॥
এইমতে দ্বিতীয়াতে অধিবাস কৈল।
জ্যৈষ্ঠ মাস পূর্ণিমাতে পূর্ণ তবে হৈল ॥৮॥
মহোৎসব শুনি লোক আনন্দ সাগরে।
দূরদেশী লোক আসে প্রভু দেখিবারে ॥৯॥
এথা রয়নীতে থাকি অচ্যুত নন্দন।
দিবা নিশি রাধাকৃষ্ণ জপেন সঘন ॥১০॥
রাত্রে রাধাকৃষ্ণ আসি দরশন দিল।
অচ্যুতনন্দনে দেখি কহিতে লাগিল ॥১১॥

বলে চল তুমি শীঘ্র ঘাটশিলা নগরে।
সেথা আইসে শ্যামানন্দ মিলিবার তরে ॥১২॥
তার কাছে শিষ্য হবে তারে আজ্ঞা মোর।
তুমি গেলে হবে তেঁহ আনন্দে অঠোর ॥১৩॥
এত আজ্ঞা কহি অন্তর্ধানে চলি গেল।
শুনি অচ্যুতনন্দন প্রেমেতে ভাসিল ॥১৪॥
ততক্ষণে গমন করিল আজ্ঞা পাঞা।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত আনন্দিত হঞা ॥১৫॥
কাশীপুর দক্ষিণেতে পঞ্চতীর্থ নাম।
মধ্যাহ্ন কালেতে গিয়া মিলে সেইস্থান ॥১৬॥
উচ্চে রাধাকৃষ্ণ বলে জয় শ্যামানন্দ।
ময়ূরের নাদ শুনি প্রেমেতে আনন্দ ॥১৭॥
বেণুবৃক্ষ লাগি সংঘর্ষণে নাদ হৈল।
অচেতনে বসি ভ্রমে পড়িয়া রহিল ॥১৮॥
ব্যাঘ্র হস্তী ভল্লুক বানর মৃগপক্ষী।
কারো হিংসা নাহি মনে আছেন নিরখি ॥১৯॥
বনবাসে ভ্রমি পূর্ব্বে পাণ্ডু পঞ্চ পুত্র।
ভ্রমি মিলি গেল যেই স্থানেতে অদ্ভুত ॥২০॥
কুন্তী তৃষ্ণা হইতে দেখি যুধিষ্ঠির রাজন।
বৃকোদরে আজ্ঞা কৈল জলের কারণ ॥২১॥
শুনিয়া মারুতি গদা ভূমেতে চাপিল।
সেইস্থানে গঙ্গা দেবী বাহির হইল ॥২২॥

জলপান কৈল কুন্তী পুত্রগণ লৈয়া।
হেন পাণ্ডুয়াতে প্রভু রহিল পড়িয়া ॥২৩॥
রাধাকৃষ্ণ আসি তবে দিল দরশন।
আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দে করহ সেবন ॥২৪॥
গুরুশিষ্য দুইজন উৎকল তারিবে।
হরিনাম মহামন্ত্র দিয়া উদ্ধারিবে ॥২৫॥
আজ্ঞা দিয়া অন্তর্ধান হইল ততক্ষণ।
সচেত হইয়া তবে উঠিল সঘন ॥২৬॥
তবে কতক্ষণে ধল সীমাতে মিলিল।
ঘটশিলা গ্রামে আসি প্রবেশ হইল ॥২৭॥
লোকমুখে শ্যামানন্দ বৃত্তান্ত শুনিয়া।
সিংহপ্রায় রসিকেন্দ্র পহুঁচিল গিয়া ॥২৮॥
যেই দেখে বলে এই হয় নারায়ণ।
হরিধ্বনি দিয়া পাছে চলে সব জন ॥২৯॥
এথা শ্যামানন্দ প্রভু আছেন নিগমে।
রসিকেন্দ্র মিলনের উৎকণ্ঠিত মনে ॥৩০॥
বহুজন সঙ্গে চলে হরি হরি বলে।
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু জানিল অন্তরে ॥৩১॥
এইত রসিক বলি আনন্দ হইল।
দেখি অচ্যুতনন্দন চরণে পড়িল ॥৩২॥
শ্রীগোস্বামী তুলি তারে লৈয়া কোলে করি।
আনন্দ হইল পাঞা রসিকমুরারী ॥৩৩॥
তবে শ্রীগোস্বামী পদে রসিক পড়িল।
মোরে মন্ত্র দেহ প্রভু বলি নিবেদিল ॥৩৪॥
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
রসিকেরে মহামন্ত্র উপদেশ দিলা ॥৩৫॥
স্বহস্তে মস্তক লঞা তিলক রচিল।
ললিতার দত্ত মন্ত্র মুরারিরে দিল ॥৩৬॥

তথাহি—
নাসার্দ্ধং কেশপর্য্যন্তং উর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে কৃপাবিন্দুঃ যুক্তং তিলকং শ্যামমোহনং ॥
তবে আজ্ঞা করে শুন রসিকমুরারী।
দাম মিশ্রে শিষ্য কর আমা আজ্ঞা ধরি ॥৩৭॥
তবে দাম মিশ্র চরণেতে প্রণমিল।
রসিকমুরারী তারে হরিনাম দিল ॥৩৮॥
ঠাকুর পূজারী তুমি হঞা থাক সদা।
আমার কাছেতে তুমি থাকিবে সর্ব্বদা ॥৩৯॥
এত বলি শ্রীগোস্বামী আজ্ঞা তারে দিল।
শুনি দাম মিশ্র বহু আনন্দ হইল ॥৪০॥
মহোৎসবে যত কিছু পত্রদোনা হয়।
রঙ্কিনী সিঙেন সব বসিয়া নিশ্চয় ॥৪১॥
অদ্যাপিহ রঙ্কিনী দেবী গুপ্ত বৃন্দাবনে।
পত্রদোনা সেবা সিঙেন বসিয়া নিগমে ॥৪২॥
ঘটশিলা রাজসভা মহাপুণ্য স্থান।
মুরারি শ্রীশ্যামানন্দ যেথায় মিলন ॥৪৩॥
আর দিন শ্রীগোস্বামী স্নান পূজা সারি।
বলে ভাগবত পড় রসিক মুরারী ॥৪৪॥
শুনিয়া রসিকচাঁদ আনন্দ হইল।
আজ্ঞা পাঞা ভাগবত পড়িতে লাগিল ॥৪৫॥
অন্যান্য দেশের সব রাজা প্রজা আসি।
ভাগবত শ্রবণ করেন সবে বসি ॥৪৬॥
শ্রীরসিক দেব বহু জনে শিষ্য কৈল।
এইমতে কত দিন সেখানে রহিল ॥৪৭॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকেন্দ্র।
চক্ষুদান দিও মোরে হইয়া আনন্দ ॥৪৮॥
শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাইর চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল ॥৪৯॥

শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
সংক্ষেপে কহিয়ে ষষ্ঠ দশার আখ্যান ।।৫০।।

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে পণ্ডতীর্থ প্রকাশ, শ্রীশ্যামানন্দ রসিকমুরারি মিলন ও দামমিশ্র উদ্ধার নাম ষষ্ঠ দশা। সম্পূর্ণ। ॥

সপ্তম দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন ॥১॥
একদিন শ্রীগোস্বামী করিছে শয়ন।
রাধাকৃষ্ণ তারে আসি দিল দরশন ॥২॥
বলে শুন শ্যামানন্দ আমার বচন।
কাশীপুরে চল তুমি লয়ে কার্য্যজন ॥৩॥
সুবর্ণরেখা নদী তীরে আছে শ্রেষ্ঠ স্থান।
শ্রীগোপীবল্লভপুর দিবে তার নাম ॥৪॥
গুপ্ত বৃন্দাবনে যেঁও বড় পুণ্য স্থল।
প্রকট করহ সেউ স্থান সুনির্ম্মল ॥৫॥
এখানে সেখানে আমার পূজা পধারিবে।
মহোৎসব আদি সব সেখানে করিবে ॥৬॥
এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা।
শ্রীগোস্বামী চেতি মুরারীরে বোলাইলা ॥৭॥
যেই আজ্ঞা কৈল তারে সকলি কহিল।
শুনি রসিকেন্দ্র প্রেমে আনন্দ হইল ॥৮॥
প্রেমভরে গদগদে অশ্রু পুলকিল।
মহাপ্রেম হৈতে প্রভু আনন্দ হইল ॥৯॥
তবে রাজাকে ডাকিয়া বলেন বচন।
মল্লভূমি যাব আমি লঞা ভক্তগণ ॥১০॥
রাজাকে বিদায় দিয়া প্রভু শ্যামানন্দ।
সঙ্গেতে রসিকচাঁদ আর ভক্তবৃন্দ ॥১১॥
সধীরে সধীরে প্রভু করেন গমন।
সব ভক্তগণ করে নাম সংকীর্ত্তন ॥১২॥
যে গ্রামে প্রবেশ হয় শ্যামানন্দ রায়।
আনন্দিত হইয়া লোক পূজা করে পায় ॥১৩॥
এইমতে মল্লভূমে প্রবেশ হইল।
কাশীপুর কোথা বলি লোকে জিজ্ঞাসিল ॥১৪॥
অচ্যুত নৃপতি গৃহ যেথায় আছিলা।
কাশীনাথ শিব কাছে গিয়া প্রবেশিলা ॥১৫॥
বলে লোক এইস্থান হয় কাশীপুরী।
এই কাশীনাথ শিব এথা অধিকারী ॥১৬॥
শুনি শ্যামানন্দ রায় আনন্দ হইল।
রম্যস্থান দেখি প্রভু প্রেমেতে ভাসিল ॥১৭॥
সুবর্ণরেখা দেখি বৃন্দাবন ভাবি মনে।
দুই তটে বন আছে মধ্যেতে যমুনে ॥১৮॥
এত বিচারিয়া মনে রসিকে কহিল।
এ স্থান গোপীবল্লভপুর নাম হৈল ॥১৯॥
এত কহি কাশীনাথ কাছে প্রবেশিয়া।
মানাই কহিল অন্য স্থানে রহ গিয়া ॥২০॥
এখানেতে শ্রীমন্দির আমি বানাইব।
তুমিহ থাকিলে এথা কেমন হইব ॥২১॥
বাসঙ্গ বনের মধ্যে আছেন রহিয়া।
মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র গাভী সেখানেতে গিয়া। ॥২২॥

শিব 'পরে দাণ্ডাইয়া বহু ক্ষীর ঢালে।
তবে তৃণ ভক্ষন কারণে গাভী চলে ॥২৩॥
এইমত নিত্য দিন ক্ষীর পান করে
গোসাঞির আজ্ঞা হৈল যাহ স্থানান্তরে ॥২৪॥
শুনিয়া শ্রীকাশীনাথ কাপাশিয়া গেল।
সেখানেতে গিয়া অতি আনন্দে রহিল ॥২৫॥
কাশীপুর সন্নিকট পশ্চিম ভাগেতে।
বেলবন ছিল এক সুন্দর দেখিতে ॥২৬॥
সেই স্থানে রুক্মিনী থাকিতে আজ্ঞা দিল।
শুনিয়া রুক্মিনী দেবী আনন্দে রহিল ॥২৭॥
উত্তরেতে শ্রীগোপেশ্বর শিবের আলয়।
বৃন্দাবনে যৈছে তেঁহ করিল নিশ্চয় ॥২৮॥
হেন লীলা করে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
রাজা প্রজা কত শত দরশনে যায় ॥২৯॥
মঙ্গলার একব্রাহ্মণ দামোদর পতি।
ধার্মিক পণ্ডিত বড় বহুধনে স্থিতি ॥৩০॥
একদিন গোটে গাভী দোহন করয়।
আচম্বিতে বংশী ধ্বনি শুনি নিরিখয় ॥৩১॥
অগ্রেতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ দেখিতে পাইলা।
প্রেমে মত্ত হঞা ভূমে গড়াগড়ি দিলা ॥৩২॥
তারে আজ্ঞা কৈল প্রভু শুনহ ব্রাহ্মণ।
শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র সেব তুইজন ॥৩৩॥
এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তর্ধানে গেলা।
দামোদর পতি সেথা পড়িয়া রহিলা ॥৩৪॥
তবে লোক ধাইয়া পড়িল সেই স্থানে।
কি হ'ল কি হ'ল বলি বলিল বিমনে ॥৩৫॥
এই মত তৃতীয় প্রহর বেলা হৈল।
তবে দামোদর পতি চেতন পাইল ॥৩৬॥

অতিষ্ঠ হইয়া বলে শ্যামানন্দ রায়।
কেমনে পাইব আমি রসিকেন্দ্র পায় ॥৩৭॥
এত মনে ভাবি কারে কিছু না কহিল।
কাশিয়াড়ি হইতে মল্ল ভূমেতে আইল ॥৩৮॥
কতক্ষণে গোপীবল্লভপুরে প্রবেশিলা।
শ্রীগোস্বামীর কাছে আসি প্রবেশ হইলা ॥৩৯॥
চরণেতে উলগিঁয়া করয়ে বিনতি।
দাস করি রাখ প্রভু এ হীন কুমতি ॥৪০॥
এতশুনি শ্যামানন্দ আনন্দ হইল।
দামোদর পতি কর্ণে হরিনাম দিল ॥৪১॥
জয় শ্যামানন্দ জয় জয় রসিকেন্দ্র।
জয় ভক্তবৃন্দ বন্দোঁ তোমা পদদ্বন্দ্ব ॥৪২॥
ভঞ্জভূমি রাজা শুনি আনন্দ হইল।
শ্রীগোস্বামী দরশনে সেখানে আইল ॥৪৩॥
পাত্র মন্ত্রী দলবল সাথেতে লইয়া।
পথেতে গমন করে আনন্দিত হইয়া ॥৪৪॥
শ্রীক্ষেত্র হইতে এক বৈষ্ণব আইলা।
শ্যামানন্দ গোস্বামীরে নিবেদন কৈলা ॥৪৫॥
ভঞ্জরাজা আইল দরশনের কারণ।
নাম বৈদ্যনাথভঞ্জ প্রতাপী রাজন ॥৪৬॥
এতশুনি শ্রীগোস্বামী বৈষ্ণব ভেজিল।
রাজা আসি শ্রীচরণ দরশন কৈল ॥৪৭॥
বহু দ্রব্য ভেটী দিয়া আনন্দ সাগরে।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমে শ্রীচরণ তলে ॥৪৮॥
তবে শ্যামানন্দ তারে আশ্বাস করিল।
দলবল লৈয়া রাজা প্রসাদ পাইল ॥৪৯॥
অটুট ভাণ্ডার প্রভুর লক্ষ্মীর সহায়।
যত লোক খায় তাতে কিছু নাহি যায় ॥৫০॥

ভঞ্জরাজা নিবেদিল প্রভুর চরণে।
মোরে শিষ্য করি প্রভু রাখ দাসপণে ॥৫১॥
এক দোষ আছে আমার পূর্ব্ব বংশ হৈতে।
আজ্ঞা হৈলে নিবেদন করি চরণেতে ॥৫২॥
প্রভু আজ্ঞা কৈল তবে শুনি বিবরণ।
শুনিরাজা কহে তবে আনন্দিত মন ॥৫৩॥
প্রতিমাদেইপুর নামে একই শাসন।
বুড়াবলঙ্গের তটে আছেন ব্রাহ্মণ ॥৫৪॥
সেথা একই ব্রাহ্মণ বিংশতি বৎসর।
তার পত্নী ষোড়শ বয়স মনোহর ॥৫৫॥
পতিপত্নী দুইজনা আর নাহি কেহ।
পতিব্রতা নারী পতি সেবাতে বিমোহ ॥৫৬॥
একদিন জল আনিবার তরে গেল।
বুড়াবলঙ্গের তটে গিয়া প্রবেশিল ॥৫৭॥
সেইদিন দিগ্‌বিজয় করিয়া রাজন।
ভ্রমিয়া মিলিল সেইস্থানে সেইক্ষণ ॥৫৮॥
জল লৈয়া ব্রাহ্মণী উঠিল তীরেতে।
রাজা দেখিঞা পুছিল মন্ত্রী আমলাতে ॥৫৯॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কাহার রমণী।
কিবা মঞ্চে আসিয়াছে স্বর্গের কামিনী ॥৬০॥
মত্তগজী চালি কটি সিংহী হৈতে সরু।
ভাঙ্গিয়া পড়িবে কিবা কুচ মহাগুরু ॥৬১॥
বিরেশ্বর ভঞ্জ আজ্ঞা শুনি মন্ত্রীবর।
বলে হেথা আছে সব ব্রাহ্মণের ঘর ॥৬২॥
কার বহু কিংবা বেটী হবে সুনিশ্চয়।
জল নিবার কারণে হেথা আসিছয় ॥৬৩॥
রাজা বলে মোরে যদি না দিবে আনিয়া।
না রহিবে প্রাণ মোর তারে না পাইয়া ॥৬৪॥

এতশুনি মন্ত্রী তার পতি কাছে গেল।
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া বহু বুঝাইয়া কৈল ॥৬৫॥
চারি ক্রোশ পৃথ্বী চারি কন্যা দিব তোরে।
তোমার প্রেয়সী রাজা দিবে দ্বিজবরে ॥৬৬॥
এত শুনিয়া ব্রাহ্মণ মহা কোপ কৈলা।
ভর্ৎসনা করিয়া রাজার লোকে গালি দিলা ॥৬৭॥
শুনি মন্ত্রী বিরেশ্বর ভঞ্জ কাছে গেলা।
ব্রাহ্মণের বিবরণ সকলি কহিলা ॥৬৮॥
এতশুনি রাজা দুষ্ট লোকেরে ভেজিলা।
সেহ গিয়া ব্রাহ্মণেরে ধরিয়া আনিলা ॥৬৯॥
তবে তারে বুঝাইয়া অনেক কহিল।
কোন বন্দেতে ব্রাহ্মণ নাহিক মানিল ॥৭০॥
রাজা আজ্ঞা দিল তবে ভৃত্যগণে শুন।
ব্রাহ্মণ মারিয়া তার বল্লভীরে আন ॥৭১॥
এতশুনি কেহ দুষ্ট কোপে চলি গেলা।
ব্রাহ্মণের 'পরে লৈয়া লাঠি প্রহারিলা ॥৭২॥
শির ফাটিয়া ব্রাহ্মণ পড়ি প্রাণ গেলা।
কেহ লোক গিয়া তার পত্নীরে কহিলা ॥৭৩॥
পতি মৃত্যু হইবা শুনি সেই মহাসতী।
আম্র ডাল লৈয়া তবে বাহারি তড়তি ॥৭৪॥
গ্রাম সব লোক মিলি কুণ্ড খুলাইল।
অগ্নি প্রজ্বালন করি সতীরে কহিল ॥৭৫॥
তবে সতী গিয়া কুণ্ড পরিক্রমা দিলা।
সেইখানে রাজা গিয়া প্রবেশ হইলা ॥৭৬॥
রাজা চাঞা সতী মনে মহাক্রোধ হৈলা।
বলে অকারণে আমার পতি নাশ কৈলা ॥৭৭॥
তোর বংশে যেউ রাজা হইবে জনম।
ষোড়শ বছর কালে নিবে তারে যম ॥৭৮॥

তার পত্নী পতিহীনা কান্দিয়াঁ বেড়াবে।
যবে সতী আমি এঁউ প্রমাণ হইবে ॥৭৯॥
শুনিয়া রাজা কাতরে চরণে পড়িলা।
ত্রাহি সতী বংশ রাখ উচ্চে ডাক দিলা ॥৮০॥
আমি পাপী হীনবল দোষ ক্ষম মোরে।
এতবলি ভূমে রাজা পড়িলা কাতরে ॥৮১॥
দেখি সতী বলে পঞ্চদশে পুত্র হবে।
ষোড়শ বৎসরে রাজা অবশ্য মরিবে ॥৮২॥
এতবলি সতী গিয়া কুণ্ডেতে পড়িলা।
বিস্ময় হইয়া রাজা গৃহেতে গমিলা ॥৮৩॥
সেইদিন হৈতে বংশে এমনি হইল।
ষোড়শ বৎসর কালে সবে নাশ গেল ॥৮৪॥
এবে মোর চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে।
ষোড়শ বৎসরে প্রাণ কেহ না রাখিবে ॥৮৫॥
এতবলি গোস্বামীর চরণে পড়িলা।
ত্রাহি কর প্রভু মোরে বলিয়া রহিলা ॥৮৬॥
এত শুনি শ্যামানন্দ প্রভু দয়া কৈল।
সিদ্ধ মন্ত্র তেজে ব্রহ্মশাপ দূরে গেল ॥৮৭॥

গোস্বামী কহেন রাজা শুনহ বচন।
পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে যখন ॥৮৮॥
তবে সত্য মিথ্যা কিবা আমারে জানিবে।
নিশ্চয় করিয়া মনে মোর শিষ্য হবে ॥৮৯॥
শুনি রাজা হরষিত প্রণাম করিলা।
বিদায় মাগিয়া তবে নিজপুরে গেলা ॥৯০॥
এই মত পঞ্চ বিংশ বৎসর হইলা।
আনন্দ হইয়া রাজা শিষ্য তবে হৈলা ॥৯১॥
আজ্ঞা অনুসারে রাজা রসিকে সেবিলা।
কৃপাসিদ্ধ মন্ত্রে ভঞ্জভূপে উদ্ধারিলা ॥৯২॥
বহু দ্রব্য বহু ধন বহু গ্রাম দিল।
ভঞ্জ সীমা যত সব লোক শিষ্য হইল ॥৯৩॥
শ্যামানন্দ গোসাইঁর চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল ॥৯৪॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে সপ্তম দশার আখ্যান ॥৯৫॥

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীগোপীবল্লভপুর প্রকাশ, দামোদরপতি ও বৈদ্যনাথ ভঞ্জ উদ্ধার নাম সপ্তম দশা সম্পূর্ণা।
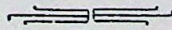
অষ্টম দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ দুরিকা নন্দন ।
জয় শ্রী রসিকানন্দ জীবন প্রাণধন ॥ ১ ॥
একদিন শ্রীগোস্বামী করিলেন শয়ন।
মহাপ্রভু আসি তবে দিল দরশন ॥ ২ ॥
আজ্ঞা কৈল শুন ওহে শ্যামানন্দ রায় ।
আমি দুঃখ পাই তুমি সুখে নিদ্রা যাও ॥ ৩ ॥
পদ্মবসানের কাছে পূজা মোর ছিল।
একই সন্ন্যাসী গিয়া মোরে দূর কৈল ॥ ৪ ॥
মীর্জ্জাপুর সন্নিকট পাষণ্ডী গ্রামেতে।
একই ব্রাহ্মণ গৃহ করিয়াছে তাতে ॥ ৫ ॥
তার ঘরে আছি আমি হেঁসের ভিতরে।
তুমি গিয়া লয়্যা আইস সেথা হইতে মোরে ॥ ৬ ॥
এতবলি মহাপ্রভু অন্তর্ধান হৈল।
চেতিয়া গোস্বামী মুরারীরে বোলাইল ॥ ৭ ॥
স্বপ্নের বৃত্তান্ত তারে সকলি কহিল ।
পদ্মবসান যাব কালি বলিয়া বলিল ॥ ৮ ॥
তবে নিশি ভোর হৈল কাকরব কৈলা ।
ভক্তগণ সঙ্গে লৈয়া গোস্বামী চলিলা ॥ ৯ ॥
অচ্যুতের গৃহে প্রভু প্রবেশ হইল।
মহোল্লাসে সেইদিন সেক্ষানে রহিল ॥ ১০ ॥
অচ্যুতের জ্যেষ্ঠপুত্র নাম কাশীদাস।
সবংশ লইয়া গোস্বামীর কাছে হৈল দাস ॥ ১১ ॥
শাখাগণ যে রূপেতে সেখানে মিলিল।
রসিক মঙ্গলে সব বিস্তার হইল ॥ ১২ ॥
এথা হইতে শ্রীগোস্বামী চলিল সত্বর।
মঙ্গলার সন্নিকটে মিলিল তৎপর ॥ ১৩ ॥
দামোদরের সবংশ সেথা শিষ্য হইল।
তবে শ্রীগোস্বামী বলরামপুর গেল ॥ ১৪ ॥
সেথা প্রভু হরিচন্দন মহাপাত্র নাম।
বড়ই ধার্মিক যেহোঁ সর্ব্বগুণ ধাম ॥ ১৫ ॥
তারে শিষ্য কৈল প্রভু শ্যামানন্দ রায় ।
বহু ধন দিল সেহোঁ কি কহিব তায় ॥ ১৬ ॥
সেথা হইতে শ্যামানন্দ শাঁকুয়াতে গেল ।
মধুসূদন শাখা সেখানে হইল ॥ ১৭ ॥
এই মত পথে যাইতে বহু শিষ্য কৈল ।
ময়না গড়েতে গিয়া প্রবেশ হইল ॥ ১৮ ॥
সেখানের রাজা নাম বীর মহানন্দ ।
তারে শিষ্য কৈল প্রভু, হইয়া আনন্দ ॥ ১৯ ॥
বহুধন বিত্ত দিল সেই মহারাজা।
শ্রীগোস্বামী চরণেতে কৈলা দিব্য পূজা ॥ ২০ ॥
তবে শ্যামানন্দ প্রভু ভক্তগণ লৈয়া।
প্রবেশ হইল পদ্মবসানেতে গিয়া ॥ ২১ ॥
সেথা রাজার নগরেতে প্রবেশ হৈল।
একই দুর্গা মণ্ডপ সেখানে দেখিল ॥ ২২ ॥
তার পিণ্ডার উপর বসিল কৌতুকে।
ভক্তগণ বেষ্টিত হয়েছে অতি সুখে ॥ ২৩ ॥
কেহ লোক গিয়া রাজা কাছেতে কহিল।
কোথা হৈতে বৈষ্ণব আসি এখানে মিলিল ॥ ২৪ ॥

দশ পঞ্চ গোষ্ঠী হইয়া দুর্গার মণ্ডপে।
বসিয়া আছেন সবে মহা পরতাপে॥ ২৫ ॥
রাজা কাছে একই সন্ন্যাসী বসিছিলা।
গোস্বামীর কথা শুনি বড় ক্রোধ হৈলা॥ ২৬ ॥
বড় মায়া বাদী চণ্ডবিদ্যা সেই জানে।
তারে রাজা কোথা কে না চাড়ে একক্ষনে॥ ২৭ ॥
সেই বলে দুর্গার মণ্ডপ মার গেল।
ঝুটাখোর বৈষ্ণব সেখানে বসিল॥ ২৮ ॥
যে অন্তরে বসিয়াছিল বৈষ্ণবেরগণ।
খুদিয়া মাটি ভরহ সেথানে নুতন॥ ২৯ ॥
এত শুনি রাজা বড় অস্তব্যস্ত হৈল।
শ্রীগোস্বামী কাছে ভৃত্য লোকেরে ভেজিল॥ ৩০ ॥
সেহ গিয়া সন্ন্যাসীর বচন কহিলা।
গোপ গৃহে সব বৈরাগীরে বসোদিলা॥ ৩১ ॥
শুনিয়া গোস্বামী চিত্তে মহা ক্রোধ হইল।
গোপ গৃহে না গিয়া রাজ দ্বারেতে রহিল॥ ৩২ ॥
এক বট গাছ ছিল সেহ সন্নিকটে।
তার তলে রৈল প্রভু করিয়া যুকতে॥ ৩৩ ॥
তবে রাজা দুর্গার মণ্ডপ খুলাইল।
মাটি রাশি রাশি করি দাণ্ডে ফেলাইল॥ ৩৪ ॥
দেখিল চৌকা তবে নাহিক মিটিল।
যত খুলে পুনঃ পুনঃ সমতুল হইল॥ ৩৫ ॥
দেখিয়া সন্ন্যাসী বড় আশ্চর্য্য মানিলা।
লোকে দেখি সবে বলে রাজা নাশগেলা ॥ ৩৬ ॥
পাত্র মন্ত্রী সবে গিয়া রাজারে কহিলা।
গোস্বামী ঈশ্বর তিনি এবে জানা গেলা॥ ৩৭ ॥
সবে মিলি মাটী রাশি রাশি খুলাইনু।
চৌকা না মিটে আমি স্বনেত্রে দেখিনু॥ ৩৮ ॥

যদি তুমি গোস্বামীর চরণ না লেবে।
তার কোপে তোমার সবংশ নাশ যাবে ॥ ৩৯ ॥
এত শুনি রাজা চিত্তে মহা ভয় হৈল।
সবংশ লইয়া শ্রীগোস্বামী কাছে গেল॥ ৪০ ॥
রাজা আইলা বলি শুনি গোস্বামী আজ্ঞা দিল।
মুখ না চাহিব তার সাধুরে নিন্দিল॥ ৪১ ॥
টৈরাবাড় ধর মুখালম্ব না করিব।
গোস্বামী আজ্ঞাতে বাড় দিলেন বৈষ্ণব॥ ৪২ ॥
রাজা আসিতে বৈষ্ণব নিষেধ করিল।
বাড়ের পারেতে রাজা পড়িয়া রহিল ॥ ৪৩ ॥
বিনতী করিয়া বহু স্তব প্রকাশিলা।
গলায় বসন দিয়া পড়িয়া রহিলা॥ ৪৪ ॥
একই বৈষ্ণবে কহে গোস্বামীর কাছে।
সন্ন্যাসী সব ঠাকুরে অগ্নে ফেলাইছে॥ ৪৫ ॥
এই প্রগনাতে যত বিগ্রহ আছিল।
সবে লইয়া সন্ন্যাসী অগ্নিতে ফেলিল॥ ৪৬ ॥
বিষ্ণু হরি ভীমা এই দুই মাত্র আছে।
বল্লী বিদ্ধিল যাইতে নারে তার কাছে॥ ৪৭ ॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু টোটা গোপীনাথ গেলা।
বাসুদেব ঘোষ শুনি মহা দুঃখী হৈলা॥ ৪৮ ॥
পত্নীরে লইয়া ঘোষ নেত্রে পট বাঁধি।
হা-হা প্রভু কোথা গেল বলে কাঁদি কাঁদি॥ ৪৯ ॥
আর প্রাণ না রাখিব তাঁরে না পাইয়া।
শ্রীক্ষেত্রে সহোদধিতে ঝাঁপ দিব গিয়া॥ ৫০ ॥
এতবলি পতিপত্নী উপবাস কৈল।
মহাপ্রভু তার মন অন্তরে জানিল॥ ৫১ ॥
বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরগত প্রাণ।
গৌর লীলা বর্ণিয়াছে তাহার প্রমাণ॥ ৫২ ॥

নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ সাক্ষাৎ অদর্শনে।
মাটী খোঁড়ে নিজ দেহ দিবে বিসর্জনে॥ ৫৩॥
আস্থাপিহ নরপোগ্য সর্বলোকে গায়।
অভয়বরদ দিয়া মহাপ্রভু রয়॥ ৫৪॥
তবে রাত্রে বালরূপ হইয়া আইলা।
পট্ট খুলি দেখ মোরে বলি আজ্ঞা কৈলা॥ ৫৫॥
ঘোষ কহে কহো তুমি তোমা নাম কোন।
তবে কহে প্রভু মোর শ্রীনিমাই নাম॥ ৫৬॥
শুনি ঘোষ বলে যদি নিমাই হইবে।
নিশ্চয় মানিব আপে পট খুলি যাবে॥ ৫৭॥
তবে প্রভু ইস্থাতে পট খুলি গেলা।
শুইয়া আছেন নিমাই ক্রোড়েতে দেখিলা ॥ ৫৮॥
বলে কোথা ছিলে প্রভু আমায় ছাড়িয়া।
দরিদ্র ধন পায় যেন দিয়ে ফেলাইয়া॥৫৯॥
এত বলি কোলে ধরি হৃদে লাগাইলা।
প্রভু কহে বর মাগ বলিয়া বলিলা॥৬০॥
ঘোষ বলে মোরে যদি করিবে সুদয়া।
সদা এইখানে তুমি রবে মোরে লঞা॥৬১॥
এত শুনি মহাপ্রভু অঙ্গীকার কৈল।
সেই দিনা-বধি প্রভু সেখানে রহিল॥৬২॥
এবে কোথা গেল নাই দেখি কোন ঠাঁই।
শ্রীগোস্বামী বলে কহ রাজারে বোলাই॥৬৩॥
মহাপ্রভু আনি আমি মন্দিরে থাকিব।
পূর্ব্ব হইতে বৃত্তিবাড়ী দ্বিগুণ সে দিব॥৬৪॥
সন্ন্যাসীয়ে প্রগনা হ'তে দূর করাইবে।
তবে তার সর্ব্বপাপ বিমোচন হইবে॥৬৫॥
সে আজ্ঞা শুনিয়া সত্বরে বৈষ্ণব গেলা।
রাজার কাছেতে গিয়া সকল কহিলা॥৬৬॥
রাজা বলে সেই আজ্ঞা করিবে আমারে।
দাস হৈয়া শ্রীচরণে খাটিমু তাহারে॥৬৭॥
এত শুনিয়া বৈষ্ণব শীঘ্র চলি গেলা।
শ্রীগোস্বামীর কাছে সব বৃত্তান্ত কহিলা॥৬৮॥
তবে শ্রীগোস্বামী মুরারিরে আজ্ঞা দিল।
মহাপ্রভু কোথা আছেন আনহ বলিল॥৬৯॥
শুনি রসিকেন্দ্র মনে আনন্দ হইলা।
ভক্তগণ লৈয়া মিলি মির্জ্জাপুর গেলা॥৭০॥
পূজারীর গৃহে গিয়া প্রবেশ হইল।
এক কন্যারে দেখিয়া তাহারে পুছিল॥৭১॥
বলে এথার পূজারী কোথাকে গিয়াছে।
শুনি কন্যা বলে গ্রামে ভিক্ষারে চলিছে॥৭২॥
তবে রসিকেন্দ্র কহে শুন আমি বলি।
তোমার মাতা আমার হাতে দিচ্ছে টাকা শাড়ী॥৭৩॥
এতবলি টাকা শাড়ী তার হাতে দিল।
দেখি কন্যা অতিবড় আনন্দ হইল॥৭৪॥
তবে রসিকেন্দ্র তারে কহিতে লাগিল।
একই অপূর্ব্ব কথা শুনিতে পাইল॥৭৫॥
মহাপ্রভু আসি গৃহে রহিয়াছে হেথা।
দর্শন করিব আমি কহ আছে কোথা॥৭৬॥
তুই মুই দেখিব আর কেহ না দেখিবে।
এ সকল কথা আর কেহ না শুনিবে॥৭৭॥
কন্যা বলে এই কুঁড়িয়াতে আছে রয়্যা।
হেঁসের ভিতরে সুস্থে আছেন শুইয়া॥৭৮॥
শুনি রসিক মুরারি কুঁড়িয়াতে গেলা।
প্রেমানন্দ চিত্ত হঞা হেঁস খুলাইলা॥৭৯॥
নব চৈতন্য দেখিয়া আনন্দ হইল।
বিনতি করিয়া বাহু প্রনতি করিল॥৮০॥

এই মতে রাখি তবে ফিরিয়া আইল।
কতক্ষণে শ্রীগোস্বামী কাছে প্রবেশিল ॥৮১॥
প্রণতি করিয়া সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈল ॥৮২॥
আজ্ঞা দিল ভক্তগণে কর সংকীর্ত্তন।
নাম-গান কর সবে পূরুক ভুবন ॥৮৩॥
শুনি ভক্তগণ সবার উৎকণ্ঠা বাড়িল।
নাম-সংকীর্ত্তন ভরে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিল ॥৮৪॥
তবে শ্রীগোস্বামী চলে প্রেমাবেশ হৈয়া।
রসিকেন্দ্র চলে আর বহু ভক্ত লৈয়া ॥৮৫॥
রাজা অগ্রেতে আসিয়া চরণে পড়িলা।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া তবে বহু স্তুতি কৈলা ॥৮৬॥
দয়ার সাগর প্রভু কৃপা কৈল তারে।
উঠ রাজা কোন দোষ নাহিক তোমারে ॥৮৭॥
সৈন্যগণ লয়্যা চল প্রভু যাব আনি।
আনন্দিত হৈলা রাজা গোস্বামী আজ্ঞা শুনি ॥৮৮॥
তাম্রলিপ্ত রাজন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দাস।
ফাল্গুনি সহ তাম্রধ্বজ যথায় বিলাস ॥৮৯॥
তবে বহু সৈন্য লয়্যা পিছে গড়াইলা।
শ্রীগোস্বামী মীর্জাপুরে প্রবেশ হইলা ॥৯০॥
ব্রাহ্মনেরে বোলাইয়া বহু প্রসংশিল।
মহাপ্রভু লয়্যা তবে ফিরিয়া আইল ॥৯১॥
মন্দির প্রতিষ্ঠা করি তাঁহা পধরিল।
রাজারে দেখি গোস্বামী তারে আজ্ঞা কৈল ॥৯২॥
পূর্ব্ব সেবাতে দ্বিগুণ বিত্ত করি দিবে।
তবে তোমার সব দোষ মোচন হইবে ॥৯৩॥
এত শুনি রাজা পাত্র মন্ত্রী বোলাইলা।
শ্রীগোস্বামীর আজ্ঞা সব তাহারে কহিলা ॥৯৪॥
বলে শ্রীমহাপ্রভুর যত বন্ধান হয়।
তাতে দ্বিগুণ করি আমি দিব সুনিশ্চয় ॥৯৫॥
এত শুনি মন্ত্রী তার সনন্দ লিখিল।
আট মোহরের সঙ্গে রাজা হাতে কৈল ॥৯৬॥
পাত্র মন্ত্রী সঙ্গেতে গোস্বামী কাছে আইলা।
মোহর সনন্দ রাখি চরণে পড়িলা ॥৯৭॥
বলে বড় পাপী মুই উদ্ধারিহ মোরে।
শরণ রাখহ প্রভু শ্রীপাদ কমলে ॥৯৮॥
এত শুনি প্রভু তারে সুদয়া করিল।
উঠ রাজা বলি পাদ তার মাথে দিল ॥৯৯॥
খেতুরীতে মহোৎসব ঠাকুর মহাশয়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তথা করিল আলয় ॥১০০॥
নরোত্তম আজ্ঞাতে শ্রীরসিক মুরারি।
যৈছে আরোজিল তেঁহ সাক্ষাৎ অবতরি ॥১০১॥
তাম্রলিপ্ত নরপোতায় তৈছে মহোৎসব।
শ্যামানন্দ সাক্ষাৎ তেন বড়ই অপূর্ব্ব ॥১০২॥
মুরারির শিষ্য কায়স্থকুল বৈরাগী এক ছিলা।
নাম তার রাধাবল্লভ তারে আজ্ঞা কৈলা ॥১০৩॥
বলে তুমি রাজারে শিষ্য করহ গিয়া।
তবে রাজা শিষ্য হইল সবংশ লইয়া ॥১০৪॥
তৎদিন হইতে মহাপ্রভুর সেবা বাড়িল।
অনেক সামগ্রী লোক লৈয়া ভেটী দিল ॥১০৫॥
সন্ন্যাসী পলায়্যা গেল অন্তর্বেদ দেশে।
শ্রীগোস্বামী কিছুদিন রহিল হরিষে ॥১০৬॥
মহাপ্রভু যেই পথে নীলাচলে গেলা।
রসিক মুরারি সেথা বহু শিষ্য কৈলা ॥১০৭॥
মহাপ্রভু লীলা বর্ণন চৈতন্য মঙ্গলে।
প্রেমে মত্ত হয়্যা প্রভু পড়ে ভূমিতলে ॥১০৮॥

তবে শ্যামানন্দ প্রভু কাজলী আইলা।
এই মতে রাজ্যে বহু শিষ্য প্রকাশিলা ॥১০৯॥
কথোদিনে আইল শ্রীগোপীবল্লভপুরে।
দ্বাদশ মহোৎসব কৈলা বড়ই সম্ভারে ॥১১০॥
তবে রথ যাত্রা দর্শনে শ্রীক্ষেত্র গেলা।
মুরারি আজি বহু শিষ্য সঙ্গেতে লইলা ॥১১১॥
দিন চারি বাদে কানপুরে প্রবেশিল।
উদ্দণ্ড রায় মহাভয় পাইল দেখিয়া ॥১১২॥
বহু সৈন্য লৈয়া সঙ্গে তীর চাপাইলা।
মহাক্রোধ হৈয়া সভে আসিয়া বেড়িলা ॥১১৩॥
যেই বিন্ধে তারে শর ফিরি বাজে গিয়া।
উদ্দণ্ড রায় মহাভয় পাইল দেখিয়া ॥১১৪॥
বলে এই নারায়ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
অনীতি করিনু তাঁরে মু'হীন পামর ॥১১৫॥
এত বলি সর্ব্বজন সঙ্গেতে লইলা।
গলেতে বসন তৃণ মুখেতে লইলা ॥১১৬॥
তবে শ্রীগোস্বামী পাদে সাষ্টাঙ্গ হইয়া।
রক্ষা কর প্রভু বলি নমে সভে গিয়া ॥১১৭॥
আমি বড় পাপী মুর্খ কারে নাহি চিনি।
অজ্ঞানেতে অপরাধ করেছি না জানি ॥১১৮॥
দয়ার সাগর প্রভু বারেক উদ্ধার।
শরণ পশিনু তোমার শ্রীপাদ কমল ॥১১৯॥
এত শুনি শ্রীগোস্বামী তারে দয়া কৈল।
সভক্ত লইয়া সেথা সেদিন রহিল ॥১২০॥
তবে উদ্দণ্ড রায় তেঁহ নিজ ঘর হৈতে।
সাতশ' অষ্টাদশ শুধুড়ি আনিল ত্বরিতে ॥১২১॥
শ্রীগোস্বামীর সম্মুখে লয়্যা রাশি কৈল।
দেখিয়া গোস্বামী বড় আশ্চর্য্য মানিল ॥১২২॥
বহু ভক্তগণ এহু পাপী ঘাত কৈল।
তবে ভূঞা গিয়া পড়ে শ্রীপাদ কমল ॥১২৩॥
সবংশ লইয়া বলে উদ্ধারহ মোরে।
না জানিয়া ঘাত কৈনু এসব ভক্তেরে ॥১২৪॥
এই মত বহু স্তুতি প্রণতি করিল।
তবেশ্রীগোস্বামী তারে প্রসন্ন হইল ॥১২৫॥
বলে হেন কাজ তুমি না করিহ আর।
সাধু সেবা কর হবে ভবসিন্ধু পার ॥১২৬॥
তারে শিষ্য কৈল প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
সবংশ সেবিল ভূঞা গোস্বামীর পায় ॥১২৭॥
তবে উদ্দণ্ড রায় বহু বিনতি করিয়া।
বলে প্রভু সতত থাকহ এথা রয়্যা ॥১২৮॥
তবে শ্রীগোস্বামী তারে বহু কৃপা কৈলা।
কিছু দিন থাকি প্রভু রেমুনা চলিলা ॥১২৯॥
সেখানেতে যে যে লীলা কৈল শ্যামনন্দ।
কহিব সকল কথা শুন ভক্ত বৃন্দ ॥১৩০॥
জয় জয় শ্যামানন্দ দুঃখী জন বন্ধু।
অধম তারিহ প্রভু কৃপাময় সিন্ধু ॥১৩১॥
আমি বড় হীনাচার অজ্ঞান পামর।
অধমেরে কৃপাকর দয়ার সাগর ॥১৩২॥
শ্যামানন্দ গোসাইঁর চরণ কমল।
স্মরন করিয়ে কহি এই মাত্র বল ॥১৩৩॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে অষ্টম দশার আখ্যান ॥১৩৪॥

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে তাম্রলিপ্তে
শ্রীমন্মহাপ্রভু সেবা প্রকাশ ও তাম্রলিপ্ত,
ময়না, কাজলী ও কানপুর (নৃসিংহপুর)
নৃপতিবৃন্দ উদ্ধার নাম অষ্টম দশা সম্পূর্ণা।

নবম দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ উৎকল জনপ্রাণ।
কহিব তোমার লীলা দেহেমোরে জ্ঞান ॥১॥
রেমুনাতে প্রভু গিয়া কৈল বহু লীলা।
সেথা শ্রীগোপীনাথ সেবা প্রকাশিলা ॥২॥
তার বিবরণ এবে শুন সর্ব্বজন।
অন্য কথা না শুনিয়া এথা দিও মন ॥৩॥
ত্রেতয়া যুগেতে রাম বনবাসে গেল।
সীতা সতী সঙ্গে আর লক্ষ্মণকে নিল ॥৪॥
বুলিতে বুলিতে চিত্রকূটে প্রবেশিলা।
সীতা সতী লয়্যা বট মূলেতে রহিলা ॥৫॥
তবে রাম সীতা কাছে কহেন বচন।
এই একস্থান আমার শুন প্রিয়োত্তম ॥৬॥
দ্বাপরের রূপ কলিযুগে এথা হবে।
গোপীনাথ নাম আমার অবশ্য হইবে ॥৭॥
শুনি সীতা ঠাকুরাণী বলেন বচন।
কেমন স্বরূপ আমি দেখিব নয়ন ॥৮॥
শুনি রঘুনাথ অতি আনন্দ হইল।
একই পাষান প্রভু তাহাই আনিল ॥৯॥
সীতাকে নয়ন বুজিতে আজ্ঞা কৈলা।
প্রভু আজ্ঞা পাই সীতা নয়ন বুজিলা ॥১০॥
তবে শরমূণে লিখেন শ্রীরঘু নন্দন।
বৃন্দাবনে ফিরে যেন শ্রীনন্দ নন্দন ॥১১॥
বলে দেখ প্রাণ প্রিয়ে নয়ন ফেড়িয়া।
ব্রজেন্দ্র নন্দন এই আছেন বসিয়া ॥১২॥
রাম আজ্ঞা পাই সীতা নয়ন ফেড়িল।
গোপীনাথ মূর্ত্তি দেখি মুচ্ছিত পড়িল ॥১৩॥
কতক্ষণে জ্ঞান পাঞা চাহিল নিরূপি।
কোটী কোটী চন্দ্র জিনি মুখ আছে ব্যাপি ॥১৪॥
শ্যাম মেঘ কান্তি দিশে অতি মনোহর।
দেখি সীতা অঙ্গ কামবাণে থরথর ॥১৫॥
রাম কহে শুন প্রিয়ে জনক নন্দিনী।
সর্ব্বাঙ্গ লিখিনু আমি নেত্র লিখ তুমি ॥১৬॥
রাম আজ্ঞা শুনি সীতা ধৈর্য্য ধরিল।
অতি আনন্দেতে বেণী নেত্র বানাইল ॥১৭॥
তবে গোপীনাথে বট মূলেতে থাপিল।
সেখান হইতে তিন জনা চলি গেল ॥১৮॥
একদিন বশিষ্ঠ মুনি সেখানে মিলিল।
বটমুলে মূর্ত্তি দেখি আচম্বিত হৈল ॥১৯॥
ধ্যানেতে জানিল রঘুনাথের নির্ম্মাণ।
দ্বাপরেতে এইরূপ হবে ভগবান্ ॥২০॥
এত বিচারিয়া মুনি শিষ্যে আজ্ঞা কৈল।
এই সেবা তোমারে সমর্পন করা গেল ॥২১॥
মন্দির বনায়্যা তাহাতে থাপিল।
শিষ্যে আজ্ঞা করি মুনি অন্তর্দ্ধানে গেল ॥২২॥
রেমুনাতে খ্যাতি শ্রীগোপীনাথ নাম।
মহামহোৎসব সেবা হৈল সেই স্থান ॥২৩॥
কলি যুগে মাধবেন্দ্র পুরীর কারণ।
ক্ষীর চুরি কৈল প্রভু ভক্তের কারণ ॥২৪॥
চরিতামৃততে সব আছেন কহিয়া।
সেথা শ্যামানন্দ রায় প্রবেশিল গিয়া ॥২৫॥
লোকে জিজ্ঞাসিল আছে গোপীনাথ কোথা।
দর্শন করিব আমি কহ আছে যথা ॥২৬॥

লোক শুনি বলে সত্য ছিল এইখানে।
যবন ভয়েতে গ্রাম ভাঙ্গিল যখনে ॥২৭॥
সেইদিন হৈতে নাহি দেখি গোপীনাথ।
শুনি শ্যামানন্দ রায় হইল চিন্তিত ॥২৮॥
ভোজন শয়ন আর কিছুনা রুচিল।
রাত্রিকালে গোপীনাথ আসি স্বপ্ন দিল ॥২৯॥
কনক মঞ্জরী শুন আমার বচন।
না করিহ কোন চিন্তা আপনার মন ॥৩০॥
লোকে লৈয়া হাটে চণ্ডী করিছে আমারে।
সিন্দুর দিয়াছে আমার সর্ব্বাঙ্গ শরীরে ॥৩১॥
আমারে আনিয়া তুমি মন্দিরে থাপিবে।
পূর্ব্বমত করি সেবা আমারে করিবে ॥৩২॥
এতকহি অন্তর্দ্ধানে করিল গমন।
স্বপ্নচেতি শ্যামানন্দ আনন্দিত মন ॥৩৩॥
আর দিন প্রাতে গ্রাম লোক ডাকাইল।
সমগ্র লইয়া হাটে প্রবেশ হইল ॥৩৪॥

সিন্দুর ধুইতে মূর্ত্তি বাহার হইলা।
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা ॥৩৫॥
পঞ্চতীর্থজল লৈয়া স্নান করাইল।
মহামহোৎসব করি মন্দিরে থাপিল ॥৩৬॥
আর সব রসিক মঙ্গলে বিস্তারিছে।
সংক্ষেপে কহিনু মুই না কহিও পাছে ॥৩৭॥
যে যে সেবা পরিচর্য্যা হইয়াছে সেথা।
রসিক মঙ্গলে ইহা শুনিবে সর্ব্বথা ॥৩৮॥
কিশোর দেবের কথন শুনি সাধুজন।
শ্রুতিসার গ্রন্থে আছে বিস্তর বর্ণন ॥৩৯॥
জয় জয় শ্যামানন্দ দুঃখীজন বন্ধু।
অধম তারিহ প্রভু নাম কৃপাসিন্ধু ॥৪০॥
শ্যামানন্দ ভক্তজনে করি নমস্কার।
মুঁই পাপীহীন মোরে করহ উদ্ধার ॥৪১॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে নবম দশার আখ্যান ॥৪২॥

ইতি
শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে রেমুনাতে শ্রীশ্রীক্ষীরচোরা
গোপীনাথ সেবাপ্রকাশ নাম নবম দশা সম্পূর্ণা।
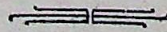
জয় জয় শ্যামানন্দ কৃপার ভাজন।
জীব উদ্ধারিহ প্রভু দিয়া প্রেম ধন ॥১॥
শ্রীরসিক মুরারি ত্রিভুবন ধন্য।
অনিরুদ্ধ অবতার সাক্ষাৎ প্রমাণ ॥২॥
রেমুনাতে দুই প্রভু বহু লীলা কৈল।
যবন শাহাজী আসি দর্শন করিল ॥৩॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥৪॥
চব্বিশ প্রহর হয় নাম সংকীর্ত্তন।
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে প্রেমে মত্ত মন ॥৫॥
শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত নাম আরম্ভিল।
নিতাই গৌরাঙ্গ দোঁহে প্রেমে নৃত্য কৈল ॥৬॥
নাম নামী অভিন্ন নিগম সিদ্ধান্ত।
রসিকানন্দের বাণী পরম অদ্ভুত ॥৭॥
সপ্তসরা, রামচণ্ডী, ব্রজ সরোবর।
মাধবেন্দ্র পুরী যথা বিশ্রাম করিল ॥৮॥
গর্গেশ্বর মহাদেব আছেন তথায়।
গৌড়দাণ্ডের শোভা কহন না যায় ॥৯॥
শ্রীধর স্বামীর স্থানে গমন করিল।
দর্শন মাত্রেতে ধূলায় গড়াগড়ি দিল ॥১০॥
বলদেব নাম তিনবার উচ্চারিল।
মহাপ্রভু যৈছে নরোত্তমে প্রকাশিল ॥১১॥
হেন মতে দুই প্রভু চলিল দক্ষিণে।
বিরাট রাজার গড় অদ্ভুত কথনে ॥১২॥
মহাভারতে শমিবৃক্ষ অপূর্ব্ব বর্ণন।
দর্শন করিল প্রভু মহা হৃষ্ট মন ॥১৩॥

সেই দেশে মারুতি কৈল কীচক সংহার।
মহাসতী দ্রৌপদীর হইল উদ্ধার ॥১৪॥
রাজা প্রজা সবে আসি প্রভু শিষ্য হৈল।
কৃষ্ণনাম মহিমাতে ক্লেশ দূরে গেল ॥১৫॥
কতদিনে নীলগিরি রাজ্যে প্রবেশিল।
মর্দ্দরাজ হরিচন্দন আসি প্রণমিল ॥১৬॥
পর্বত শোভিত দেশ অতি মনোহর।
অপূর্ব্ব গহন রাজি শোভে থর থর ॥১৭॥
বন্য পশু সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী অগণন।
রাজা প্রজা মদে মত্ত অসুরের সম ॥১৮॥
প্রভু কৃপাবলে সবে হৈল কৃষ্ণভক্ত।
অনুক্ষণ নাচে গায় হঞা প্রেমে মত্ত ॥১৯॥
রাজার পাট রাণী আসি চরণ সেবিল।
মহাদুঃখ পুত্র শোক কৃষ্ণ নামে গেল ॥২০॥
নীলগিরি রাজ্যে খোব শিলা পুণ্যস্থান।
অধিকারী স্থাপিল তথা বড় ভাগ্যবান ॥২১॥
সংকীর্ত্তনানন্দে রসিক চলে সূর্যপুরে।
শ্যামানন্দে বড় গ্রামে মিলিল সত্বরে ॥২২॥
বংশীধর শ্যামা সেবা বলভদ্রে দিল।
মঙ্গলপুর ভুঞা আসি চরণে পড়িল ॥২৩॥
ভদরকে গিয়া প্রবেশিলা শ্যামানন্দ।
তথা বহু শিষ্য কৈল শ্রীরসিকচন্দ্র ॥২৪॥
এই মত দেশে দেশে বহু শিষ্য কৈলা।
বাণপুরে গিয়া তবে প্রবেশ হইলা ॥২৫॥
সেথা পূর্বে মহাপ্রভু গমন করিল।
নবাবের এক মুৎসুদ্দী সেথা ছিল ॥২৬॥

জাতিতে কায়স্থ তার নাম হরিহর।
তার গৃহে প্রবেশিলা শচীর কুমার ॥২৭॥
এক শালিগ্রাম সেই নিত্য পূজা করে।
ব্রাহ্মণের হাতে ভোগ করে নিযুক্তেরে ॥২৮॥
তণ্ডুল পাঁচ সের নিত্য প্রতি ভোগ করে।
অনেক করিয়া প্রভু বলিল তাহারে ॥২৯॥
তুমি অন্ন পাক করি স্বচ্ছন্দে খাইবে।
ঠাকুরের তণ্ডুল খালি ভোগ লাগাইবে ॥৩০॥
এই দোষে হস্তী হবে সবংশে তোমার।
এত বলি প্রভু গেল ক্রোধেতে অপার ॥৩১॥
সেইদিন হৈতে তা সবারে হস্তী হইলা।
গ্রাম আদি করি সব ভঙ্গ নষ্ট কৈলা ॥৩২॥
তা সবারে রসিক মুরারি প্রবোধিলা।
সেই হস্তী মহাভক্ত তাহার হইলা ॥৩৩॥
রসিক মঙ্গলে আছে সব বিবরণ।
পুনরুক্তি হৈব বলি না কৈনু লিখন ॥৩৪॥
সেইখানেতে বহু শিষ্য করিলা মুরারি।
তবে ভক্তগণ লৈয়া চলে ক্ষেত্রপুরী ॥৩৫॥
সেইখানে মিলে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
বহুগ্রাম হৈতে লোক দর্শনেতে ধায় ॥৩৬॥
এই মতে পথে প্রভু গমন করিলা।
দেশে দেশে শ্রীরসিক বহু শিষ্য কৈলা ॥৩৭॥
প্রবেশ হইল সাক্ষী গোপালের স্থানে।
দর্শন করিলা গোস্বামী লয়্যা ভক্তগণে ॥৩৮॥
রূপ দেখি ভাবাবেশে পুলক শরীর।
স্বেদকম্প গদ গদ বচন অস্থির ॥৩৯॥
ক্ষণে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়।
হরি হরি বোলে প্রভু শ্যামানন্দ রায় ॥৪০॥
বহু লোক সংঘট্ট হৈল দেখিবারে।
আশ্চর্য মানিল সবে বলে হরে হরে ॥৪১॥
তবে কিছুক্ষণে প্রভু সুস্থির হৈলা।
গোপাল সেবক সব আসিয়া মিলিলা ॥৪২॥
মালা চন্দন দিয়া তারে প্রসাদ খাওয়াইলা।
তবে গোস্বামী বড় আনন্দ হইলা ॥৪৩॥
গোপাল সেবকে প্রভু বিদায় করিল।
ভক্তগণ সঙ্গেতে সেখান হইতে গেল ॥৪৪॥
ধীরে ধীরে চলে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
গ্রামে গ্রামে লোক সব দেখিবারে ধায় ॥৪৫॥
পঞ্চক্রোশী মধ্যে প্রভু সেদিন রহিলা।
রাত্রে জগন্নাথ আসি দরশন দিলা ॥৪৬॥
আজ্ঞা কৈল শুনে ওহে শ্যামানন্দ রায়।
যানে নাহি চড়ি কেন পদে চলি যাও ॥৪৭॥
তোমার দুঃখ হৈলে মোর দুঃখ হয়।
মোর অঙ্গ যেই তোমার অঙ্গ সুনিশ্চয় ॥৪৮॥
এত আজ্ঞা করি অন্তর্ধানে চলি গেল।
তবে শ্রীগোস্বামী স্বপ্ন চেতিয়া উঠিল ॥৪৯॥
মুরারিরে স্বপ্ন কথা সকলি কহিলা।
সেখান হইতে প্রভু প্রভাতে চলিলা ॥৫০॥
ভক্তগণ সঙ্গে গেলা আঠার নালাতে।
নাম সংকীর্ত্তন করে সবে আনন্দেতে ॥৫১॥
সেদিন রহিল সেথা প্রভু শ্যামানন্দ।
রসিক শেখর সঙ্গে আর ভক্তবৃন্দ ॥৫২॥
কৃষ্ণ কথা রঙ্গেতে রজনী পোহাইলা।
প্রভাতে স্নান সুবিধি সকলি সারিলা ॥৫৩॥
তবে ভক্তগণ কৈল নাম সংকীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে শ্যামানন্দ আনন্দিত মন ॥৫৪॥

সেথা রথে জগন্নাথ বিজয় করিলা।
শঙ্খভেরী দুন্দুভি বহু বাদ্য হৈলা ॥৫৫॥
সংখ্যা নাহি লোক সবে আছেন পুরিয়া।
নিজগণ লয়া রাজা আছেন দাঁড়াইয়া ॥৫৬॥
অগ্রে বলদেব তাল ধ্বজেতে বিজয়।
মধ্যেতে সুভদ্রা বিজয়াতে শোভা হয় ॥৫৭॥
পাছে জগন্নাথ বিজে নন্দী ঘোষ রথে।
অতি শোভা পায় প্রভু বড় দাণ্ড পথে ॥৫৮॥
অগ্রে বলভদ্র সুভদ্রা রথ চলি গেলা।
জগন্নাথ রথ তিলার্দ্ধেক না চলিলা ॥৫৯॥
তবে বহু লোক টানে রথ দড়ি ধরি।
কোন মতে নাহি চলে যেন আছে গিরি ॥৬০॥
তবে রাজা বহু মত্ত করি বর আনি।
রথে যোজাইল সেহ না পারিল টানি ॥৬১॥
দেখি রাজা চিত্তে অতি বিস্ময় হইলা।
তবে মুদি রথ গিয়া নিবেদন কৈলা ॥৬২॥
তারে আজ্ঞা কৈল প্রভু জগৎ ঈশ্বর।
মোর ভক্ত শ্যামানন্দ রসিকশেখর ॥৬৩॥
আঠার নালাতে আছে তারা দুইজন।
তারে আন গিয়া সভে করিয়া যতন ॥৬৪॥
জগন্নাথ আজ্ঞা শুনি মুদি রথ গেলা।
রাজা কাছে গিয়া তবে সকলি কহিলা ॥৬৫॥
শুনি রাজা আনন্দেতে চলিলা সত্বর।
যাঁহা আছে শ্যামানন্দ রসিকশেখর ॥৬৬॥
চরণে পড়িয়া বহু বিনতি করিলা।
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু আলিঙ্গণ কৈলা ॥৬৭॥
দর্শনে চলিলা তবে লৈয়া ভক্তগণ।
নাম সংকীর্ত্তন করে আনন্দিত মন ॥৬৮॥

এই মতে কতক্ষণে প্রবেশ হইলা।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে বহু স্তব কৈলা ॥৬৯॥
রথ পরিক্রমা দিয়া রসিক মুরারী।
হরি হরি বলি রথ ঠেলে মাথে করি ॥৭০॥
তবে ঘড় ঘড়ে রথ সত্বরে চলিলা।
একক্ষণে গুণ্ডিচাতে প্রবেশ হইলা ॥৭১॥
দেখি সব লোক বড় আশ্চর্য্য মানিল।
দর্শন করিতে সবে উৎকণ্ঠে ধাইল ॥৭২॥
রাজা পাত্র মন্ত্রী লৈয়া চরণে পড়িলা।
বলে সদা থাক এথা বলিয়া রহিলা ॥৭৩॥
একস্থান ছিল সেথা উত্তম দেখিয়া।
সেখানে রহিল প্রভু ভক্তগণ লৈয়া ॥৭৪॥
কুঞ্জ মঠ নাম তার দিল শ্যামানন্দ।
কিছুদিন রৈল সেথা লৈয়া ভক্তবৃন্দ ॥৭৫॥
একদিন শ্রীগোস্বামী করিছে শয়ন।
জগন্নাথ গিয়া রাত্রে দিল দরশন ॥৭৬॥
বলে শুন শ্যামানন্দ আমার বচন।
বহু দুঃখ পাইলে আমায় করিতে দর্শন ॥৭৭॥
সেইখানে একই বিগ্রহ বনাইবে।
শ্রীকৃষ্ণের রূপ শ্রীগোবিন্দ নাম দিবে ॥৭৮॥
সদা সেবা করি সদা করিবে দর্শন।
এত দুঃখে না আসিবে তোমা দুইজন ॥৭৯॥
এত কহি অন্তর্দ্ধানে জগন্নাথ গেল।
শ্রীগোস্বামী স্বপ্নচেতি রসিকে কহিল ॥৮০॥
তবে কিছুক্ষণে রাত্র প্রভাত হইলা।
নিদ্রা ত্যজি শ্যামানন্দ রসিকে ডাকিলা ॥৮১॥
আজ্ঞা কৈল জগন্নাথে ভোগ লাগাইব।
ছাপান্ন প্রকার ভোগে কৈলি ভরিব ॥৮২॥

এত আজ্ঞা পাঞা তবে রসিকেন্দ্র রায়। অন্তর্ধান হৈল প্রভু মুরলীবদন।
বহুত সামগ্রী কৈল কি কহিব তায় ॥৮৩॥ তবে শ্যামানন্দ রায় হৈল অচেতন ॥৯০॥
কৈলি ভরিয়া তবে ভোগ লাগাইল। ক্ষণে নাচে হাসে ক্ষণে গড়াগড়ি যায়।
পঞ্চক্রোশী লোক সবে ভোজন করিল ॥৮৪॥ হরি হরি বলে প্রভু শ্যামানন্দ রায় ॥৯১॥
যাহার যে যোগ্য দেখি বিদায় করিলা। এই মত কতক্ষণে হইল চেতন।
সব ভক্তগণে শ্যামানন্দেরে মিলিলা ॥৮৫॥ বট পরিক্রমা কৈল লৈয়া ভক্তগণ ॥৯২॥
কুঞ্জ মঠে রসিকেন্দ্র সেবার কারণে। সেইদিন হৈতে বংশীবট হইল নাম।
অধিকারী এক সেথা স্থাপিল যতনে ॥৮৬॥ তবে গিয়া নিজ গৃহে করিল বিশ্রাম ॥৯৩॥
দিন পঞ্চ রহি প্রভু আইলা নিজ দেশে। জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্তজন বন্ধু।
লীলা ক্রমে কিছুদিনে হইল প্রবেশে ॥৮৭॥ সুদয়া করিও প্রভু নাম কৃপাসিন্ধু ॥৯৪॥
গ্রাম সন্নিকটে যবে প্রবেশ হইলা। শ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
আচম্বিতে বংশীধ্বনি পূর্ব্বেতে শুনিলা ॥৮৮॥ স্মরণ করিয়া কহি এই মন্ত্র বল ॥৯৫॥
তবে শ্যামানন্দ চাঁহা দিল পূর্ব দিকে। শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
বট মূলে দেখে কৃষ্ণ রাধা আছে সঙ্গে ॥৮৯॥ সংক্ষেপে কহিরে দশম দশার আখ্যান ॥৯৬॥

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর দক্ষিণ দেশে গমন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন, কুঞ্জ মঠ স্থাপন নাম দশম দশা সম্পূর্ণা।

একাদশ দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকশেখর।
কৃপা কর মোরে মুঁই পাপিষ্ঠ পামর ॥১॥
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া শ্রীগোস্বামী।
প্রাতঃস্মরণ করেন বসিয়া আপনি ॥২॥
সেইকালে মুহুরিয়া মুহুরী বাজায়।
"সজনিয়ারে পিরীতি রসরে রস" বলিয়া বাজায় ॥৩॥
শুনি অচেতন হৈল প্রভু শ্যামানন্দ।
দেখি নাম সংকীর্ত্তন কৈল ভক্তবৃন্দ ॥৪॥
তবে কিছুকালে প্রভু চেতনা পাইল।
হরি হরি বল বলি উঠিয়া বসিল ॥৫॥
তবে সুবর্ণরেখা স্নানে গেল ভক্তগণ সঙ্গে।
জল ক্রীড়া করে প্রভু হই অতি রঙ্গে ॥৬॥
হেন মতে নদী সঙ্কর মন স্নান সারি।
আনন্দে আইল গোঁসাই তবে নিজ পুরী ॥৭॥
এই মত লীলা করে ভক্তগণ সঙ্গে।
অধম তারণ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ॥৮॥
একদিন গোসাঞি আছেন বসিয়া।
শিলা কারিকর সেথা প্রবেশিল গিয়া ॥৯॥
দুইজন মাত্র সেহি আর নাহি কেহ।
মহাশিলা বহিয়াছেন বড়ই বিগ্রহ ॥১০॥
দেখি শ্রীগোস্বামী তারে পুছিতে লাগিলা।
কোথা হৈতে আইলা দুইজনা আজ্ঞা কৈলা ॥১১॥
শুনি শিল্পীকার বলে শ্রীক্ষেত্র হইতে।
শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা দিল আসিতে এথাতে ॥১২॥
বইল কি শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র রায়।
আমা দর্শনে আসিতে মহাদুঃখ পায় ॥১৩॥
এক শিলা লইয়া যাও তুমি সেইস্থানে।
প্রতিমা গড়াইয়া দিবে অত্যন্ত যতনে ॥১৪॥
সেইখানে আমি গিয়া আবির্ভূত হৈব।
দর্শনে সকল লোকে মুকতি করিব ॥১৫॥
এই আজ্ঞা দিল আমায় শুন মহাশয়।
তাতে আমি আসিয়াছি করিয়া নিশ্চয় ॥১৬॥
এত শুনি শ্রীগোস্বামী আনন্দ হইল।
যত্ন করি শিল্পীকারে ভোজন করাইল ॥১৭॥
তবে রসিকেন্দ্রে আজ্ঞা দিল শ্যামানন্দ।
মদন মুরতি শ্যাম নিন্দে কোটি চন্দ্র ॥১৮॥
বৃন্দাবন যোগপীঠে যেরূপ দেখিল।
সেই সদৃশেতে মুরারিরে আজ্ঞা দিল ॥১৯॥
শুনি রসিকেন্দ্র দাঁড়াইল হয়্যা ঠানি।
দেখি শিল্পীকার তবে গড়িল তেমনি ॥২০॥
মহা সৌন্দর্য্য নটবর মাধুর্য্যের সিন্ধু।
প্রকাশিল শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ ইন্দু ॥২১॥
মহোৎসব করি তবে মন্দিরে স্থাপিল।
এই সব রসিক মঙ্গলে বিস্তারিল ॥২২॥
বসন্তীয়ার নিকট মছন্দ্র সাহা নাম।
মুসল্লা ফকির সেহ বড় তেজোবান ॥২৩॥
ব্যাঘ্র চড়ি আইসে সেহ গোস্বামীর দরশনে।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে আনন্দিত মনে ॥২৪॥
এক ভৃত্য কহে আসি গোস্বামীর কাছে।
ব্যাঘ্র চড়ি একই ফকির আসিয়াছে ॥২৫॥
গ্রাম সন্নিকটে আমি দেখিলা উত্তারে।
বহুজন সঙ্গে আছে আইসে ধীরে ধীরে ॥২৬॥
এত শুনি ভুবন মঙ্গলে আজ্ঞা দিল।
নাগরী উদ্ধবে আন বলিয়া বইল ॥২৭॥
এথা আগে নাই আসে বলিবে তাহারে।
ফকির আনিতে যাবে কহ যা সত্বরে ॥২৮॥
শুনি ভুবন মঙ্গল শীঘ্র গেল চলি।
নাগরী উদ্ধবে গিয়া প্রভু আজ্ঞা বলি ২৯॥
কাঁথে বসি দন্ত ঘসে নাগরী উদ্ধব।
বলে কাঁথ চল ফকির আনি যাব ॥৩০॥

শুনি কাঁধ চলে তবে অতি শীঘ্রতর।
ফকির আইসে যাঁহা প্রবেশ সত্বর।।৩১।।
দেখিয়া ফকিরগণ চমকিত হইল।
মছন্দ্রসা কাছে গিয়া ফিরিয়া কহিল।।৩২।।
কাঁধে চড়ি মহাতেজে আসে কোন জন।
কিবা গোস্বামীর শিষ্য না যায় কহন।।৩৩।।
শুনি মছন্দ্রসা কহে গিয়া তথ্য কর।
একই ফকির তবে গেলা শীঘ্রতর।।৩৪।।
নাগরী উদ্ধবে সেহ গিয়া জিজ্ঞাসিল।
কোথা হতে আইলা তুমি বলিয়া বইল।।৩৫।।
শুনি নাগরি উদ্ধব কহেন বচন।
শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামীর হই শিষ্য জন।।৩৬।।
মছন্দ্রসা 'নিবার কারণে আসিয়াছি।
কোথা আছে মছন্দ্রীসা' তোরে আমি পুছি।।৩৭।।
এত শুনিয়া ফকির শীঘ্র চলি গেল।
মছন্দ্রীসা' কাছে গিয়া সকলি কহিল।।৩৮।।
শুনি মছন্দ্রীসা 'কহে শিষ্যে এত গুণ।
গুরু কিবা নাহি হবে স্বয়ং নারায়ণ।।৩৯।
এত কহি ব্যাঘ্রের পিঠেতে উত্তরিলা।
নাগরীর কাছে গিয়া বন্দনা করিলা।।৪০।।
তবে সেথা হৈতে শ্রীগোস্বামীর কাছে গেলা।
বন্দন পূজন করি বহু ভেটী দিলা।।৪১।।
কিছুদিন রৈল সেথা অত্যন্ত হরিষে।
গোস্বামীরে লৈয়া গেলা বসন্তিয়া দেশে।।৪২।।
সেথা রাজা সাগরেন্দ্র শিষ্য সে হইল।
বহু ধন গ্রাম দিয়া শরণ পশিল।।৪৩।।
বসন্তিয়া গ্রামে এক প্রতিমা স্থাপিল।
শ্রীগোকুলচন্দ্র বলি তাঁর নাম দিল।।৪৪।।
মহামহোৎসব কৈল ভক্তগণ সঙ্গে।
কিছুদিন রৈল সেথা নানাবিধ রঙ্গে।।৪৫।।

শ্রীরসিক মুরারী 'খোয়াস' সঙ্গে ছিলা।
অধিকারী করি তারি সেথানে রাখিলা।।৪৬।।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে বিজে শ্যামানন্দ।
নাম সংকীর্ত্তন করে সব ভক্তবৃন্দ।।৪৭।।
তবে কিছুদিনে প্রভু ঘুরিয়া চলিল।
শ্রীরাসবিহারী সেবা সেথা পধারিল।।৪৮।।
সেথা হৈতে খেলাড়িতে প্রবেশ হইলা।
ভূঞ্যা শিষ্য করি নাড়াজোলেতে চলিলা।।৪৯।।
শ্রীমদনমোহন সেবা সেথা প্রকাশিল।
গঙ্গাস্নান যাইতে পথে বহু শিষ্য কৈল।।৫০।।
গঙ্গাস্নান সারি প্রভু শ্রীপাটে গমন।
আনন্দিতে আইল শ্রীগুপ্ত বৃন্দাবন।।৫১।।
পশ্চিম গমনে ব্যাঘ্র সর্প নিস্তারিল।
স্থানে স্থানে অধিকারী শিষ্য বসাইল।।৫২।।
বহু দেশে বহু সেবা তবে পধারিল।
দেশে দেশে হরিনাম দিয়া উদ্ধারিল।।৫৩।।
শ্রীরাস গোবিন্দপুরে রঙ্গে রাস কৈলা।
শ্রীবিনোদ রায় সেবা সেথা পধারিলা।।৫৪।।
কানপুরে গোস্বামী উদ্দণ্ড রায় ঘরে।
অর্দ্ধ বৎসর তথা রহে তার স্নেহভরে।।৫৫।।
পুনঃ শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রবেশিল।
রসিক মুরারিরে গাদীতে সাড়ী দিল।।৫৬।।
মহা-মহোৎসব কৈল আনন্দিত মনে।
তিন পুরে ধন্য ধন্য শ্যামানন্দ নামে।।৫৭।।
গুরু শিষ্যে মহারঙ্গে ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমে মত্ত হৈয়া বুলে মনের তরঙ্গে।।৫৮।।
জয় শ্যামানন্দ জয় শ্রীরসিকচন্দ্র।
মোরে দয়া কর মুঁহি ত্রিভুবন মন্দ।।৫৯।।
জগৎ তারিলে দিয়া প্রেমের লহরী।
মুঁহি হীন মোরে তার বারে দয়া করি।।৬০।।

শ্রীবৃন্দাবন পশ্চিম ভাগে এক স্থান।
শ্রীসম্প্রদায় গাদী সেহ শ্রীগলতা নাম ॥৬১॥
সেথা মহান্তের নাম হয় সূর্য্যানন্দ।
বড় তেজোমান্ তিনি প্রেমেতে আনন্দ ॥৬২॥
বহু ভক্ত লয়্যা তেঁহ পুরীতে চলিল।
বড় চেলা রঘুদাসে গাদীতে থাপিল ॥৬৩॥
রঘুদাস কহে প্রভু না পারিব আমি।
আর কারে দেখি কহ তুমি অন্তর্য্যামী ॥৬৪॥
আজ্ঞা ভ্রষ্ট হৈল শুনি মহান্ত সূর্য্যানন্দ।
শাপ দিল কুড়ি তুই হবে আরে মন্দ ॥৬৫॥
এত শুনি রঘুদাস চরণে পড়িল।
বিনতি করিয়া বহু নতি স্তুতি কৈল ॥৬৬॥
তবে কৃপা করি তারে পুনঃ আজ্ঞা দিলা।
রাম নাম জপ সদা কর সাধু মেলা ॥৬৭॥
বলে আমি একবার জন্মিব পৃথ্বীতে।
দর্শন পাইবে আমার শ্রীক্ষেত্র চলিতে ॥৬৮॥
পৃষ্ঠে তরোয়ালী চিহ্ন দেখিয়া চিহ্নিবে।
চরণামৃত পাইলে এই কুষ্ঠ যাবে ॥৬৯॥
এত আজ্ঞা করি তারে চলে পূর্ব্বদিকে।
চৌদ্দ হাজার নাগা আছে তাহার সঙ্গে ॥৭০॥
শ্রীগোপীবল্লভপুরে কিছুদিন আসি।
প্রবেশিল সূর্য্যানন্দ মহা প্রেম রাশি ॥৭১॥
দেশোয়ালী লোক গিয়া শ্রীগোস্বামী কাছে।
বলে বহু বৈইষ্ণব এথা আসিতেছে ॥৭২॥
শুনি শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি।
আনন্দ হইয়া তবে গেল তারে আনি ॥৭৩॥
সূর্য্যানন্দ শ্রীগোস্বামী দেখিয়া মিলিল।
কোলাকুলি হয়্যা দোঁহে প্রেমেতে ভাসিল ॥৭৪॥
তবে শ্রীগোবিন্দ দরশনে গেল চলি।
ভেটী দিয়া ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥৭৫॥

দর্শন করিয়া সূর্য্যানন্দ আনন্দেতে।
বলে ধন্য ধন্য রূপ নাই ত্রিজগতে ॥৭৬॥
এমন মাধুর্য্য মূর্ত্তি কোথা নাই দেখি।
দর্শনে সকল জীবের পূর্ণ করে আঁখি ॥৭৭॥
এই মত কতক্ষণ রহিয়া প্রশংসিল।
তবে শ্রীগোস্বামী তারে বাসা দেওয়াইল ॥৭৮॥
সম্পূর্ণ ভোজন করাইল বৈষ্ণবেরে।
পীঠা পানা ক্ষীর আদি কে বর্ণিতে পারে ॥৭৯॥
কিছুদিন রৈল সেথা মহান্ত সূর্য্যানন্দ।
সর্ব বৈষ্ণব সঙ্গে করিয়া আনন্দ ॥৮০॥
একদিন বসিয়া আছেন শ্রীগোস্বামী।
সূর্য্যানন্দ বলে এক দ্রব্য মাগ আমি ॥৮১॥
শ্রীগোস্বামী বলে এই সকল তোমার।
যে ইচ্ছা সেই মাগ নাই কোন ভার ॥৮২॥
তবে সূর্য্যানন্দ বলে শ্রীহরি দ্বারেতে।
লড়াই হৈল সব সন্ন্যাসীর সাথে ॥৮৩॥
মহাগোল দেখি আমি ফিরিয়া চলিল।
সেইখানে পৃষ্ঠে তরোয়ালিকে মারিল ॥৮৪॥
এই পাপে পৃথিবীতে একবার আমি।
মনুষ্য শরীর জাত করাইব স্বামী ॥৮৫॥
এই কারণেতে মাগি প্রার্থনা করিয়া।
রসিক চাঁদের পুত্র হইব বলিয়া ॥৮৬॥
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু কহেন বচন।
আমার কৃপাতে হইয়াছে দুনন্দন ॥৮৭॥
সেই অবধিতে স্ত্রী ত্যাগ সে করিল।
নহিলে তাহাতে কিছু সন্দেহ না ছিল ॥৮৮॥
তার পুত্র রাধানন্দ কৃষ্ণ গতি দুই।
এই মত তেজোবান হইছেন সেই ॥৮৯॥
বড় পুত্রে রাধানন্দে শিষ্য আমি করি।
তার পুত্র হও তুমি মানা নাহি করি ॥৯০॥

এত শুনি সূর্য্যানন্দ অঙ্গীকার কৈল।
এক কথা আছে আর বলিয়া বইল ॥৯১॥
রাধানন্দ পুত্র আর বহুত হইবে।
আমি জাত হৈল বলি কেমনে চিনিবে ।৯২॥
এই তরোয়াল চিহ্ন পৃষ্ঠেতে আমার।
দেখিয়া চিনিবে তবে করি নিরাধার।৯৩॥
আমার সঙ্গেতে আছে শ্রীনৃসিংহদেব।
সঙ্কেত মানিয়া তবে এথা পধারিব।৯৪॥
এই মত কহি তবে কিছু দিনান্তরে।
নৃসিংহ রাখিয়া সেথা শ্রীপুরীতে চলে।৯৫॥
কিছুদিনে প্রবেশিল শ্রীক্ষেত্রেতে গিয়া।
বহু মেলা করি সেথা পূজা ভেটী দিয়া ।৯৬॥
সেথা হ'তে শ্রীরামনাথেতে গেলা চলি।
কিছুদিন রয়্যা গেল শ্রীগলতা পুরী।৯৭॥
বহু বৈষ্ণব সঙ্গে প্রবেশ হইলা।
নানাদি সামগ্রী করি ভক্তে খাবাইলা।৯৮॥
তার শিষ্যগণ সব বহু পূজা কৈল।
তবে সূর্য্যানন্দ সেথা আনন্দে রহিল ॥৯৯॥
কিছু দিনান্তরে মায়া দেহত্যাগ কৈলা।
সিদ্ধ দেহ লৈয়া শ্রীপাটেতে প্রবেশিলা।১০০॥
শ্রীরাধানন্দ নন্দন হৈয়া জনমিল।
মহা হর্ষে সর্বে নয়নানন্দ নাম দিল।১০১॥
দিন দিন হৈতে মহাতেজ প্রকাশিলা।
শুক্লপক্ষে দ্বিজরাজ যেমনি হইলা।১০২॥
সেইমত কিছু দিনান্তর গেলা চলি।
তবে রঘুদাস সূর্য্যানন্দ কথা ভালি।১০৩॥
শ্রীক্ষেত্র দর্শনে চলে আনন্দিত মনে।
পূর্ব কথা ভাবি মনে চিহ্নে সর্ব্বজনে।১০৪॥
এই মতে কিছুদিনে পুরী প্রবেশিলা।
সেথা হতে রামনাথে দর্শনে চলিলা।১০৫।
কতদিনে সেতুবন্ধ দর্শন করিল।
সেথা হতে রঘুদাস ফিরিয়া চলিল ॥১০৬॥
শ্রীগোপীবল্লভপুরে আসি প্রবেশিলা।
শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া বাসা কৈলা ॥১০৭॥
রসুইনা করি কৈলা প্রসাদ ভোজন।
কিছুদিন রৈল সেথা আনন্দিত মন ॥১০৮॥
একদিন শ্রীনয়নানন্দ স্নান করিতে।
পৃষ্ঠে চিহ্ন দেখি রঘুদাস ভাবে চিতে ॥১০৯॥
বলে এইখানে আমার সংকেত মিলিলা।
নিশ্চে সূর্য্যানন্দ এথা আসি জাত হৈলা ॥১১০॥
এত কহি নয়নানন্দ স্নান কাছে গেলা।
চরণামৃত পাইয়া পরিক্রমা কৈলা ॥১১১॥
মহাপ্রেমে মহানন্দেনতি স্তুতি কৈল।
সেইদিন হৈতে তার কষ্ট দূর হৈল ॥১১২॥
তবে নয়নানন্দে নিজ পরিচয় দিল।
পূর্ব কথা কহ্যা সর্ব আনন্দিত হৈল ॥১১৩॥
কিছুদিন থাকি গলতাতে প্রবেশিলা।
মহান্ত হইয়া সেথা গাদীতে বসিলা।১১৪॥
জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকেন্দ্র চন্দ্র।
তোমার বংশেতে যত বন্দোঁ তার পদ ॥১১৫॥
রাধাকৃষ্ণ আজ্ঞা পাঞা উৎকল তারিল।
এই সব লীলা প্রভুর বিস্তারিত হৈল।১১৬॥
মুই হীন পাপী মন্দ দুষ্ট দুরাচার।
কৃপা করি তার মোরে এ ভব সংসার ॥১১৭॥
শ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এইমাত্র বল ॥১১৮॥
শ্রীরূপ মঞ্জরীর পাদপদ্মে করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে একাদশ দশার আখ্যান ॥১১৯॥

ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ প্রকাশ, মুরারীকে গাদী সমর্পণ, মহান্ত সূর্য্যানন্দ মনোভীষ্ট পূরণ নাম একাদশ দশা সম্পূর্ণা।

দ্বাদশ দশা

জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্তজন বন্ধু।
কৃপা কর মোর প্রভু নাম কৃপাসিন্ধু ॥১॥
একদিন রসিক চাঁদেরে আজ্ঞা কৈলা।
পূর্ব দিশা যাব আমি বলিয়া রহিলা ॥২॥
শুনি শ্রীরসিকানন্দ বলেন বচন।
যেই ইচ্ছা কর সেই কে করে টালন ॥৩॥
তবে শ্রীগোস্বামী পালঙ্কীতে বিজে কৈল।
বহু বৈষ্ণব সঙ্গে ঘিনিয়া চলিল ॥৪॥
নাম সংকীর্ত্তন হরি হরি ধ্বনি আর।
কি উপমা দিব তারে পুরিল সংসার ॥৫॥
যে গ্রামে প্রবেশ হয় প্রভু শ্যামানন্দ।
ভেটী পূজা দিয়া লোক প্রেমেতে আনন্দ ॥৬॥
এই মত রোহিণীতে প্রবেশ হইলা।
মধু শ্রীকর ভ্রমর বরে শিষ্য কৈলা ॥৭॥
দামোদর পতি পুরুষোত্তম গোঁসাই।
কাশিয়াড়ী হৈতে আসি মিলে প্রভু ঠাঁই ॥৮॥
নাম সংকীর্ত্তন করি ঘরে লঞা গেল।
মহা আনন্দেতে বহু ভেটী পূজা কৈল ॥৯॥
কাশিয়াড়ী লোক আর আশপাশ গ্রামে।
প্রভুরে দেখিতে চলে আনন্দিত মনে ॥১০॥
দেখি মহাপ্রেমে লোক গড়াগড়ি যায়।
শ্রীচরণামৃত পিয়ে অধরামৃত পায় ॥১১॥
কি কহিব আমি তার ভাগ্যের প্রমাণ।
প্রেমেতে আসিল সব কাশিয়াড়ী গ্রাম ॥১২॥
মহামহোৎসব কৈল দামোদর পতি।
সেবা করি তোষ কৈলা শ্যামানন্দ পতি ॥১৩॥
রাত্রেতে সর্ব্বমঙ্গলা দিব্যরূপ হৈলা।
শ্রীগোস্বামী শয়ন স্থানেতে প্রবেশিলা ॥১৪॥
সাষ্টাঙ্গ হইয়া ভূমে দণ্ডবৎ কৈলা।
বহু স্তুতি করি করজোড়ি দাঁড়াইলা ॥১৫॥
বলে কৃপা কর মোরে প্রভু শ্যামানন্দ।
যাহার প্রেমেতে হৈলা শ্যামার আনন্দ ॥১৬॥
মুই হীন পাপ মতি দুষ্ট দুরাচার।
শরণ রাখিহ প্রভু চরণে তোমার ॥১৭॥
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু বলেন বচন।
সকল জীবের হিংসা তোমার জীবন ॥১৮॥
পশুঘাতী দুষ্ট তুমি না ছুঁইব আমি।
তোমার স্পর্শেতে আমার পুণ্য হবে হানি ॥১৯॥
পুনঃ দেবী কহে শুনি ক্ষম মোর দোষ।
হেন না করিব আমি না করিহ রোষ ॥২০॥
আমার নাম ধরি যেহো জীব ঘাত করে।
পিতৃগণ লৈয়া সাথে মহানরকে পড়ে ॥২১॥
এত শুনি শ্যামানন্দ হইয়া আনন্দ।
মঙ্গলারে শিষ্য করি বলে মন্দ মন্দ ॥২২॥
কভু না করিবে আর পশুরে হিংসন।
সাধু সেবা কর পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥২৩॥
এত আজ্ঞা শুনি দেবী চরণে পড়িল।
মেলানি মাগিয়া নিজ পুরেতে চলিল ॥২৪॥
সেথা হৈতে খানাকুল কৃষ্ণনগরেতে।
প্রবেশ হইল গিয়া বহু ভক্ত সাথে ॥২৫॥
অভিরাম ঠাকুর গোস্বামী বাড়ী সেথা।
শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর তাহার ইষ্টদাতা ॥২৬॥
মন্দিরে প্রবেশ হইল লৈয়া ভক্তগণ।
দর্শন করিয়া প্রেমে হইল অচেতন ॥২৭॥
বহুক্ষণে শ্রীগোস্বামী চেতনা পাইলা।
দেখি গোপীনাথ অধিকারী লৈয়া গেলা ॥২৮॥
প্রসাদ ভোজন কৈল ভক্তগণ লৈয়া।
আনন্দিত হইল সবে ভোজন করিয়া ॥২৯॥
তবে শ্যামানন্দ কহে শুন ভক্তগণ।
দ্বাপরের এক কথা কহি ভক্তগণ ॥৩০॥
গোপে লীলা করে প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কংসের আজ্ঞাতে ব্যোমা করিলা গমন ॥৩১॥
গোপ বালকের সঙ্গে খেলে রামহরি।
কেহ রাজা প্রজা দণ্ড আশি বেশ ধরি ॥৩২॥

কেহ চোর হঞা ফিরে বনের ভিতর।
এইমত খেলা করে প্রভু দামোদর ॥৩৩॥
দেখি ব্যোমাসুর মায়া প্রকাশ করিল।
সব গোপ বালকেরে চোরাইয়া নিল ॥৩৪॥
পর্ব্বত গুহাতে রাখি পথর ঢাকায়।
এইমত কতক্ষণ বহ্যা গেল তার ॥৩৫॥
বালকে না দেখি প্রভু মদন গোপাল।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া প্রভু ডাকে বারবার ॥৩৬॥
এই মত গিরি কাছে প্রবেশ হইল।
পর্ব্বতের কাছে ব্যোমা সুরেতে দেখিল ॥৩৭॥
এক গোপ বালকেরে কাখে ঝাঁকিয়াছে।
প্রবেশ হইল গিয়া গিরিকোট কাছে ॥৩৮॥
দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন মহাকোপ কৈল।
অসুরের পরে লৈয়া মুষ্টি প্রহারিল ॥৩৯॥
মস্তক ফাটিয়া ব্যোমা পড়িল ভূমিতে।
তারে সংহারিয়া প্রভু চলে আনন্দেতে ॥৪০॥
পাথর খুলিয়া গোপ বালকে আনিল।
পুনঃ সে পাথর সেইখানে ঢাকা ছিল ॥৪১॥
অভিরাম নাম তার একই বালক।
সকলি আনিল তিনি রহ্যা গেল এক ॥৪২॥
কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজ ভূমি গেল।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে দেখিল ॥৪৩॥
দ্বার ঢাকা পাথর দেখিয়া খুলাইল।
ভায়া অভিরাম বলি ভিতরে পশিল ॥৪৪॥
শুনি অভিরাম বাহিরিলা গোফাহৈতে।
দেখি মহাপ্রভু বড় আনন্দিত চিত্তে ॥৪৫॥
কোলাকুলি করি দোঁহা প্রেমেতে ভাসিল।
পূর্ব কথা চিত্তে স্মরি আনন্দ বাড়িল ॥৪৬॥
গৌরাঙ্গ কহেন ভাই তোমারে দেখিয়া।
মহাভয় পাবে লোক চমৎকার হঞা ॥৪৭॥
এইমত পরিহাস বহুত করিল।
অভিরামে লঞা প্রভু সেথা হতে গেল ॥৪৮॥
বৃন্দাবনে প্রবেশিল ভক্তগণ সঙ্গে।
এইমত লীলা করে শ্রীচৈতন্য রঙ্গে ॥৪৯॥

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
দর্শন করিতে প্রভু করিলা গমন ॥৫০॥
অভিরামে পাঞা বলে দেখ এইরূপ।
নটবর ছবি কৃষ্ণমোহন স্বরূপ ॥৫১॥
দেখ অভিরাম বহু নতি স্তুতি কৈল।
বিনতি হইয়া বহু প্রণতি করিল ॥৫২॥
শ্রীগোবিন্দ দেখি তারে আনন্দ হইল।
আপনার বনমালা তার গলে দিল ॥৫৩॥
এইমত ব্রজে যত শ্রীবিগ্রহ ছিল।
অভিরাম লয়্যা প্রভু সকলি দেখিল ॥৫৪॥
যারে দণ্ডবৎ এক অভিরাম করে।
সে বিগ্রহ ফাটি যায় না রহিতে পারে ॥৫৫॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
বলদেব এই চারি করিল দর্শন ॥৫৬॥
আর যত যত মূর্ত্তি সেখানেতে ছিলা।
এক এক দণ্ডবতে সবে ফাটি গেলা ॥৫৭॥
কিছুদিন সেথা রহি চলিয়া আইলা।
যেখানে বিগ্রহ আছে পরীক্ষা করিলা ॥৫৮॥
এমতে কালিয়াকান্ত পুরীতে মিলিল।
এক দণ্ডবতে তিনি হাঁসিতে লাগিল ॥৫৯॥
মালা দিল অভিরাম গোস্বামীর গলে।
ভাল আছহে বলিয়া পুছিল তাহারে ॥৬০॥
সেহ বলে ভাল আছি তোমার কৃপাতে।
সেখানে প্রসাদ পায় অতি শুদ্ধ চিত্তে ॥৬১॥
সেথা হৈতে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ হইলা।
মদনমোহন দেখি দণ্ডবৎ হইলা ॥৬২॥
এক দণ্ডবতে বাঁকা হইয়া রহিল।
দণ্ডবৎ না করিহ বলিয়া কহিল ॥৬৩॥
সেথা হৈতে বগড়ী শ্রীকৃষ্ণ রায় কাছে।
প্রবেশিল প্রভু অভিরাম সঙ্গে আছে ॥৬৪॥
দণ্ডবৎ কৈল অভিরাম মহাশয়।
এক দণ্ডবতে তিঁহ কথা নাহি কয় ॥৬৫॥
পুনঃ এক দণ্ডবৎ করে অভিরাম।
তবে না পাইল কিছু আপনা স্বকাম ॥৬৬॥

আর এক দণ্ডবৎ গোঁসাই করিল।
তিন দণ্ডবতে প্রভু হাঁসি মালা দিল ॥৬৭॥
এক দণ্ডবতেতে বিগ্রহ ফাটিয়া যায়।
তিন দণ্ডবৎ নিল বগড়ীকৃষ্ণ রায় ॥৬৮॥
সেথা হৈতে রেমুনাতে প্রবেশ হইলা।
ক্ষীরচোরা গোপীনাথে গিয়া প্রবেশিলা ॥৬৯॥
এক দণ্ডবতে তিঁহ হাঁসি মালা দিল।
তবে সাক্ষিগোপালেতে প্রবেশ হইল ॥৭০॥
দেখি গোপীনাথ পূর্ণ আনন্দ হইলা।
অভিরাম গোস্বামীরে লয়্যা মালা দিলা ॥৭১॥
সেথা হৈতে গেলা জগন্নাথ দরশনে।
কিছুদিন রৈল সেথা আনন্দিত মনে ॥৭২॥
তবে সেথা হৈতে চলে কিছু দিনান্তরে।
প্রবেশ হইল অভিরাম যে গ্রামেরে ॥৭৩॥
ষোল সাঙ্গী কণ্ঠে তুলি বংশী কৈল।
আশ্চর্য্য মানিলা লোক বহু সেবা কৈল ॥৭৪॥
তবে গোপীনাথ পূজা এথা পধারিলা।
সেইদিন হৈতে এইখানেতে রহিলা ॥৭৫॥
একাদন গোপীনাথ ভোগ লাগাইল।
ভোগ তুলিয়া পূজারী স্নানেতে চলিল ॥৭৬॥
একই মার্জারী ছিল প্রসাদ খাইলা।
মন্দিরের কাছে ব্রাহ্মণের ঘরে ছিলা ॥৭৭॥
তার পুত্র নাতি বহু কুটুম্বাদি জন।
তার ঘরে গ্রাম যাজী বরে সর্ব্বজন ॥৭৮॥
তার শান বধূ করে রসুই মার্জন।
কুটুম্বরে দিয়া স্নানে করিল গমন ॥৭৯॥
আপনার পত্র পাড়ি রাখিয়া চলিল।
সেই বিল্লী আসি বধূ অন্নে মুখ দিল ॥৮০॥
স্নান সারি বধূ অন্ন করিল ভোজন।
ভক্ষমাত্রে কৃষ্ণপ্রেম হৈল উদ্দীপন ॥৮১॥
ক্ষণে হাঁসে নাচে কাঁদে ভূমে গড়ি যায়।
বাতুল হইয়া দাণ্ডে দাণ্ডেতে বেড়ায় ॥৮২॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ চিতে বহু চিন্তা কৈল।
ভূত লাগিয়াছে বলি ওঝা লাগাইল ॥৮৩॥

তিন দিন গেল তবে ভাল না হইল।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ চিত্তে বিস্ময় হইল ॥৮৪॥
একদিন অভিরাম পুছে ব্রাহ্মণেরে।
তোমা বধূ কি হইছে কহিবে আমারে ॥৮৫॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলে গোঁসাইর কাছে।
আমার বধূরে কিবা ভূত লাগিয়াছে ॥৮৬॥
হাসে নাচে গড়ে ভূমে বাতুলের মত।
কিবা কেহ ভ্রম করে কিবা লাগে ভূত ॥৮৭॥
শুনিয়া গোস্বামী বলে ভূত না লাগায়।
এমত চেষ্টাতে জানি কৃষ্ণ প্রেম হয় ॥৮৮॥
শ্রাদ্ধের তণ্ডুল যদি তোমা ঘরে থাকে।
তার অন্ন করি তুমি খাবাইবে তাকে ॥৮৯॥
তবে সে বাতুল তার ভাল হয়্যা যাবে।
পূর্ব্বমত হয়্যা তোমা ঘরেতে থাকিবে ॥৯০॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ শীঘ্রতরে চলি গেলা।
গোসাঁইর আজ্ঞা পালি সেইমত দিলা ॥৯১॥
ভক্ষমাত্রে কৃষ্ণপ্রেম ত্যাগ হইয়া গেল।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে আনন্দ হইল ॥৯২॥
সবংশে লইয়া গোস্বামীর কাছে গেলা।
বিনতি হইয়া কিছু প্রার্থনা করিলা ॥৯৩॥
বলে কি কারণে এই আজ্ঞা কর মোরে।
ভক্ষমাত্রেতে বাতুল ত্যাগ হইল তারে ॥৯৪॥
শুনিয়া গোস্বামী কহে বাতুল সে নয়।
কিবা কারণেতে তার কৃষ্ণ প্রেম হয় ॥৯৫॥
প্রেত ভক্ষ্য তণ্ডুলের অন্ন যবে খায়।
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি যত তার হৈতে যায় ॥৯৬॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলে সদা মোর ঘরে।
প্রেত তণ্ডুলের অন্ন সবে ভক্ষ করে ॥৯৭॥
কৃষ্ণ প্রেম দূর হয় বলিয়া না জানি।
ত্রাহি কর এবে মহাপাপী জন আমি ॥৯৮॥
এত কহি গোস্বামীর চরণে পড়িলা।
বহু নতি স্তুতি করি শরণ পশিলা ॥৯৯॥
শুনি অভিরাম শিষ্য করিল তাহারে।
গ্রাম যাজী ছাড়ি সেবা করে গোস্বামীরে ॥১০০॥

কিছু দিনান্তরে তারে পূজারী করিল।
এবে অধিকারী সেহ ব্রাহ্মণ হইল ॥১০১॥
এই কথোপকথনে সেদিন সেথানে।
ভক্তে লৈয়া শ্রীগোস্বামী আনন্দিত মনে।
আর দিন ধর্মশীল কায়স্থ দেওয়ান।
বিনতি লইয়া লঞা গেল নিজ স্থান ॥১০৩॥
বহু ভেটী পূজা দিয়া দণ্ডবৎ কৈল।
নানাদি সামগ্রীতে ভোজন করাইল ॥১০৪॥
যজ্ঞ করে তার ঘরে অনেক ব্রাহ্মণ।
দেখি শ্রীগোস্বামী করে আনন্দিত মন ॥১০৫॥
সেথা যজ্ঞেশ্বর রামচন্দ্র বোস নাম।
ধার্মিক পণ্ডিত বিধি মহা বিজ্ঞমান ॥১০৬॥
তিনি কহে ব্রাহ্মণেরে আন্ বৈশ্বানর।
যজ্ঞের কারণে বিপ্র গেল শীঘ্রতর ॥১০৭॥
শ্রীগোস্বামী সঙ্গে ছিল ভুবন মঙ্গল।
ব্রাহ্মণেরে চাঁহা তিনি করিল উত্তর ॥১০৮॥
অগ্নি কি করিবে কহ শুনি আমি।
ব্রহ্ম অগ্নি বিনা যজ্ঞে আর নাহি জানি ॥১০৯॥
বিপ্র কহে কলিযুগে ব্রহ্ম অগ্নি কোথা।
ভুবন মঙ্গল কহে ব্রহ্মতেজ যথা ॥১১০॥
কৃষ্ণ মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সব সিদ্ধ হয়।
এত শুনি বিপ্র কোপ করি তারে কয় ॥১১১॥
বলে সত্য বৈষ্ণব যদি হবে তুমি।
ব্রহ্ম অগ্নি দেখি সত্য মানি তবে আমি ॥১১২॥
শুনি ভুবন মঙ্গল শীঘ্র চলি গেল।
ফুঁক মাত্র ব্রহ্ম অগ্নি প্রকাশ করিল ॥১১৩॥
দেখি বিপ্রগণ সবে আশ্চর্য মানিল।
স্বয়ং নারায়ণ বলি প্রণাম করিল ॥১১৪॥
নতি স্তুতি করি কর জুড়ি দাঁড়াইল।
শিষ্য হৈতে ইচ্ছা তারা সকলি করিল ॥১১৫॥

তবে ভুবন মঙ্গল তারে কহে বাণী।
আমা প্রভু শ্যামানন্দ তাঁর দাস আমি ॥১১৬॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বিচারিল সবে।
শিষ্যে এত তেজ গুরু কিবা নাহি হবে ॥১১৭॥
এত কহি ভুবন মঙ্গল সঙ্গে গেল।
শ্রীগোস্বামীরে ভুবন বাতাইয়া দিল ॥১১৮॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ দণ্ডবৎ কৈলা।
শিষ্য হইতে ইচ্ছা তারা সকলি করিলা ॥১১৯॥
বলে শ্রীগোস্বামী শিষ্য বট তুমি কার।
ব্রাহ্মণ কহেন শুন বচন আমার ॥১২০॥
শ্রীপণ্ডিত ঠাকুরের ঘরে শিষ্য আমি।
তোমা সম আর নাই দেখি শুন স্বামী ॥১২১॥
শুনি শ্রীগোস্বামী তাঁরে বলেন বচন।
এক ঘর হৈল তোমা আমার মিলন ॥১২২॥
সদা রাধাকৃষ্ণ ভজ না কর হেলন।
পূরণ করিবে প্রভু তোমা প্রাণ মন ॥১২৩॥
এত শুনিয়া ব্রাহ্মণে আনন্দ বাড়িল।
শ্রীগোস্বামীর চরণেতে সর্ব্বে প্রণমিল ॥১২৪॥
নিজ কাছে গেলা সবে হইয়া আনন্দ।
দেওয়ান পূজিল গোস্বামীর পদদ্বন্দ ॥১২৫॥
জয় জয় শ্যামানন্দ পতিত পাবন।
অধমে তারিহ প্রভু দিয়া কৃপাধন ॥১২৬॥
মুঁই হীন জন মোরে করিহ উদ্ধার।
পদরেণু দিয়া তার এ ভব সংসার ॥১২৭॥
শ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এইমাত্র বল ॥১২৮॥
শ্রীরূপ মঞ্জরীর পাদপদ্মে করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিবে দ্বাদশ দশার আখ্যান ॥১২৯॥

ইতি শ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুদ্বয়ের পূর্ব্ব দেশে গমন, অভিরাম ঠাকুর মাহাত্ম্য বর্ণন নাম দ্বাদশ দশা সম্পূর্ণা।

॥ ত্রয়োদশ দশা ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ দয়ার অবধি ।
গঙ্গা স্নান বিজে কৈল দুষ্টগণ সাধি ॥ ১ ॥
পথেতে যাইতে প্রভু যত লীলা করে ।
মানুষ হইয়া কেহ তা বর্ণিতে পারে ॥ ২ ॥
রসিক শেখর মোরে যেই আজ্ঞা করে ।
সেই আজ্ঞা প্রতি পালি লিখেছি পাতেরে ॥ ৩ ॥
এবে কহি চিঙ্কিড়াতে যে লীলা করিল ।
এক ধর্ম্মবান কায়স্থ সেখানেতে ছিল ॥ ৪ ॥
শ্রী গোস্বামীর পদে তার আগ্রহ বাড়িলা ।
আপনার গ্রামে শ্যামানন্দে লয়্যা গেলা ॥ ৫ ॥
বহু দ্রব্য করি কৈলা চরণ বন্দন ।
অতি আনন্দিতে প্রেমে উছলিল মন ॥ ৬ ॥
নানাদি সামগ্রী লৈয়া পাক করাইল ।
সম্পূর্ণ ভোজন প্রভু ভক্ত সঙ্গে কৈল ॥ ৭ ॥
মুখ পাখালিয়া করে তাম্বুল ভোজন ।
এইমতে রাত্র হইল করিল শয়ন ॥ ৮ ॥
প্রভাতেতে গঙ্গা স্নানে করিল পয়ান ।
ভক্তগণ সঙ্গে আর যত পুণ্যবান্ ॥ ৯ ॥
গঙ্গাস্নান সারি প্রভু কুলেতে উঠিল ।
বহুত সামগ্রী কিনি ভোগ লাগাইল ॥ ১০ ॥
সব বৈষ্ণব ব্রাহ্মনেরে বোলাইলা ।
সম্পূর্ণ ভোজন তারা আনন্দে করিলা ॥ ১১ ॥
ভোজন সারিয়া কৈল নাম সংকীর্ত্তন ।
মধ্যে নাচে শ্যামানন্দ আনন্দিত মন । ১২ ॥
এই মতে কত ক্ষণে নিশি ভোর হৈল ।
ভক্তগন লৈয়া প্রভু প্রাতঃস্নান কৈল ॥ ১৩ ॥
স্নান সারিয়া সবে কৈল প্রসাদ ভোজন ।
সম্পূর্ণ ভোজন কৈল আনন্দিত মন ॥ ১৪ ॥
চন্দন নগরে শ্যামানন্দ উপনীত ।
রসিক মুরারি সহ আর যত ভৃত্য ॥ ১৫ ॥

বুড়া শিবতলা তথা মহাপুন্য স্থান ।
শ্যামানন্দ ভক্তসহ যথায় বিশ্রাম ॥ ১৬ ॥
গঙ্গাতটে রাধা গোবিন্দ মূর্ত্তি প্রকাশিল ।
ভিক্ষা করি মহোৎসব কীর্ত্তন আরম্ভিলা ॥ ১৭ ॥
চব্বিশ প্রহর হয় নাম সংকীর্ত্তন ।
ম্লেচ্ছ যবন যত ছিল সবে হৃষ্ট মন ॥ ১৮ ॥
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী প্রবাহিত যথা ।
মুক্ত ত্রিবেণী নামপূন্য ভক্ত গাঁথা ॥ ১৯ ॥
ভক্তগণ লঞা প্রভু বিজয় করিল ।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি নাম আরম্ভিল ॥ ২০ ॥
অষ্ট প্রহর কৃষ্ণনামে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ।
বধি যাত্রা পদরসিক কৌতুকে রচিল ॥ ২১ ॥
ত্রিবেণী চন্দন নগরে অপূর্ব্ব মিলন ।
গঙ্গা কূলে যত পাট না যায় গণনে ॥ ২২ ॥
শ্যামানন্দ আমন্ত্রনে সবার আনন্দ ।
সেবা করি ধন্য কৈল শ্রীরাসিকানন্দ ॥ ২৩ ॥
এই মত লীলা করে শ্যামানন্দ রায় ।
বিদায় মাগিয়া সবে নিজ স্থানে যায় ॥ ২৪ ॥
সেথা হতে শ্রী গোস্বামী করিল গমন ।
পথেতে আসিতে শিষ্য কৈল বহুজন ॥ ২৫ ॥
কিছু দিনে শ্রীপাটেতে প্রবেশ হইলা ।
ভক্তগন সঙ্গে প্রভু নানা লীলা কৈলা ॥ ২৬ ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর হৈতে কিছু দিনান্তরে ।
গমন করিল শ্যামানন্দ ব্রজপুরে ॥ ২৭ ॥
বন পথে গেল প্রভু ভক্তগন সঙ্গে ।
কত বন কন্দরাদি দেখি নানা রঙ্গে ॥ ২৮ ॥
কত নদ নদী কত পার হঞা গেল ।
ব্যাঘ্র আদি জীব সব অপার দেখিল ॥ ২৯ ॥
এই মত চলে প্রভু শ্যামানন্দ রায় ।
বন দেখি চিত্তে প্রভু বড় সুখ পায় ॥ ৩০ ॥

একদিন পথে দুই ব্যাঘ্র বসিয়াছে।
বৈষ্ণব দেখিয়া ব্যাঘ্র আসে তার কাছে ॥ ৩১ ॥
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু আগুসার হৈলা।
আস আস বাপু বলি তারে আজ্ঞা কৈলা॥ ৩২ ॥
গোস্বামীরে দেখি ব্যাঘ্র দণ্ডবৎ কৈলা।
দর্শন মাত্রকে তার আনন্দ বাড়িলা ॥ ৩৩ ॥
শ্রীগোস্বামী বলে হরি হরি বল তুমি।
শুনি ব্যাঘ্র দণ্ডবৎ করে পুন পুনি ॥ ৩৪ ॥
সেথা হৈতে শ্যামানন্দ পথে চলিযায়।
ময়ূর কোকিল আদি পাছেতে গুড়ায় ॥ ৩৫ ॥
বরাহ হরিণ সব দেখে স্তম্ভীভূতে।
এইমতে চলিগেল শ্রীবৃন্দাবনেতে ॥ ৩৬ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী কুঞ্জে গিয়া উত্তরিলা।
তথা হৈতে শ্রীগোবিন্দ দরশনে গেলা ॥ ৩৭ ॥
দর্শন করিয়া তিহোঁ প্রেমাবেশ হইল।
হরি হরি বলি প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥
তবে গোপীনাথ আর মদনমোহন।
এই মত সর্ব্ব ঠাকুরের কৈল দরশন ॥ ৩৯ ॥
বন পরিক্রমা কৈল শ্যামানন্দ রায়।
কত লোকে গোস্বামীর দরশনে যায় ॥ ৪০ ॥
বলে ব্রজ বাসী লোক এই শ্যামানন্দ।
যাহার সেবাতে হইল শ্যামার আনন্দ ॥ ৪১ ॥
এই বলি নিত্য প্রতি দরশন করে।
নানাদি সামগ্রী লৈয়া ভেটি পূজা ধরে ॥ ৪২ ॥
একদিন ভরতপুর রাজা বৃন্দাবনে।
আনন্দেতে চলে শ্রীগোস্বামী দরশনে ॥ ৪৩ ॥
শ্রী-জীব গোস্বামী কুঞ্জে প্রবেশ হইলা।
শ্যামানন্দে দেখি রাজা প্রেমেতে ভাসিলা ॥ ৪৪ ॥
বলে ধন্য শ্যামানন্দ তোমার মহিমা।
যারে রাধা কৃপা করি দিল পদচিহ্ন ॥ ৪৫ ॥
আজি বড় পুণ্য দিন আমার হইলা।
তোমার চরন দরশন ভাগ্যে হইলা ॥ ৪৬ ॥

বহু স্তুতি করি বহু দণ্ডবৎ কৈল।
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈল ॥ ৪৭ ॥
প্রার্থনা করিয়া রাজা বলে শুন স্বামী।
সেবার কারনে কিছু আজ্ঞাকর তুমি ॥ ৪৮ ॥
শুনি শ্রীগোস্বামী তারে বলেন বচন।
এক কুঞ্জের কারনে আছে মোর মন ॥ ৪৯ ॥
আজ্ঞা শুনি রাজার বড় আনন্দ হইলা।
ছটি খরা গ্রাম সেবা কারনেতে দিলা ॥ ৫০ ॥
তবে শ্যামানন্দ তারে আলিঙ্গন দিল।
সেথা হৈতে রাজা তার মন্দিরে চলিল ॥ ৫১ ॥
কিছুদিনে শ্যামানন্দ গেল জয় পুরে।
আনন্দেতে প্রবেশিল রাজার মন্দিরে ॥ ৫২ ॥
দেখি রাজা গোস্বামীর চরনে প্রনমিলা।
নতি স্তুতি করি বহু প্রেমেতে ভাসিলা ॥ ৫৩ ॥
তার ভক্তি দেখি সেথা শ্যামানন্দ রায়।
কিছু দিন ভক্ত সঙ্গে রহে তা গুহায় ॥ ৫৪ ॥
নিত্য প্রতি মহোৎসব করে আনন্দেতে।
কভু মহাপ্রেম হয় শ্রীগোস্বামী চিতে ॥ ৫৫ ॥
দেখি রাজা মহাভয়ে চরন পূজিলা।
সেবার কারনে সে শ্যামলী গ্রাম দিলা ॥ ৫৬ ॥
রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
নন্দগ্রাম বর্ষান প্রভু করিলদর্শন ॥ ৫৭ ॥
বহু শিষ্য প্রেমে মত্ত না যায় কথন।
সেথা সেবা প্রকাশিলা মহাহৃষ্ট মন ॥ ৫৮ ॥
বন উপবন আদি চৌরাশী ক্রোশেতে।
যত কুণ্ড যতকুঞ্জ ঘুরে আনন্দেতে ॥ ৫৯ ॥
ব্রজবাসী বনবাসী যত কৃষ্ণ জন।
শ্যামানন্দে দেখি সবার হরষিত মন ॥ ৬০ ॥
তবে কিছু দিনে প্রভু আইলা বৃন্দাবন।
রাধা কৃষ্ণ দরশন করে হর্ষ মন ॥ ৬১ ॥
এই মতে কতদিন গেল বৃন্দাবনে।
নানা লীলা করে প্রভু আনন্দিত মনে ॥ ৬২ ॥

সেথা হৈতে গৌড় দেশে করিলা গমন।
মালদহে প্রবেশিলা আনন্দিত মন ॥ ৬৩ ॥
সেখান হইতে অম্বিকাতে প্রবেশিলা।
মহাপ্রভু দরশনে প্রেমে মত্ত হৈলা ॥ ৬৪ ॥
ভেটী পূজা দিয়া লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িয়া রহিল ॥ ৬৫ ॥
কিছুক্ষণে উঠি প্রভু করে দরশন।
রূপ দেখি শ্যামানন্দ আনন্দিত মন ॥ ৬৬ ॥
সেথা হৈতে গেলা শ্রীহৃদয়ানন্দ স্থানে।
ভেটী দিয়া দণ্ডবৎ করে হর্ষ মনে ॥ ৬৭ ॥
অশ্রু পুলকিত প্রেমে নয়ন যুগল।
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ করে তারে কোল ॥ ৬৮ ॥
আলিঙ্গন করি তবে বহু প্রশংসিলা।
ধন্য শ্যামানন্দ নাম বলিয়া বলিলা ॥ ৬৯ ॥
কথোদিন রহিল সেথা প্রভু শ্যামানন্দ।
বিদায় মাগিল তবে মনের আনন্দ ॥ ৭০ ॥
সেথা হৈতে শ্যামানন্দ গমন করিল।
বহু দিনে গিয়া বগড়ীতে প্রবেশিল ॥ ৭১ ॥
কৃষ্ণরায় দরশন করি প্রেমে মত্ত।
নাম সংকীর্ত্তন করে আনন্দিত চিত্ত ॥ ৭২ ॥
সেথা সেবা অধিকারী প্রসাদ খাওয়াইল।
দেখি রাজা গোস্বামী বাড়ীতে লয়্যা গেল ॥ ৭৩ ॥
বহু পূজা করি রাজা মহোৎসব কৈল।
সেবার কারণে গোস্বামীরে গ্রাম দিল ॥ ৭৪ ॥
গ্রাম নাম দিল প্রভু শ্যামানন্দপুর।
সেথা লোক দুষ্ট বড় কি অবা অসুর ॥ ৭৫ ॥
কিছুদিন রৈল সেথা প্রভু শ্যামানন্দ।
দুষ্ট নিষেধিল সব লয়্যা ভক্তবৃন্দ ॥ ৭৬ ॥
বহু দ্রব্য দিয়া রাজা গোস্বামী চরণে।
বগড়ী হইতে প্রভু গেল ভাট ভুমে ॥ ৭৭ ॥
সেথা রাজা শুনি বহু আনন্দ হইল।
বহু সৈন্য সঙ্গে গোস্বামীরে লৈয়া গেল ॥ ৭৮ ॥

নিজ গৃহে লয়্যা প্রভুর চরণ পূজিলা।
চরণামৃত পায়্যা প্রেমেতে ভাসিল ॥ ৭৯ ॥
সবংশ লইয়া রাজা গোস্বামীর কাছে।
শিষ্য হৈল সবে গিয়া মনের হরিষে ॥ ৮০ ॥
এক নিবেদন কৈল শ্যামানন্দ স্থানে।
বলে পূর্ব্বে এক রাজা ছিল এইখানে ॥ ৮১ ॥
বৈষ্ণব এক আইল তার সন্নিধান।
মহান্তে জোবান তিনি যেমন ঈশান ॥ ৮২ ॥
তারে অপমান কৈল রাজা দুষ্টমতি।
ক্রোধ হৈয়া বৈষ্ণব উঠিলা তড়িতি ॥ ৮৩ ॥
শাপ দিল ব্যাঘ্র রাজা ভুঞ্জিবে তোমার।
এত বলি গেল তিঁহ ক্রোধেতে অপার ॥ ৮৪ ॥
সে অবধি ব্যাঘ্র ভয় সেথানে হইল।
বহু গ্রাম জন প্রজা উজাড় করিল ॥ ৮৫ ॥
শুনিয়া গোস্বামী তবে তারে কৃপা কৈলা।
আজু হৈতে ব্যাঘ্র ভয় না হবে বলিলা ॥ ৮৬ ॥
পুন যদি ভক্ত ঠাঁই দ্রোহ যে করিবে।
এই ফলে রাজ্য নষ্ট হবে সে জানিবে ॥ ৮৭ ॥
সেই দিন হৈতে ব্যাঘ্র ভয় দুর হৈল।
বলরামপুরে এক অধিকারী স্থাপিল ॥ ৮৮ ॥
বহু গ্রাম দিল রাজা বহু পূজা কৈলা।
কিছু দিন শ্রীগোস্বামী সেখানে রহিলা ॥ ৮৯ ॥
এই মত লীলা করে প্রভু শ্যামানন্দ।
সঙ্গেতে আছেন তার বহু ভক্তবৃন্দ ॥ ৯০ ॥
মোরে দয়া কর প্রভু মুঁই বড় মন্দ।
না জানি তোমার লীলা বিষয়েতে অন্ধ ॥ ৯১ ॥
চক্ষু কান দেহ মোরে দয়ার সাগর।
কৃপা করি তার প্রভু এ হীন পামর ॥ ৯২ ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
আনন্দে রচিল ত্রয়োদশ দশার আখ্যান ॥ ৯৩ ॥
ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে গঙ্গাস্নান,
বন পথে। ব্রজধাম গমন, অম্বিকা দর্শন,
বগড়ী ও ভট্টভুম উদ্ধার নাম ত্রয়োদশ দশা সম্পূর্ণা।

॥ চতুর্দ্দশ দশা ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ দয়ার সাগর।
কৃপা কর মোরে প্রভু সর্ব্বের ঈশ্বর ॥ ১ ॥
হেন মতে শ্যামানন্দ ভট্ট ভূমি দেশে।
বিষ্ণুপুর রাজা সেথা পাইল উদ্দেশে ॥ ২ ॥
বহু লোক ভেজি রাজা বিনতি করিল।
কৃপা করি মহাপ্রভু বিষ্ণুপুর গেল ॥ ৩ ॥
গ্রামের নিকট গিয়া প্রবেশ হইলা।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু নৃত্য আরম্ভিলা ॥ ৪ ॥
নাম সংকীর্ত্তন করে মহামত্ত রঙ্গে।
হরি হরি বলে সবে প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৫ ॥
গ্রামের সব লোক শুনি উৎকণ্ঠে ধাইল।
কিবা মহাপ্রভু আসি পুন জাত হৈল ॥ ৬ ॥
এই মত কহি লোক চলে দরশনে।
আচার্য্য প্রভু শুনিয়া ভাবে মনে মনে ॥ ৭ ॥
বলে ধন্য শ্যামানন্দ তোমার মহিমা।
রাই কৃপাপাত্র তুমি কি কহিব সীমা ॥ ৮ ॥
এত বিচারিয়া মনে আচার্য্য গোঁসাই।
শ্যামানন্দ আনিতে চলেন হর্ষ হই ॥ ৯ ॥
আচার্য্য দেখিয়া প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
পরস্পরে দুইজনে মিলিল তথায় ॥ ১০ ॥
হেন মতে দুই গোঁসাই ভাসে প্রেমজলে।
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হয়্যা নাচে কুতুহলে। ১১ ॥
শ্রীগোস্বামীকে আচার্য্য লইয়া গেল ঘরে।
বহুত সামগ্রী দিল কে বর্ণিতে পারে ॥ ১২ ॥
ভোজন সারিয়া দুই একান্ত হইল।
কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গেতে রাত্রি শেষ হৈল ॥ ১৩ ॥
স্নান পূজা সারি দুই গোঁসাই বসিলা।
রাজা বীরহাম্বির দর্শন আসি কৈলা ॥ ১৪ ॥
পাত্র মন্ত্রী লঞ্যা রাজা মহা প্রেমভর।
দর্শন করিয়া ভাসে আনন্দ সাগর ॥ ১৫ ॥

বলে মোর গৃহে প্রভু করিহ বিজয়।
শ্রীচরণ রজ দিয়া পাপ কর ক্ষয় ॥ ১৬ ॥
এত বলি নিজ গুরুচরণে পড়িলা।
শ্যামানন্দে লয়্যা চল বলিয়া বলিলা ॥ ১৭ ॥
শুনি আচার্য্য পুত্র শ্রীগোবিন্দ গতি।
শ্যামানন্দ হস্ত ধরি উঠিল ত্বরিতি ॥ ১৮ ॥
আচার্য্য গৃহ হৈতে রাজবাড়ী এক ক্রোশ।
একদণ্ডে প্রবেশিল হয়্যা বড় তোষ ॥ ১৯ ॥
শ্রীমদনমোহন মন্দিরে চলি গেলা।
দর্শন করিয়া প্রেমে গদগদ হৈলা ॥ ২০ ॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদী চন্দন।
দুই গোস্বামীরে দিলা আনন্দিত মন ॥ ২১ ॥
সেথা হৈতে রাজগৃহে গমন করিল।
উত্তম আসনে দুই গোস্বামী বসিল ॥ ২২ ॥
তবে রাজা গোস্বামীর পাদ পাখালিলা।
চরণামৃত পাইয়া আনন্দে ভাসিলা ॥ ২৩ ॥
পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা শ্রীচরণতলে।
প্রেমে গড়াগড়ি যায় মহা কুতুহলে ॥ ২৪ ॥
শীতল মনহিঁ রাজা করাইল জয়্যা।
অধরামৃত পাইল কৃতকৃত্য হয়্যা ॥ ২৫ ॥
তবে দুই গোস্বামী সভাতে বিজে কৈলা।
বহু লোক আসি সেথা দরশন কৈলা ॥ ২৬ ॥
বলে জয় জয় প্রভু ধন্য শ্যামানন্দ।
যাহার সেবাতে হইল শ্যামার আনন্দ ॥ ২৭ ॥
এই মত লীলা কৈল সেথা একমাস।
মহামহোৎসব করি করিল উল্লাস ॥ ২৮ ॥
রাজারে কহিল আমি শ্রীপাটেতে যাব।
সন্নিকট হৈল দ্বাদশ মহোৎসব ॥ ২৯ ॥
শুনি রাজা চিত্তে বড় অস্ত ব্যস্ত হৈলা।
বহু ধন দিয়া রাজা বিদায় করিলা ॥ ৩০ ॥

সেথা হৈতে কিছু দিনে শ্রীপাটে গমন।
শ্রীরাধা গোবিন্দ পাদে কৈল দরশন ॥ ৩১ ॥
ভেটী দিয়া প্রেমভরে গড়াগড়ি যায়।
হরিধ্বনি নাম গানে ভুবন কাঁদায় ॥ ৩২ ॥
শ্রীরসিকানন্দ প্রভু কৈল দরশন।
মহাপ্রেম ভরে কহে গদ্‌গদ্‌ বচন ॥ ৩৩ ॥
এই মত দণ্ড দুই প্রেমাবেশ হইলা।
সুস্থির হইয়া নিজ গৃহেতে চলিলা ॥ ৩৪ ॥
মার্জ্জন হইয়া করে সুপক্ক ভোজন।
শ্যামানন্দ রসিকের আনন্দিত মন ॥ ৩৫ ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ রসিক মুরারি।
পাপী উদ্ধারিতে তুমি আছ অবতরি ॥ ৩৬ ॥
মুঁহি হীন পাপী মোরে কর পরিত্রাণ।
জন্ম দুঃখী কর্ম্মহীন মূর্খহীন প্রাণ ॥ ৩৭ ॥
না জানি তোমার লীলা কি বর্ণিব আমি।
গুরু আজ্ঞা হৈতে হয় মাত্র জানি আমি ॥ ৩৮ ॥
জয় জয় শ্যামানন্দের যত ভক্ত গণ।
দয়া কর আমি তোমা বন্দি শ্রীচরণ ॥ ৩৯ ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
আনন্দে রচিল চতুর্দ্দশ দশার আখ্যান ॥ ৪০ ॥
ইতি শ্রী শ্যামানন্দ প্রকাশে বিষ্ণুপুর
বিজয় নাম চতুর্দ্দশ দশা সম্পূর্ণা।

———

॥ পঞ্চদশ দশা ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ বন্দ তোমার চরণ।
জয় শ্রীরসিকচন্দ্র আর ভক্তগণ ॥ ১ ॥
হেন লীলা করে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে কহন না যায় ॥ ২ ॥
একদিন শ্রীগোস্বামী ভজনে বসিল।
শ্রীহৃদয়ানন্দের লোক উপনিত হইল ॥ ৩ ॥
প্রণতঃ হইয়া বলে শুন শ্যামানন্দ।
এই আজ্ঞা দিয়াছেন শ্রীহৃদয়ানন্দ ॥ ৪ ॥
এখানে আসিবে শ্রীগোবিন্দ দরশনে।
তমলুকে আছে মহাপ্রভুর সদনে ॥ ৫ ॥
শুনি আজ্ঞা পাঠ করি হরষ হইল।
আনিবারে চারি বৈষ্ণবেরে ভেজিল ॥ ৬ ॥
দুই একদিনে তমলুকে প্রবেশিলা।
শ্রীহৃদয়ানন্দে দেখি চরণে লুটিলা ॥ ৭ ॥
বলে তোমা নিবার কারণে শ্যামানন্দ।
আমারে ভেজিল প্রভু হইয়া আনন্দ ॥ ৮ ॥
শুনি শ্রীহৃদয়ানন্দ হরষিত হৈলা।
আর দিন যাত্রা করি শ্রীপাট চলিলা ॥ ৯ ॥
গ্রাম সন্নিকট যবে প্রবেশ হইল।
শ্যামানন্দ কাছে লোক গিয়া জানাইল ॥ ১০ ॥
বলে শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাই আইলা।
বহুত বৈষ্ণব সঙ্গে আছে জানাইলা ॥ ১১ ॥
শুনি শ্যামানন্দ চিত্তে আনন্দিত হয়্যা।
আনিবারে গেল সঙ্গে শ্রীরসিক লয়্যা ॥ ১২ ॥
হৃদয়ানন্দের কাছে প্রবেশ হইল।
ভেটী দিয়া শ্যামানন্দ চরণে লুটিল ॥ ১৩ ॥
তেঁহ কোলে করি বহু আনন্দিত হৈল।
প্রেমাবেশ হই প্রভু কহিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

বলে ধন্য শ্যামানন্দ তোমার মহিমা।
যারে কৃপা কৈল তাই কি কহিব সীমা ॥ ১৫ ॥
শ্রীরসিকানন্দ তবে দণ্ডবৎ কৈল।
ভেটী দিয়া মহোল্লাসে প্রেমেতে ভাসিল ॥ ১৬ ॥
অনিরুদ্ধাবতার চতুর্ব্যূহাধিপতি।
নারায়ন সম মূর্ত্তি রসিকে প্রসিদ্ধি ॥ ১৭ ॥
তারে উঠাইল প্রভু শ্রীহৃদয়ানন্দ।
কোলে দিয়া আশ্বাসিল হইয়া আনন্দ ॥ ১৮ ॥
সেথা হইতে মন্দিরেতে প্রবেশ হইলা।
শ্রীগোবিন্দ দরশনে প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ১৯ ॥
ভেটী দিয়া মহোল্লাসে গড়াগড়ি যায়।
নটবর বেশ দেখি মহাসুখ পায় ॥ ২০ ॥
তবে শ্যামানন্দ নিজ গৃহে লয়্যা গেল।
পাদ প্রক্ষালন প্রভু আপনি করিল ॥ ২১ ॥
উত্তম আসনে তবে বসাইল লৈয়া।
চন্দন কর্পূর আদি দিল সুখ পায়্যা ॥ ২২ ॥
ভোজন সামগ্রী শ্রীরসিক আনাইল।
গোস্বামীরে ভোজন স্থানেতে লয়্যা গেল ॥ ২৩ ॥
লুচী, পুরী, মিঠাই, সন্দেশ, চিনিসার।
জিলিপী, মগদ, মঠিয়ারী, শক্রপাল ॥ ২৪ ॥
ঘৃত, দধি, চিড়া ভাজা, মালপুয়া আর।
নারিকেল পানিফল নানাদি প্রকার ॥ ২৫ ॥
দুগ্ধ সর ছানা-ভোগ গুয়া খণ্ডসার।
রসিক দিলেন তাঁরে কি বর্ণিব আর ॥ ২৬ ॥
এই মত বারবার করেন পারশ।
ভোজন করিল গোসাই হইয়া হরষ ॥ ২৭ ॥
গোঁসাই সঙ্গেতে যত বৈষ্ণব আছিল।
ভোজন করিয়া সবে সন্তুষ্ট হইল ॥ ২৮ ॥
আচমন কৈল তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ।
তাম্বুল চর্ব্বন করে হইয়া আনন্দ ॥ ২৯ ॥
উত্তম মন্দিরে গিয়া শয়ন করিল।
যে যার মন্দিরে তবে সবাই চলিল ॥ ৩০ ॥

প্রভাতেতে উঠি কৈল স্নানাদি মার্জ্জন।
তবে আসি কৈল শ্রীগোবিন্দ দরশন ॥ ৩১ ॥
জ্যৈষ্ঠ শুক্ল তৃতীয়া সেদিন আসি হইল।
মহা মহোৎসব অধিবাস আরম্ভিল ॥ ৩২ ॥
বহু সন্ত মহান্ত বৈষ্ণব রাজা প্রজা।
কোথা কে গায়ন করে কোথা বাজে বাজা ॥ ৩৩ ॥
এই মতে বহু লোক সন্তুষ্ট হইল।
কেহ বা প্রসাদ পায় কেহ শিদা নিল ॥ ৩৪ ॥
ঠিক ঠিক কহি আমি শুন সাধুজন।
বিস্তার বর্ণনা কেহ করিতে ভাজন ॥ ৩৫ ॥
যত বেলা লোক চিত্তে যেই ইচ্ছা করে।
সেই বাঞ্ছা সিদ্ধ তার হয় সুখ ভরে ॥ ৩৬ ॥
ভোগ হয় শ্রীগোবিন্দে আনন্দিত মতি ॥ ৩৭ ॥
কেহ নাচে গায় কেহ কেহ সংকীর্ত্তন।
কেহ হরি হরি বলে আনন্দিত মন ॥ ৩৮ ॥
কেহ দেখিবারে আনন্দেতে বেড়ায়।
কেহ বলে ধন্য ধন্য শ্যামানন্দ রায় ॥ ৩৯ ॥
এই মতে দ্বাদশ দিবস শেষ হৈল।
কিবা রাত্র কিবা দিন একাকার হৈল ॥ ৪০ ॥
দধি কাদা কৈল সব বৈষ্ণব লইয়া।
শ্রীহৃদয়ানন্দ নাচে মহামত্ত হৈয়া ॥ ৪১ ॥
শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র প্রেমেতে ভাসিলা।
মহা আনন্দেতে সবে দধি পূর্ণ কৈলা ॥ ৪২ ॥
সুবর্ণরেখাতে তবে স্নান কৈল গিয়া।
জল কেলি কৈল সব বৈষ্ণব লইয়া ॥ ৪৩ ॥
স্নান সারি নিজ নিজ স্থানেতে চলিলা।
আনন্দেতে মহোৎসব সম্পূর্ণ হইলা ॥ ৪৪ ॥
আর দিন যারে যেই মর্য্যাদা করিয়া।
বিদায় করিল প্রভু আনন্দিত হৈয়া ॥ ৪৫ ॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ কহে শুন শ্যামানন্দ।
তোমা সবা হৈতে প্যারী হইল আনন্দ ॥ ৪৬ ॥

ধন্য শ্যামানন্দ নাম তুমি সে পাইল।
এত পুত্র মধ্যে আমার যোগ্য পুত্র হৈল ॥ ৪৭ ॥
তোমা সম দেখি এই রসিক শেখর।
কিবা জাত হৈল আসি শ্রীগৌর সুন্দর ॥ ৪৮ ॥
এত শুনি শ্যামানন্দ চরণে পড়িলা।
তোমা কৃপা এই সব বলিয়া রহিলা ॥ ৪৯ ॥
দেখি শ্রীহৃদয়ানন্দ হইলা আনন্দ।
কোলে ধরি উঠাইল প্রভু শ্যামানন্দ ॥ ৫০ ॥
রসিক চাঁদেরে প্রভু আলিঙ্গন কৈলা।
গুরু শিষ্যে মিলি তুষ্ট তারহ বলিলা ॥ ৫১ ॥
শুন বাপু এবে আমি শ্রীপাটে চলিব।
সদা সুকল্যাণ থাক কৃষ্ণ নাম ভাব ॥ ৫২ ॥
শুনি শ্যামানন্দ তবে অস্তব্যস্ত হৈলা।
এই কৃপা সদা প্রভু রাখিবে বলিলা ॥ ৫৩ ॥
গোস্বামীকে বিদায় করিল মহারঙ্গে।
অধিকারী বৈষ্ণব যত ছিল সঙ্গে ॥ ৫৪ ॥
যে যার মর্য্যাদা করি বিদায় করিলা।
কিছুদূর শ্যামানন্দ পাছোটিয়া গেলা ॥ ৫৫ ॥
এই মত লীলা করে শ্যামানন্দ রায়।
কত শত লোক সব দেখিবারে ধায় ॥ ৫৬ ॥
কত দিনান্তরে সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া।
গোবিন্দপুর মোকামে প্রবেশিল গিয়া ॥ ৫৭ ॥
রাস যাত্রা কৈল সেথা অতি বিচক্ষণ।
যেই দেখে তার হয় আনন্দিত মন ॥ ৫৮ ॥
শ্রীবিনোদ রায় সুঠাম মূর্ত্তি প্রকাশিল।
ভঞ্জ রাজা সেবা লাগি গ্রাম সব দিল ॥ ৫৯ ॥
পঞ্চ দিন রাস সারি কানপুর গেলা।
আনন্দিত মনে সেথা বহু দিন রৈলা ॥ ৬০ ॥
সেথা হৈতে গেল গোপীনাথ দরশনে।
গোপীনাথ দেখি প্রেমে আনন্দিত মনে ॥ ৬১ ॥
কিছুদিন রৈল সেথা অতি প্রেমরসে।
বহু শিষ্য কৈল প্রভু মনের হরিষে ॥ ৬২ ॥

তবে একাদশীতে প্রভু সেথা হৈতে গেলা।
রাজঘাট পরে এক সন্ন্যাসী দেখিলা ॥ ৬৩ ॥
বড় মায়া বাদী তিনি পাণ্ডিত্য ভক্তিহীন।
বিভূতি লেপন অঙ্গ কষার কৌপীন ॥ ৬৪ ॥
বৈষ্ণবে দেখিয়া তিহঁ হাসিতে লাগিলা।
বলে ওহে ঝুটাখোর কোথা হৈতে আইলা ॥ ৬৫ ॥
শুনিয়া শ্রীগোস্বামী তারে কিছু না কহিল।
স্নান কর এথা সবে বলি আজ্ঞা দিল ॥ ৬৬ ॥
এক বৃক্ষ তলে সবে গিয়া উত্তরিলা।
স্নান করিবারে প্রভু নদীতে চলিলা ॥ ৬৭ ॥
তীরে দেখে একই কুম্ভীর পড়িয়াছে।
অতি বড় দীর্ঘ বপু মুখ বিস্তারিছে ॥ ৬৮ ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার দেখি ভয় পায়।
শ্রীগোস্বামী দেখি তারে আনন্দে বোলায় ॥ ৬৯ ॥
বলে এথা আইস বাপু করি প্রতিকার।
যেমনে হইবে তুমি ভব সিন্ধু পার ॥ ৭০ ॥
কোন জন্মে পাপ হৈতে কুম্ভীর হয়্যাছ।
এবে জীব হিংসা তুমি কেন করিতেছ ॥ ৭১ ॥
এত শুনিয়া কুম্ভীর আনন্দিত হৈলা।
শ্রীগোস্বামী পদে আসি দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ৭২ ॥
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু মহামন্ত্র দিল।
জীব হিংসা না করিবে বলি আজ্ঞা কৈল ॥ ৭৩ ॥
এত শুনিয়া কুম্ভীর চরণে লুটিলা।
আনন্দ হইয়া জল ভিতরে পশিলা ॥ ৭৪ ॥
দেখিয়া সন্ন্যাসী চিত্তে হইল চমৎকার।
বলে কিবা নারায়ণ স্বয়ং অবতার ॥ ৭৫ ॥
না জানিয়া আমি নিন্দা করিয়াছি তারে।
কেমনে হইবে তার সুদয়া আমারে ॥ ৭৬ ॥
এত খেদ করি চিত্তে চপলে উঠিলা।
চরণে পড়িয়া বহু নতিস্তুতি কৈলা ॥ ৭৭ ॥
বলে দোষ ক্ষমি প্রভু শিষ্য কর মোরে।
অজ্ঞ অপরাধ আমি করিয়াছি তোরে ॥ ৭৮ ॥

এত শুনি শ্রীগোস্বামী আনন্দ হইল।
শিষ্য করিয়া শঙ্কর দাস নাম দিল ॥ ৭৯ ॥
সেথা দেশ জমিদার বহু পূজা কৈলা।
কত শত লোক সেথা আসি শিষ্য হৈলা ॥ ৮০ ॥
তবে সেথা হৈতে প্রভু বড়পাল গেল।
কিছুদিন রৈল সেথা বহু শিষ্য কৈল ॥ ৮১ ॥
সেথা হৈতে ভোগ রাই প্রবেশ হইলা।
পথেতে আনন্দানন্দ আসি লয্যা গেলা ॥ ৮২ ॥
বহু ভেটী দিয়া কৈল চরণ সেবন।
সেথা যে যে লীলা হৈলা শুন ভক্তগণ ॥ ৮৩ ॥
সেথা সন্নিকটে শ্রীবাশুলী দেবী আছে।
বড় ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে পাইছে ॥ ৮৪ ॥
তার সেবা করে সন্ন্যাসী চারিজন।
নানা জীব মারি ভোগ করে পাপীগণ ॥ ৮৫ ॥
বৈষ্ণবে দেখিয়া নিন্দা করিয়া হাসিল।
ভক্তগণে গিয়া প্রভুর কাছেতে কহিল ॥ ৮৬ ॥
বলে দেবী মণ্ডপে সন্ন্যাসী চারিজন।
সাধু বৈষ্ণবে কৃষ্ণে করয়ে নিন্দন ॥ ৮৭ ॥
আমারে দেখিয়া তিঁহ হাঁসিতে লাগিলা।
শুনি শ্রীগোস্বামী ভক্তগণে আজ্ঞা দিলা ॥ ৮৮ ॥
বলে সর্ব্বে কর তুমি নাম সংকীর্ত্তন।
তা হইতে দুষ্ট যেন হইবে দলন ॥ ৮৯ ॥
এত আজ্ঞা শুনি সবে আনন্দ হইলা।
নাম সংকীর্ত্তন ভরে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিলা ॥ ৯০ ॥
এই মত প্রহরেক কৈল নাম গান।
শুনিয়া বাশুলী দেবীর কাঁপিল পরাণ ॥ ৯১ ॥
নাম সংকীর্ত্তনকারী সব ভক্তগণ।
ভোজন সারিয়া কৈল আনন্দে শয়ন ॥ ৯২ ॥
রাত্রে দিব্যরূপ ধরি বাশুলী আইলা।
শ্যামানন্দ শয়ন স্থানেতে প্রবেশিলা ॥ ৯৩ ॥
দেখে প্রভু নিদ্রাতে হইছে অচেতন।
বাশুলী বসিয়া তবে চাপিল চরণ ॥ ৯৪ ॥
নিদ্রা ভঙ্গ হইল যবে শ্যামানন্দ রায়।
বলে কেহ পাদ চাপ কহিবে ত্বরায় ॥ ৯৫ ॥
এত শুনিয়া বাশুলী চরণে লুটিলা।
দোষ ক্ষম মোর, মুঁই বাশুলী বলিলা ॥ ৯৬॥
তবে শ্যামানন্দ প্রভু কহেন তাহারে।
তুমি জীব হিংসা কর কেন ছুঁয় মোরে ॥ ৯৭ ॥
তবে কর জুড়িয়া বাশুলী দেবী কহে।
ছাগ আদি যত মোর গ্রহণ নাহি হয়ে ॥ ৯৮ ॥
দুষ্ট জন পশুবধ করে অকারণ।
পিশাচীরগণ সবে করেন ভক্ষণ ॥ ৯৯ ॥
সেথানে না থাকি আমি যেথা পশুবধ।
দুষ্টগণে মাংসের কারণে করে সাধ ॥ ১০০ ॥
যেই পশু বধ করে তার দোষ হয়।
রোম সংখ্যা যুগ নরকে পড়ে সুনিশ্চয় ॥ ১০১ ॥
যেই যারে মারে সেই তারে বধ করে।
এইমত আজ্ঞা নারায়ণ বেদে ধরে ॥ ১০২ ॥
মোর দোষ নাহি প্রভু দয়ার সাগর।
এত কহি নেত্রে বারি পড়ে ঝর ঝর ॥ ১০৩ ॥
চরণে পড়ি বাশুলী গড়াগড়ি যায়।
মোরে তার শিষ্য করি প্রভু শ্যাম রায় ॥ ১০৪ ॥
এত শুনি শ্রীগোস্বামী আনন্দ হইল।
আনন্দানন্দেরে ডাকি প্রভু আজ্ঞা দিল ॥ ১০৫ ॥
বলি বাশুলী দেবীরে শিষ্য কর তুমি।
এত শুনি পাদে পড়ি করয় দৈন্যি ॥ ১০৬ ॥
বলে আমি ক্ষম নাহি শিষ্য করিবারে।
তোমা আজ্ঞা বল মাত্র জানি এ সংসারে ॥ ১০৭ ॥
এত শুনি বাশুলী দেবীরে শিষ্য কৈলা।
মন্ত্র পাইয়া বাশুলী আনন্দ হইলা ॥ ১০৮ ॥
আনন্দানন্দেরে বহু দণ্ডবৎ কৈল।
পুনঃ প্রভু পদ তলে গড়াগড়ি দিল ॥ ১০৯ ॥
তারে আজ্ঞা কৈল তবে শ্যামানন্দ রায়।
কৃষ্ণ বৈষ্ণবেরে ভক্তি করহ সদায় ॥ ১১০ ॥

জীব হিংসা না করিবে কোথা না দেখিবে।
যে করে তারে তুমি গিয়া দণ্ড দিবে ॥ ১১১ ॥
এত শুনিয়া বাশুলী দণ্ডবৎ কৈলা।
যে আজ্ঞা করিবে প্রভু কে করিবে হেলা ॥ ১১২ ॥
তব নিজ মন্দিরেতে প্রবেশ হইল।
মহা উগ্রচণ্ড রূপ সেখানে ধরিল ॥ ১১৩ ॥
সন্ন্যাসী আছেন যেথা সেথা প্রবেশিলা।
ভয়ঙ্কর রূপে তারে নতিছতি কৈলা ॥ ১১৪ ॥
বলে শ্যামানন্দে পূজা কর সবে গিয়া।
না গেলে সবারে আমি খাইব ধরিয়া ॥ ১১৫ ॥
এত শুনি সন্ন্যাসীরগণ ভয় কৈলা।
প্রাতে উঠি শ্যামানন্দ স্থানেতে চলিলা ॥ ১১৬ ॥
সবে গিয়া গোস্বামীর চরণে পড়িল।
রক্ষা কর শ্যামানন্দ বলিয়া বলিল ১১৭ ॥
শ্রীবাশুলী দেবী রাত্রে প্রবেশ হইলা।
ভয়ঙ্কর রূপে গিয়া বহু দুঃখ দিলা ॥ ১১৮ ॥
বলে শ্যামানন্দ স্থানে চল শীঘ্রতর।
দাস হৈয়া খাট গিয়া চরণ কমল ॥ ১১৯ ॥
যদি নাহি যাবে তুমি করি দুষ্টমন।
সবারে খাইব আমি শুন পাপীগণ ॥ ১২০
এই আজ্ঞা করি অন্তর্দ্ধানেতে চলিলা।
তুমি না রাখিলে প্রভু নিশ্চে প্রাণ গেলা ॥ ১২১ ॥
এত শুনি শ্রীগোস্বামী বলেন বচন।
জীব হিংসা কর কেন সাধুরে নিন্দন ॥ ১২২ ॥
যদি আজ হৈতে জীবঘাত না করিবে।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে দেখিয়া পূজিবে ॥ ১২৩ ॥
শ্রীচরণামৃত আর শ্রীঅধরামৃত।
ভক্তি করি পাবে তুমি করি দণ্ডবত ॥ ১২৪ ॥
তবে বাশুলির তোমা প্রতি কৃপা হবে।
নির্ভয় হইয়া সদা আনন্দে ফিরিবে ॥ ১২৫ ॥

এই আজ্ঞা শুনি তবে সন্ন্যাসীরগণ।
পাদে পড়ি বলে প্রভু করিব পালন ॥ ১২৬ ॥
পাদপদ্ম দিয়া রাখ শ্যামানন্দ রায়।
শ্রীচরণে দাস হৈয়া খাটিব সদায় ॥ ১২৭ ॥
তবে শ্রীআনন্দানন্দে প্রভু আজ্ঞা দিলা।
সন্ন্যাসীরে শিষ্য তুমি করহ বলিলা ॥ ১২৮ ॥
আজ্ঞা পাঞা আনন্দানন্দ শিষ্য কৈল।
সেই দিন হৈতে সেথা সব দুষ্ট গেল ॥ ১২৯ ॥
এই মত লীলা করে প্রভু শ্যামানন্দ।
দেখিবারে যায় লোক হইয়া আনন্দ ॥ ১৩০ ॥
বৈতরণী তটে স্থান অতি মনোহর।
রসিকেন্দ্র শিষ্য নাম শ্রীকরুণাকর ॥ ১৩১ ॥
পরম অদ্ভুত কৃষ্ণ সেবা পরাকাষ্ঠা।
গুরুচিন্তা, গুরুধ্যান গুরু মুক্তিদাতা ॥ ১৩২ ॥
বৈরাগ্যের শিরোমণি কি বর্ণিতে পারি।
অধিকারী শাড়ী দিলা রসিক মুরারি ॥ ১৩৩ ॥
গুরুস্থানে আজ্ঞা শিষ্যে সমাধি স্থাপিবে।
কৌপীন মাহাত্ম্য গায় যতেক বৈষ্ণবে ॥ ১৩৪ ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ দয়ার অবধি।
সাধুজন পাল প্রভু দুষ্টজন বধি ॥ ১৩৫ ॥
মুঁই হীন পাপী মোরে কর প্রতিকার।
কেমনে তারিব আমি এ ভব সংসার ॥ ১৩৬ ॥
জ্ঞান লব দেহ মোরে প্রভু কৃপা করি।
শরণ রাখিহ প্রভু চরণে তোমারি ॥ ১৩৭ ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
আনন্দে রচিল পঞ্চদশ দশার আখ্যান ॥ ১৩৭ ॥
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীহৃদয় চৈতন্য
দেবের শ্রীপাটে আগমন ও গোবিন্দপুর
দশরথপুর ও ভোগরাই গমন নাম
পঞ্চদশ দশা সম্পূর্ণ।

।। ষোড়শ দশা ।।

জয় জয় শ্যামানন্দ ভুবন পাবন।
দয়া কর তোমা লীলা করিব রচন ॥ ১ ॥
প্রভু শ্যামানন্দ সঙ্গে শ্রীরসিকানন্দ।
উৎকল ভুবন তারেণ হই প্রেমানন্দ ॥ ২ ॥
তবে ভক্তগণ লৈয়া প্রভু শ্যামানন্দ।
মীরগোদা প্রবেশিলা হইয়া আনন্দ ॥ ৩ ॥
হরি হরি বলে সবে আনন্দ লহরী।
বহু লোক দর্শন কারণে আছে পুরী ॥ ৪ ॥
কত শত শিষ্য প্রভু সেখানে করিলা।
অধিকারী স্থালি সেথা আনন্দে চলিলা ॥ ৫ ॥
তবে বসন্তিয়া প্রভু প্রবেশ হইলা।
সেথা অধিকারী পথ হৈতে লয়্যা গেলা ॥ ৬ ॥
শ্রীগোকুলচন্দ্রে প্রভু দর্শন করিয়া।
মহা প্রেমেতে ভাসিল আনন্দিত হয়্যা ॥ ৭ ॥
প্রসাদ পাইল সেথা মহা হর্ষ চিত্তে।
যত বৈষ্ণব আর ছিল প্রভু সাথে ॥ ৮ ॥
ভোজন সারিয়া কৈল মুখ প্রক্ষালন।
তাম্বুল কর্পূর আদি করিল চর্ব্বন ॥ ৯ ॥
তবে শ্রীগোস্বামী পালঙ্কেতে নিদ্রা গেল।
কেহ শ্রীচরণ চাপে কেহ পাখা দৈল ॥ ১০ ॥
শ্রীগোকুলচন্দ্র তবে দিল দরশন।
বলে শুন শ্যামানন্দ আমার বচন ॥ ১১ ॥
গোচারণে গোপগণ সঙ্গে যাই আমি।
বেলা অস্ত হৈলে আসি মন্দিরে আপনি ॥ ১২ ॥
ক্ষুধাতে আকুল তনু নিদ্রা নাহি হয়।
বহু কষ্ট পাই আমি কহি সুনিশ্চয় ॥ ১৩ ॥
এত আজ্ঞা করি অন্তর্ধানেতে চলিলা।
স্বপ্ন চেতিয়া গোস্বামী ত্বরিতে উঠিলা ॥ ১৪ ॥
তবে বোলাইল অধিকারীরে সত্বর।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত তারে কহি সুখবর ॥ ১৫ ॥
বলে প্রাতে মঙ্গল আরতি যবে হবে।
চিনি নাড়ু নারিকেল ভোগ সে লাগিবে ॥ ১৬ ॥
আর মুগ ভিজা বুট ছানা রম্ভা ফল ॥
প্রভাতেতে এই ভোগ হইবে সুফলা ॥ ১৭ ॥
একই প্রহর দিন যখন হইবে।
চিড়া দুগ্ধ ঘণ্ড এই ভোগ সে লাগিবে ॥ ১৮ ॥
ছয় ঘড়ি হবে তবে করিবে রন্ধন।
শালি অন্ন আর সপ্ত হইবে ব্যঞ্জন ॥ ১৯ ॥
কড়ি দধি ঘৃত এই সব হবে ভোগ।
কর্পূর তাম্বুল আদি করিবে সংযোগ ॥ ২০ ॥
সন্ধ্যা পরে পুরী চিনি নাড়ু নারিকেল।
দুগ্ধ ছানা আদি ভোগে করিবে সঞ্চার ॥ ২০ ॥
অষ্ট দণ্ড রাত্রি যবে প্রকাশ হইবে।
নানাবিধ পিঠা ক্ষীর ভোগ লাগাইবে ॥ ২১ ॥
তাম্বুলের এলাচি যত মসল্লা প্রধান।
হেন মতে ভোগ প্রভু করিল বন্ধান ॥ ২২ ॥
কিছুদিন মহানন্দে সেখানে রহিল।
প্রজা জমিদার কত শিষ্য আসি হৈল ॥ ২৩ ॥
তবে সেথা হৈতে গেলা শ্যামানন্দ রায়।
কিছুদূর অধিকারী পাছেতে গড়ায় ॥ ২৫ ॥
শ্রীগোস্বামী চরণেতে দণ্ডবৎ কৈল।
বিদায় হইয়া বসন্তিয়া প্রবেশিলা ॥ ২৬ ॥
হিজলীর অধিপতি ইচ্ছা দেবী পিতা।
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সেবিতা ॥ ২৭ ॥
শ্যামানন্দে সেবা করে ষড়োশপচারে।
রাজাপ্রজাতম নাশ বিদিত সংসারে ॥ ২৮ ॥
সমুদ্র শোভিত রাজ্য অতি মনোহর।
মালঝাটিয়া দণ্ডপাট সান্নিধ্যে উত্তর ॥ ২৯ ॥
যে পথে গৌরাঙ্গ দেবের উৎকল গমন।
প্রভুশিষ্য কৈলাসবে কে করে গণন ॥ ৩০ ॥

ভঞ্জভূমে বিজে কৈল প্রভু শ্যামানন্দ।
দেখিবারে যায় লোক হইয়া আনন্দ ॥ ৩১ ॥
রাজা কাছে এক বৈষ্ণবে পাঠাইলা।
সেহ গিয়া গোস্বামীর গমন কহিলা ॥ ৩২ ॥
শুনি রাজা মহানন্দে বৈষ্ণব চরণে।
কত শত দণ্ডবৎ করে হর্ষ মনে ॥ ৩৩ ॥
পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা বহু সৈন্য সঙ্গে।
গোস্বামীকে আনিবারে চলে নানা রঙ্গে ॥ ৩৪ ॥
যতদূরে দেখে প্রভুর বৈষ্ণবগণ।
যান ত্যাগ করি রাজা চলিল চরণ ॥ ৩৫ ॥
শ্রীগোবিন্দ পদে গিয়া ভেটী পূজা দিলা।
মহানন্দে কোটি কোটী দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ৩৬ ॥
তবে প্রভু রাজারে করিল আলিঙ্গন।
মহানন্দে ভাসে সবে অতি হর্ষ মন ॥ ৩৭ ॥
তবে রাজা নিজ মন্দিরেতে লয়্যা গেলা।
উত্তম সুগৃহ দেখি বাসা দেওয়াইলা ॥ ৩৮ ॥
ভোজন সামগ্রী ছিল নানাদি প্রকার।
সংক্ষেপে কহি কেহ করিয়া বিস্তার ॥ ৩৯ ॥
ভোগ লাগাইয়া প্রভু করিল ভোজন।
বৈষ্ণবগণ সঙ্গে আনন্দিত মন ॥ ৪০ ॥
ভোজন সারিয়া তবে আচমন কৈলা।
তাম্বুল কর্পূর আদি চর্ব্বন করিলা ॥ ৪১ ॥
পালঙ্কেতে নিদ্রা কৈল প্রভু শ্যামানন্দ।
রাজা বসি পদ সেবা করে সুআনন্দ ॥ ৪২ ॥
তবে কিছুক্ষণে প্রভু রাজারে কহিলা।
অধরামৃত পাই আসহ বলিলা ॥ ৪৩ ॥
আজ্ঞা শুনি রাজা তবে উঠিল সত্বর।
দণ্ডবৎ করে প্রেমে হইয়া কাতর ॥ ৪৪ ॥
তবে রাজা গিয়া পায় শ্রীঅধরামৃত।
বলে ধন্য ভাগ্য মোর হইল উদিত ॥ ৪৫ ॥
আচমন করি রাজা সভাতে চলিলা।
উত্তম উত্তম বস্ত্রে সভা মণ্ডাইলা ॥ ৪৬ ॥

শ্রীগোস্বামী বিজে কৈল সভার ভিতর।
উত্তম আসনে প্রভু বসিল তৎপর ॥ ৪৭ ॥
বহুত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র জাতি।
যে যার মর্যাদাতে বসিয়া পংক্তি পংক্তি ॥ ৪৮ ॥
হেন সময়েতে লোক গিয়া জানাইলা।
রসিক শেখর প্রভু, আসি বিজে কৈল ॥ ৪৯ ॥
শুনি রাজা জানাইলা শ্রীগোস্বামী পদে।
আজ্ঞা দেন রসিকে আনিব সুআনন্দে ॥ ৫০ ॥
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু চিত্তে হর্ষ হৈলা।
মহানন্দে রসিকে আনহ আজ্ঞা দিলা ॥ ৫১ ॥
তবে রাজা দলবল সঙ্গেতে লইয়া।
রসিক মুরারী কাছে প্রবেশিল গিয়া ॥ ৫২ ॥
চরণে পড়িয়া বহু নতিস্তুতি কৈল।
তবে রসিকেন্দ্র তারে আলিঙ্গন কৈল ॥ ৫৩ ॥
সেথা হইতে আসি সভা উপরে উঠিলা।
শ্রীগোস্বামী পদে গিয়া দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ৫৪ ॥
কোল দিয়া উঠাইল প্রভু শ্যামানন্দ।
আপনার কাছে বসাইল সু-আনন্দ ॥ ৫৫ ॥
জয় জয় করে ভাট নট আদি যত।
হরি হরি ধ্বনি হৈতে উছলে জগত ॥ ৫৬ ॥
তবে রাজা নিবেদিল শ্রীগোস্বামী কাছে।
শ্রীভাগবত শুনিতে মন হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥
এত শুনি রসিকেরে প্রভু আজ্ঞা দিল।
ভাগবত পড় বাপু বলি আজ্ঞা কৈলা ॥ ৫৮ ॥
শুনি রসিকেন্দ্র মনে আনন্দ হইলা।
শ্যামানন্দ পদে গিয়া দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ৫৯ ॥
তবে ভাগবৎ পড়ে সভার ভিতর।
শ্রীদশমস্কন্ধ সেই রসের সাগর ॥ ৬০ ॥
তার মধ্যে বেদ স্তুতি সিদ্ধান্তের সার।
সুআনন্দে পড়ে প্রভু রসিক মুরার ॥ ৬১ ॥
মূলটীকা ব্যাখ্যা করি পড়ে প্রেম ভরি।
শুনিলে উচ্ছুকে লোক প্রেমের মাধুরী ॥ ৬২ ॥

হেনকালে মানত্রী নটীগণ আইল।
তার পানে রাজা দৃষ্টি ততক্ষণে দিলা।। ৬৩ ।।
ভুবন মঙ্গল দেখি মহাক্রোধ হৈলা।
রাজারে চাহিয়া তিঁহ কহিতে লাগিলা ।। ৬৪ ।।
ভাগবত ছাড়ি কর বেশ্যা অবলোক।
অমৃত ছাড়িয়া বিষে করিয়াছ লোভ ।। ৬৫ ।।
এত কহি রাজা গালে এক চড় দিল।
বলে ভগবতে তোর মন ফিরি গেল ।। ৬৬ ।।
এত দেখি মন্ত্রী আর সেনাপতিগণ।
ভুবন মঙ্গল কর্ম দেখি ততক্ষণ ।। ৬৭ ।।
হাতিয়ার ধরিয়া সবে মারিতে উঠিলা।
ভুবন মঙ্গলে সবে নানা গালি দিলা ।। ৬৮ ।।
দেখি রাজা ক্রোধ হৈল লোকের উপর।
তোমা সবার কি হৈল শুনরে পামর ।। ৬৯ ।।
মোরে মোর ভাই মাইল উপদেশ দিয়া।
তোরা সব ভক্তি বাধ করহ বসিয়া ।। ৭০ ।।
এত কহি ভাগবতে দণ্ডবৎ কৈলা।
শ্রীগোস্বামী পদতলে গড়াগড়ি দিলা ।। ৭১ ।।
রসিক চরণে পড়ে বিনতি করিয়া।
ভুবন মঙ্গলে দণ্ডবৎ করে গিয়া ।। ৭২ ।।
ভাই মোরে নিজ করি আজি উদ্ধারিল।
এতদিনে জানিলাম সুদয়া হইল ।। ৭৩ ।।
কৃপাকর দয়ার্ণব প্রভু শ্যামানন্দ।
ভুবন মঙ্গল ভায়া প্রাণের সম্বন্ধ ।। ৭৪ ।।
সভাজন দেখি ধন্য ধন্য কার কৈল।
বিপ্রজন কহে রাজার শুদ্ধ ভাব হৈল ।। ৭৫ ।।
শ্রীরসিক নাই জানে এত কোলাহল।
ভাগবত পড়ে প্রভু প্রেমেতে বিহ্বল ।। ৭৬ ।।
এইমতে কতক্ষণে সম্পূর্ণ হইলা।
শত মুদ্রা বস্ত্র রাশি রাজা আনি দিলা ।। ৭৭ ।।
আর যত সভাজন যায় যে ভাজন।
মর্য্যাদা করিল আনি অচ্যুত নন্দন ।। ৭৮ ।।

তবে শ্রীগোস্বামী গেল আপনার স্থানে।
সঙ্গে শ্রীরসিকচন্দ্র আর ভক্তগণে ।। ৭৯ ।।
প্রসাদ ভোজন কৈল মনের আনন্দে।
শয়নেতে বিজে কৈল প্রভু শ্যামানন্দে ।। ৮০ ।।
নিত্য প্রতি রাজা করেন চরণ সেবন।
শ্রীঅধরামৃত পায় করিয়া নিয়ম ।। ৮১ ।।
ভুবন মঙ্গলে প্রভু বলেন বচন।
রাজা গালে চড় মারি করিলে তাড়ন ।। ৮২ ।।
আমার হইতে তোর এত জ্ঞান হৈলা।
গালে চড় মোর আগে মারিয়া তাড়িলা ।। ৮৩ ।।
বিষ্ণুকলা যারে রাজা সেইজন হয়।
অষ্ট অবধানী হয় শুন সুনিশ্চয় ।। ৮৪ ।।
অল্প দোষে তারে তুমি বহু দণ্ড কৈলা।
মোর আগে তোর চিত্তে এত গর্ব্ব হৈলা ।। ৮৫ ।।
কাজ নাহি মোরে তুমি করহ গমন।
শুনি ভুবন মঙ্গল পড়িল চরণ ।। ৮৬ ।।
বহু নতি স্তুতি করি বনেতে চলিলা।
কিছু দুর গিয়া এক স্থানেতে বসিলা ।। ৮৭ ।।
শিলার উপরে বসি পাদে পাদ দিয়া।
মহামন্ত্র জপ করে আনন্দ হইয়া ।। ৮৮ ।।
দেখি ব্যাঘ্রগণ আসি দণ্ডবৎ কৈলা।
মহানন্দে ভাসি তারা বেড়িয়া বসিলা ।। ৮৯ ।।
এথা রাজা ভুবনের দেখি দুঃখ রাশি।
বলে মোর হৈতে প্রভুর হৈল সে দোষী ।। ৯০ ।।
এত কহি নির্জ্জন গৃহেতে প্রবেশিলা।
কবাট পাড়িয়া দ্বারে শুইয়া রহিলা ।। ৯১ ।।
মন্ত্রী আদি এবং রাজার যতেক ভৃত্যগণ।
ডাকিয়া নিষ্ফল সবে না উঠে রাজন্ ।। ৯২ ।।
তবে পাট মহাদেবই ডাকেন দুয়ারে।
কেন শুতিয়াছ প্রভু কহনা আমারে ।। ৯৩ ।।
তবে রাজা তারে বলে শুনহ বচন।
ভুবন মঙ্গল নাহি আসে যতক্ষণ ।। ৯৪ ।।

সেই মোর মূঢ়বুদ্ধি হরণের কর্ত্তা।
তারে না আনিলে আমি নাহি যাবো কোথা ॥ ৯৫ ॥
শুনি রাণী মন্ত্রীরে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল।
এসব বৃত্তান্ত তারে বুঝাইয়া কহিল ॥ ৯৬ ॥
ভুবন মঙ্গল এথা যবেনা আসিবে।
কহ শ্রীগোস্বামী কাছে রাজা না উঠিবে ॥ ৯৭ ॥
শুনি মন্ত্রী গেল শ্রীগোস্বামী সন্নিধানে।
দূর হৈতে দণ্ডবৎ করে হর্ষ মনে ॥ ৯৮ ॥
গোস্বামী বলেন মন্ত্রী কহ কি কারণ।
মন্ত্রী বলে রাজা মানে করিছে শয়ন ॥ ৯৯ ॥
স্নান ভোজনাদি প্রভু কিছু না করিয়া।
নির্জন গৃহেতে আছে কপাট মুদিয়া ॥ ১০০ ॥
আমরা ডাকিলে কহে না উঠিব আমি।
যদি সে উঠিব দেহ ভুবনেরে আনি ॥ ১০১ ॥
ভুবন মঙ্গল ভাই যবে না আসিবে।
স্নান ভোজনাদি মোর কিছু না হইবে ॥ ১০২ ॥
শুনিয়া শ্যামানন্দ প্রভু হাঁসিতে লাগিল।
নাগরী উদ্ধবে প্রভু ডাকি আজ্ঞা কৈল ॥ ১০৩ ॥
রাজা কাছে কহ তুমি মোর আজ্ঞা লৈয়া।
বলে ভুবন মঙ্গল দিব আনাইয়া ॥ ১০৪ ॥
স্নান মার্জনাদি তুমি করহ সত্বর।
অধরামৃত সেবন কর অতঃপর ॥ ১০৫ ॥
এত শুনি নাগরী উদ্ধব চলি গেলা।
রাজার মন্দির কাছে গিয়া প্রবেশিলা ॥ ১০৬ ॥
কপাট পড়িছে দ্বারে দেখিয়া ডাকিলা।
উঠহে রাজন বলি কপাট ঠেলিলা ॥ ১০৭ ॥
রাজা কহে না উঠিব কেন ডাক তুমি।
নাগরী কহেন আজ্ঞা কহিছেন স্বামী ॥ ১০৮ ॥
রাজা কহে ভুবন না আসে যতক্ষণ।
কভু না উঠিব আমি শুন সর্ব্বজন ॥ ১০৯ ॥
নাগরী কহিছে রাজা শুন আমি কহি।
শ্রীগোস্বামী আজ্ঞা করিছেন শুন ভাই ॥ ১১০ ॥

স্নান মার্জ্জনাদি তুমি করহ সত্বর।
শ্রীঅধরামৃত পাবে চল ততঃপর ॥ ১১১ ॥
ভুবন মঙ্গলে প্রভু দিবে আনাইয়া।
না কর বিলম্ব তুমি চল শীঘ্র হৈয়া ॥ ১১২ ॥
তবে রাজা কবাট ফেড়িয়া বাহারিল।
নাগরী উদ্ধব পদে দণ্ডবৎ কৈল ॥ ১১৩ ॥
স্নানাদি মার্জ্জনা কৈল ততক্ষণ।
শ্রীস্বামী দরশনে চলিল বহন ॥ ১১৪ ॥
ভোজন সারিয়া প্রভু করিছে শয়ন।
রাজা গিয়া দণ্ডবৎ করে ঘন ঘন ॥ ১১৫ ॥
তারে উঠাইল প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
তবে রাজা হরষে চরনামৃত পায় ॥ ১১৬ ॥
অধরামৃত পাইল অতি হর্ষ মনে।
মুখ পাখালিয়া গেল গোস্বামীর স্থানে ॥ ১১৭ ॥
চরণ সঙ্কালে রাজা প্রেমাবেশ হৈয়া।
বলে প্রভু কৃপা কর ভুবনেরে দিয়া ॥ ১১৮ ॥
শুনি শ্রীগোস্বামী মনে আনন্দ হইল।
কোথা আছে আন তারে বলি আজ্ঞা কৈল ॥ ১১৯ ॥
তবে রাজা মন্ত্রীরে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলা।
ভুবন মঙ্গলে আন বলিয়া বইল ॥ ১২০ ॥
তবে মন্ত্রী লোক পাঠাইল খুঁজিবারে।
বনে বনে খুঁজে লোক লতার ভিতরে ॥ ১২১ ॥
এক স্থানে দেখে ব্যাঘ্র আছে হৈয়া।
ভুবন মঙ্গল মধ্যে আছয়ে বসিয়া ॥ ১২২ ॥
মৌন ব্রতে আছে বসি শীলার উপরে।
মহামত্ত ব্যাঘ্র সব বেড়িছে তাহারে ॥ ১২৩ ॥
ব্যাঘ্রগণ দেখি লোক মহাভয় কৈলা।
ততক্ষণে গিয়া সবে মন্ত্রীরে কহিলা ॥ ১২৪ ॥
মন্ত্রী বলে চল সবে যাব তার স্থানে।
লইয়া আসিব তারে রাজার এখানে ॥ ১২৫ ॥
এত কহি মন্ত্রী গেল বনের ভিতর।
বহুলোক গেল তারে দেখিবার তর ॥ ১২৬ ॥

কিছুক্ষণে সেথা গিয়া প্রবেশ হইলা।
দূর হেতে ব্যাঘ্রগণ দেখিতে পাইলা॥ ১২৭॥
মধ্যে ভুবন মঙ্গল আছয়ে বসিয়া।
ব্যাঘ্রগণ বেড়িয়াছে চতুর্দ্দিক হৈয়া॥ ১২৮॥
দেখি মন্ত্রী দূর হইতে ডাকিতে লাগিলা।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া বহু দণ্ডবৎ কৈলা॥ ১২৯॥
বলে রাজা ডাকে প্রভু আসহ বহন।
তুমি বনে আসিবাতে বহু খেদ মন॥ ১৩০॥
অনেক ডাকিল মন্ত্রী না শুনে ভুবন।
মনঃ দুঃখে ফিরি গেল রাজার ভবন॥ ১৩১॥
রাজা কাছে গিয়া মন্ত্রী সকলি কহিলা।
শুনি রাজা শ্রীগোস্বামী কাছে প্রবেশিলা॥ ১৩২॥
চরণে পড়িয়া রাজা কহিল সকল।
ব্যাঘ্র ঘেরি বসিয়াছে বনের ভিতর॥ ১৩৩॥
তবে প্রভু নাগরী উদ্ধবে ডাকাইলা।
ভুবন মঙ্গলে আন বলি আজ্ঞা কৈলা॥ ১৩৪॥
শুনিয়া নাগরী গেল মন্ত্রী সঙ্গে লৈয়া।
যেখানে আছে ভুবন প্রবেশিল গিয়া॥ ১৩৫॥
নাগরী উদ্ধব দেখি ডাকিতে লাগিলা।
আসিহ ভুবন ভাই প্রভু আজ্ঞা হৈলা॥ ১৩৬॥
শুনি ভুবন মঙ্গল দণ্ডবৎ কৈল।
শ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্র দেখি তার পৃষ্ঠেতে বসিল॥ ১৩৭॥
আগে পিছে চলে ব্যাঘ্র গরজন করি।
মধ্যে ভুবন মঙ্গল বলে হরি হরি॥ ১৩৮॥
গ্রামজন দেখি সবে মহা ভয় কৈল।
আগে নাগরী উদ্ধব প্রভু কাছে গেল॥ ১৩৯॥
দণ্ডবৎ করি বলে ভুবন আইল।
ব্যঘ্র চড়ি আসিতেছে বলিয়া কহিল॥ ১৪০॥
তবে শ্যামানন্দ প্রভু তার আজ্ঞা কৈল।
ভুবনের কাছে শীঘ্র চলহ বলিলা॥ ১৪১॥
ব্যঘ্রগণ বনে ছাড়ি আসু মোর কাছে।
এইমত সঙ্গে মোর বহুজন আছে॥ ১৪২॥
শুনি নাগরী উদ্ধব গেল শীঘ্র হৈয়া।
ভুবন মঙ্গল কাছে প্রবেশিল গিয়া॥ ১৪৩॥

বলে ব্যঘ্রগণে বনে করহ বিদায়।
প্রভু কাছে পাছে তুমি চলি আইস ভাই॥ ১৪৪॥
এত শুনি ব্যঘ্রগণে বিদায় করিল।
বলে তোরা বনে যাহ প্রভু আজ্ঞা কৈল॥ ১৪৫॥
এত শুনি ব্যঘ্রগণ বনেতে চলিলা।
ভুবন মঙ্গল তবে প্রভু কাছে গেলা॥ ১৪৬॥
চরণেতে পড়ি বহু নতি স্তুতি কৈল।
প্রেমে গদগদ হৈয়া গড়াগড়ি দিল॥ ১৪৭॥
তবে শ্যামানন্দ প্রভু তারে উঠাইলা।
পুনঃ রাজা প্রভু পদে বিনতি করিলা॥ ১৪৮॥
বলে কৃপার সাগর প্রভু শ্যামানন্দ।
যাঁহার দর্শনে হয় জনে সুআনন্দ॥ ১৪৯॥
ভুবন মঙ্গল দোষ ক্ষম প্রভু পরে।
এত কহি পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করে॥ ১৫০॥
তবে শ্রীগোস্বামী তারে বহু কৃপা কৈল।
পূর্ব্বমত সেবা দিয়া ভুবনে রাখিল॥ ১৫১॥
এবে কিছুদিনে প্রভু শ্রীপাট চলিলা।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে গিয়া প্রবেশিলা॥ ১৫২॥
শ্রীগোবিন্দ দরশনে প্রেমে মত্তগণ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহা আছে অনুক্ষণ॥ ১৫৩॥
জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্তজন বন্ধু।
দয়া কর অধমেরে প্রভু কৃপা সিন্ধু॥ ১৫৪॥
মুই দিনজন প্রভু দুয়িত পামর।
মোরে কৃপা কর প্রভু দয়ার সাগর॥ ১৫৫॥
অতি মূঢ় জন মূর্খ নাহি জ্ঞান মোর।
তোমার লীলা অমৃত সমুদ্র কল্লোল॥ ১৫৬॥
শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা করি মাত্র।
সমুদ্রেতে ভেলা যেন তরঙ্গের ফল॥ ১৫৭॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করি আমি ধ্যান।
শ্রীরসিক চাঁদে হৃদে করি এ ব্যাখ্যান॥ ১৫৮॥
শ্রীরূপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
আনন্দে রচিল ষোড়শ দশার আখ্যান॥ ১৫৯॥
ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে হিজলী
ও ভঞ্জভূম বিজয় ও ভুবন মঙ্গল
হরিনাম মাহাত্ম্য স্থাপন নাম
ষোড়শ দশা সম্পূর্ণ।
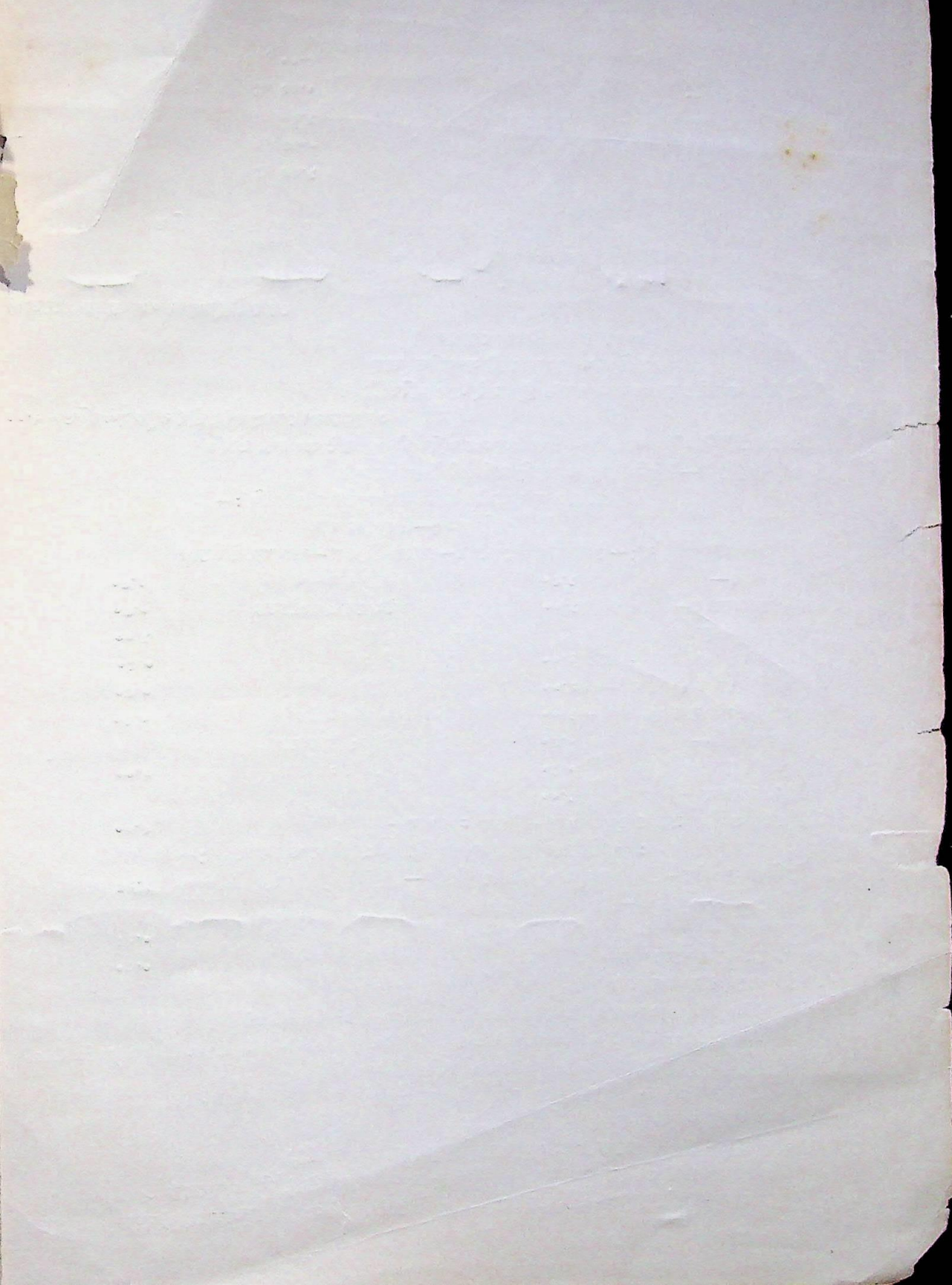
॥ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে প্রকাশিত গ্রন্থরাজি ॥

শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল — শ্রীমদ্ গোপীজন বল্লভ দাস ৫.০০ টাকা

শ্রীশ্রীবিন্দু প্রকাশ— শ্রীমুরারি ০.৬২ পঃ

শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ কাব্যম—শ্রীমদ্রাধানন্দদেব গোস্বামী ১.২৫ পঃ

আস্তিক্য দর্শনম্ ১ম পাদঃ—শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী ০.৭৫ পঃ

ঐ ২য় পাদঃ— ঐ ১.২৫ পঃ

ঐ ৩য় পাদঃ (যন্ত্রস্থ)— ঐ

গোস্বামী পদাবলী —শ্রীশ্রীমহান্ত গোপাল গোবিন্দানন্দদেব গোস্বামী—যন্ত্রস্থ সম্পাদিত ও সংকলিত

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ শতকম্—শ্রীমদ্রসিকানন্দদেব গোস্বামী বিরচিত ও

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ টীকা সম্বলিত। উৎকল ভাবানুবাদ— শ্রীশ্রীমহান্ত ত্রিবিক্রমানন্দদেব

গোস্বামী (বৃন্দাবন পদ কল্পতরু প্রণেতা।)

(বঙ্গানুবাদ) শ্রীশ্রীমহান্ত গোপাল

গোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামী সম্পাদিত যন্ত্রস্থ

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ চরিতামৃত ও ভজন পদ্ধতি শ্রীকানাই লাল অধিকারী

কাব্যব্যাকরণ বেদান্ত দর্শন তীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত— ২.০০

শ্রীভগবান্ কৌমুদী সটীকা বঙ্গানুবাদ—শ্রীকামাক্ষানাথ অধিকারী বেদান্ত বৈষ্ণব দর্শন তীর্থ।

বৈষ্ণব পদ মল্লিকা—শ্রীসুনির্মল কুমার মহান্তি অধিকারী বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীপদ্মচরণ দাস বাবাজী বিরচিত উৎকল ভাষায় গ্রন্থরাজি :—

প্রাপ্তি স্থান :—শ্রীমধুসূদন দাস

সাং—গুহারিয়াসাহী, পোঃ—সোরো, জেলা—বালেশ্বর, উড়িষ্যা।

প্রভু শ্যামানন্দ—	১.৫০	ভক্তি কথা—	১.৫০
প্রভু রসিকানন্দদেব—	১.০০	উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	০.৫০
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত		ঠাকুর হরিদাস	১.০০
(আদি, মধ্য, অন্ত্যলীলা)—	৬.০০	শ্রীকৃষ্ণ	০.৫০
ব্রজবিহারী (১ম ও ২য় ভাগ)—	২.০০	শ্রীগৌরাঙ্গ	০.৫০
ওড়িয়া কীর্ত্তন (১ম ও ২য় ভাগ)—	১.০০	কংসবধ নাটক	০.৫০
সঙ্গীত হারাবলী—	০.৫০	শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত	
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—	০.৫০	(১ম ও ২য় ভাগ)	২.০০
শ্রীশ্রীরায় রামানন্দ—	১.০০		

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ লীলা প্রভৃত ও ভজন পদ্ধতি—শ্রীহৃদয়া নাথ দাস— ৫.০০

—: পত্রিকার কার্যালয় মাধ্যমে নিম্নোক্ত গ্রন্থাদি পাওয়া যাইবে :—

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ চরিত—শ্রীশচীনন্দন অধিকারী বিদ্যাবিনোদ— ১.২৫

শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ—

প্রভুর অবদান— ঐ ০.২৫

বেদ ব্যবহৃত কল্পনা শব্দের অর্থ— ০.৩০

শ্রীমদ্ভাগবতং (রাসপঞ্চাধ্যায়)

The only synthesis Shaktism and Bhaktism—Sri Gourhari.

Anglo Maratha Ralations in South West Bengal 1761-1803 Pros. Bishnupada Das.

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ টিকাসহ ডঃ শ্রীরণজিৎ কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ চরিত—শ্রীমধুসূদন দেব অধিকারী তত্ত্ব বাচস্পতি।

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ চরিত কথা—শ্রীসুবল অধিকারী বি, এ।

কৈবল্যশতকম্ ভক্তকল্প—**শ্রীধন্ম চন্দ্র অধিকারী ভক্তিরত্ন** (সর্ব্বানন্দ ভারতী)

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর (গুপ্ত বৃন্দাবন) মাহাত্ম্য—শ্রীশ্রীকেশবানন্দদেব গোস্বামী, বি, এ (যন্ত্রস্থ)

শ্রীকৈবল্যশতকম্—পদ্যানুবাদ সহ—শ্রীধরচন্দ্র অধিকারী ভক্তিরত্ন বাচস্পতি সম্পাদিত (৩য় সংস্করণ) মূল্য—নিত্যপাঠ।